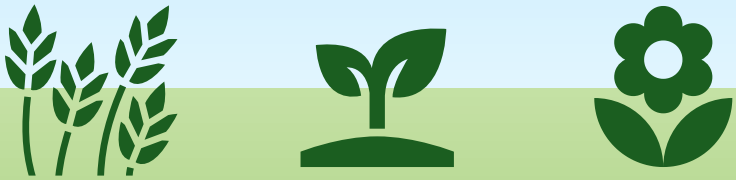
কৃষি উদ্যোক্তা হোমস্কুলিং সিরিজ · বই ১

ছোট্ট চাষি

বীজ থেকে শুরু



বয়স ৬ বছর



১২ মাস · ২৪ প্রজেক্ট · ৪৮ সপ্তাহের হাতে-কলমে পরিকল্পনা

ফসল · পশুপাখি · মাছ · বাজার · কুরআন-হাদিস · English · প্রযুক্তি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়ালু, অসীম করুণাময় আল্লাহর নামে

ছোট্ট চাষি

বীজ থেকে শুরু

কৃষি উদ্যোক্তা হোমস্কুলিং সিরিজ · বই ১ · বয়স ৬ বছর

এই বইটি যার

আমার নাম _____

আমার বয়স _____

আমার গ্রাম / এলাকা _____

বই শুরু করার তারিখ _____

আমার শিক্ষক (মা / বাবা) _____

আমার অঙ্গীকার

আমি একজন ছোট্ট চাষি। আমি «বিসমিল্লাহ» বলে কাজ শুরু করব। আমি গাছ, পশুপাখি ও মাছের যত্ন নেব। আমি খাবার নষ্ট করব না। আমি সত্য কথা বলব। আমি রোজ একটু একটু করে শিখব — ইন শা আল্লাহ।

এখানে তোমার নিজের ছবি আঁকো বা একটি ছবি আঠা দিয়ে লাগাও।

সূচিপত্র

অভিভাবক নির্দেশিকা — বই ব্যবহারের নিয়ম, রুটিন, নিরাপত্তা, পথনকশা ৪

বৈশাখ — বীজের ঘুম ভাঙাই ১২

জ্যৈষ্ঠ — মধুমাসের ফল, আঁটির ভেতর গাছ ২২

আষাঢ় — বৃষ্টি এলো, গাছ লাগাই ৩২

শ্রাবণ — কাদা মেখে ধান রুই ৪২

ভাদ্র — মাদায় শিম, গামলায় মাছ ৫২

আশ্বিন — মাটির জন্য রান্না করি ৬২

কার্তিক — শীতের সবজি বুনি সারি ধরে ৭২

অগ্রহায়ণ — সোনার ধান ঘরে তুলি ৮২

পৌষ — তুলি, ধুই, আঁটি বাঁধি ৯২

মাঘ — গাছের ডাক্তার ১০২

ফাল্গুন — বীজ রাখি — আমার বীজ ব্যাংক ১১২

চৈত্র — মাদায় লাউ-কুমড়া, উঠানে ছোট্ট হাট ১২২

পরিশিষ্ট — মূল্যায়ন, শব্দভান্ডার, খাতা ও সনদ ১৩২

প্রতি মাসের অধ্যায়ে যা আছে (১০ পাতা)

- **মাসের সূচনা** — ঋতুর গল্প, মাঠের খবর, মাসের লক্ষ্য
- **মূল ফসল-প্রজেক্ট** (২ পাতা) — ধাপে ধাপে কাজ, খেয়াল করা, গোনা-মাপা
- **দ্বিতীয় প্রজেক্ট** (২ পাতা) — পশুপাখি, মাছ অথবা বাজার-ব্যবসা
- **৪ সপ্তাহের পরিকল্পনা** (২ পাতা) — প্রতিদিনের কাজ, টিক দেওয়ার ঘর
- **ইসলামি শিক্ষা** — সূরা, দোয়া, হাদিস, আদব ও নামাজ
- **English Time ও প্রযুক্তি** — ৮টি শব্দ, ৩টি বাক্য, একটি প্রযুক্তি-দক্ষতা
- **আমার খাতা** — পর্যবেক্ষণ ছক, «আমি পারি» তালিকা, আঁকার জায়গা

অভিভাবকের নোট

অভিভাবকের প্রতি শুরুর আগে পড়ুন

আসসালামু আলাইকুম। এই বইটি ১০ বছরের একটি যাত্রার প্রথম ধাপ। লক্ষ্য হলো — আপনার সন্তান ১৬ বছর বয়সে যেন একজন সৎ, দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী **কৃষি উদ্যোক্তা** হয়ে ওঠে: যে নিজে ফসল ফলাতে পারে, পশুপাখি ও মাছ পালতে পারে, হিসাব রাখতে পারে, বাজারে বেচতে পারে এবং একসময় দেশের বাইরেও পণ্য পাঠাতে পারে।

৬ বছর বয়সে আমরা ব্যবসা শেখাব না। এ বছরের মূল কথা তিনটি: **চিনি, যত্ন করি, খেয়াল করি।** শিশু এ বছর আপনার «সহকারী চাষি»। সে মাটি ছোঁবে, বীজ বুনবে, মুরগিকে খাওয়াবে, বৃষ্টি মাপবে — আর এই কাজের ভেতর দিয়েই গোনা, মাপা, কথা বলা ও দায়িত্ব নেওয়া শিখবে।

বইটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

1. **বাংলা মাস ধরে চলুন।** বই বৈশাখ থেকে শুরু, তবে আপনি যে মাসে হাতে পেয়েছেন সেই মাসের অধ্যায় থেকেই শুরু করতে পারেন। প্রকৃতির সময়ই এখানে সিলেবাস।
2. **মাসের শুরুতে** পুরো অধ্যায়টি নিজে একবার পড়ে নিন, উপকরণ জোগাড় করুন।
3. **শিশুর অংশ** (গল্প, ধাপ) তাকে পড়ে শোনান। সে এখনো পড়তে না পারলেও সমস্যা নেই — ছবি, কাজ ও কথাই তার বই।
4. **রোজ সাপ্তাহিক পাতার একটি কাজ** করুন ও টিক দিন। কোনো দিন বাদ গেলে পরদিন করুন; বৃষ্টি-অসুখ-মেহমান জীবনেরই অংশ।
5. **মাস শেষে «আমার খাতা»** পাতা একসাথে পূরণ করুন। এটিই পরীক্ষা — আলাদা কোনো পরীক্ষা নেই।

তিনটি সোনালি নিয়ম

- **আগে হাত, পরে মুখ, শেষে খাতা।** আগে কাজটি করবে, তারপর কী করল তা বলবে, সবশেষে আঁকবে বা লিখবে।
- **নিজে করতে দিন।** বাঁকা সারি, ভেজা জামা, কাদা-মাখা হাত — এগুলোই শেখার চিহ্ন।
- **প্রশ্ন করুন, উত্তর বলে দেবেন না।** «কেন পাতাটা হলুদ হলো বলো তো?» — এভাবে ভাবতে শেখান।

বাংলা ও গণিত কোথায়?

এ বইয়ে বাংলা ও গণিতের আলাদা অধ্যায় নেই। প্রতিটি প্রজেক্টের «গুনি · মাপি · লিখি» অংশ এবং খাতার পাতার মাধ্যমে শিশু বছর শেষে ১০০ পর্যন্ত গোনা, ছোট যোগ-বিয়োগ, বিঘত-হাত-কেজি-লিটার মাপা, নিজের নাম ও ফসলের নাম লেখা শিখবে। প্রয়োজন মনে করলে দিনে ১৫ মিনিট আলাদা বর্ণ ও সংখ্যা লেখার অনুশীলন করাতে পারেন।

⏱ হাজার মিনিটের সপ্তাহ ৮০ · ১০ · ৫ · ৫

সপ্তাহে ৫ দিন শেখার দিন, শুক্রবার জুমা ও পরিবারের দিন, আরেক দিন হাট-বাজার বা বেড়ানোর দিন। ৫ দিনে মোট **১০০০ মিনিট** (দিনে প্রায় ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট) এভাবে ভাগ হবে:

অংশ	ভাগ	সপ্তাহে	দিনে	কী হবে
🌱 হাতে-কলমে কাজ	৮০%	৮০০ মিনিট	১৬০ মিনিট	ফসল, পশুপাখি, মাছ, বাজারের প্রজেক্ট; গোনা-মাপা-খাতা
🕌 ইসলামি জ্ঞান	১০%	১০০ মিনিট	২০ মিনিট	সূরা, দোয়া, হাদিসের গল্প, ওজু-নামাজ, আরবি হরফ
ABC ইংরেজি	৫%	৫০ মিনিট	১০ মিনিট	শোনা, বলা, শব্দ চেনা — গ্রামার নয়
📱 প্রযুক্তি	৫%	৫০ মিনিট	১০ মিনিট	কাজের প্রয়োজনে একটি যন্ত্র বা অ্যাপ ব্যবহার

* পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে বড়দের সাথে দাঁড়ানো এই ১০০ মিনিটের বাইরে — সেটি জীবনের অংশ, পড়ার অংশ নয়।

একটি নমুনা দিন

সময়	কাজ	মিনিট
ফজরের পর	🕌 সূরা ও দোয়া শোনা-বলা, আরবি হরফ	২০
সকাল ৬:৩০ – ৮:০০	🌱 বাগান ও মাঠের কাজ (রোদ চড়ার আগে): পানি, আগাছা, প্রজেক্টের ধাপ	৯০
সকালের নাশতার পর	ABC English Time — বাগানে দাঁড়িয়ে শব্দ-খেলা	১০
সকাল ১০:০০ – ১০:৩০	🌱 খাতা: আঁকা, গোনা, ছক পূরণ (ছায়ায় বসে)	৩০
দুপুর	খাওয়া, যোহর, বিশ্রাম, খেলা	—
আসরের পর	🌱 পশুপাখির খাবার-পানি, পর্যবেক্ষণ, বিকেলের পানি দেওয়া	৪০
মাগরিবের পর	📱 প্রযুক্তির কাজ (ছবি দেখা, রেকর্ড শোনা ইত্যাদি)	১০
ঘুমের আগে	গল্প: নবীদের কাহিনি বা আজকের দিনের কথা (সময়ের বাইরে)	—

৬ বছরের শিশুর জন্য মনে রাখুন

- একটানা ২০–৩০ মিনিটের বেশি এক কাজ নয়; মাঝে পানি খাওয়া, দৌড়ানো, গল্প।
- খেলাই তার কাজ। প্রতিটি কাজকে খেলা, প্রতিযোগিতা বা গল্প বানিয়ে দিন।
- গ্রীষ্মে সকাল ৯টার আগে ও বিকেল ৪টার পরে বাইরের কাজ; শীতে রোদ উঠলে।
- রমজান ও দুই ঈদে রুটিন হালকা করুন; ওই সময় ইসলামি অংশ বাড়বে, মাঠের কাজ কমবে — এটাই স্বাভাবিক।

⚠ ছোট্ট চাষির ১০টি নিরাপত্তা নিয়ম

এই পাতাটি বড়রা তোমাকে পড়ে শোনাবেন। প্রতি মাসের শুরুতে একবার করে শুনবে, আর নিয়মগুলো মুখে বলবে।

১ **পানির কাছে একা নয়।** পুকুর, খাল, নদী, ডোবা, এমনকি বড় গামলার কাছেও বড়দের ছাড়া যাব না।

২ **ধারালো জিনিস বড়দের।** দা, কাঁচি, কাস্তে, কোদাল আমি ধরব না। আমার যন্ত্র ছোট খুরপি আর ঝাঁঝরি।

৩ **কাজের পরে সাবান।** মাটি, গোবর, পশুপাখি, মাছ ছোঁয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ধোব — তারপর খাব।

৪ **না জেনে মুখে নয়।** অচেনা ফল, পাতা, বীজ, মাশরুম কখনো মুখে দেব না।

৫ **পশুর পেছনে নয়।** গরু-ছাগলের পেছনে দাঁড়াব না, খাওয়ার সময় বিরক্ত করব না, বাচ্চাওয়ালা মা-পশুর কাছে একা যাব না।

৬ **রোদে টুপি, সাথে পানি।** কড়া দুপুরে মাঠে নয়। মাথা ঢেকে রাখব, বারবার পানি খাব।

৭ **মেঘ ডাকলে ঘরে।** বিদ্যুৎ চমকালে বা ঝড় উঠলে সব ফেলে ঘরে ঢুকব; গাছের নিচে বা খোলা মাঠে দাঁড়াব না।

৮ **ঝোপে হাত দেওয়ার আগে দেখি।** খড়ের গাদা, ইটের ফাঁক, গর্তে হাত ঢোকাব না — সাপ, বিছা থাকতে পারে। বর্ষায় লাঠি দিয়ে শব্দ করে হাঁটব।

৯ **খালি পায়ে গোবরে নয়।** গোয়ালঘর ও কম্পোস্টের কাছে স্যান্ডেল পরব। কাটা-ছেঁড়া হলে সাথে সাথে বড়দের বলব।

১০ **ফোন-যন্ত্র বড়দের সাথে।** ফোন, পাল্লা, থার্মোমিটার শুধু বড়দের সামনে, সময় মেপে ব্যবহার করব।

অভিভাবকের জন্য

বাড়িতে একটি ছোট প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স রাখুন (তুলা, জীবাণুনাশক, ব্যান্ডেজ, খাবার স্যালাইন)। শিশুর টিটেনাসসহ নিয়মিত টিকা সম্পূর্ণ আছে কি না দেখে নিন। সাপে কাটলে ওঝা নয় — দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিন। শীতে কাঁচা খেজুরের রস শিশুকে খাওয়াবেন না (নিপাহ ভাইরাসের ঝুঁকি)।

সারা বছরে যা যা লাগবে

প্রায় সবই বাড়িতে আছে বা গ্রামের হাটে অল্প দামে মেলে। নতুন কেনার আগে পুরোনো জিনিস কাজে লাগান — এটিও উদ্যোক্তার শিক্ষা।

বাগানের জিনিস

- শিশুর মাপের ছোট খুরপি
- ঝাঁঝরি (বা ফুটো করা বোতল)
- ছোট ঝুড়ি বা ডালা — ২টি
- পুরোনো গামলা / বালতি — ৩–৪টি
- সুতলি, বাঁশের কাঠি ও কঞ্চি
- পুরোনো পলিব্যাগ, দইয়ের খুরি, নারকেলের মালা
- পচা গোবর, ছাই, শুকনো পাতা, খড়

পশুপাখি ও মাছ

- ২–৩টি দেশি মুরগি (সম্ভব হলে)
- খাবার ও পানির মাটির পাত্র
- খুদ, কুঁড়া, ভাঙা চাল
- বড় মাটির চাড়ি বা সিমেন্টের গামলা (মাছের জন্য)
- ছোট হাতজাল / ছাঁকনি
- হাঁস, ছাগল, গরু — নিজের না থাকলে প্রতিবেশীর

দেশি বীজ ও চারা

- লাল শাক, ডাঁটা, পুঁই, মুলা, পালং, ধনিয়া
- দেশি শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙা
- দেশি আমন ধানের চারা (এক মুঠো)
- একটি ফলের চারা (পেয়ারা / লেবু / আম)

খাতা ও মাপার জিনিস

- এই বই, একটি আঁকার খাতা, রং-পেনসিল
- স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বোতল (বৃষ্টি মাপার)
- স্কেল ও মাপার ফিতা
- রান্নাঘরের পাল্লা (বা দাঁড়িপাল্লা)
- কাচের বয়াম ও কাগজের ঠোঙা (বীজ রাখার)
- আতশ কাচ (ম্যাগনিফাইং গ্লাস)
- একটি মাটির ব্যাংক

জায়গা কতটুকু লাগবে?

এক শতক (প্রায় ৪৩৫ বর্গফুট) উঠান হলে সব প্রজেক্ট আরামে হয়। উঠান না থাকলে ছাদ বা বারান্দায় ৮–১০টি টব, গামলা ও বস্তায়ও প্রায় সব ফসল-প্রজেক্ট সম্ভব। পশুপাখি ও পুকুরের কাজগুলোর জন্য সপ্তাহে একদিন গ্রামের আত্মীয় বা পরিচিত চাষির বাড়ি যান — তাঁকে শিশুর «ওস্তাদ চাষি» বানিয়ে দিন।

দেশি পদ্ধতি — কী ও কেন

এই সিরিজে আমরা **দেশি জাত** ও **দেশি পদ্ধতি** ব্যবহার করব; হাইব্রিড বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নয়। শিশুকে সহজ ভাষায় বোঝান:

বিষয়	আমরা যা করব	কেন
বীজ	দেশি জাতের বীজ; ফসল থেকে নিজে বীজ রেখে পরের বছর বোনা	হাইব্রিড ফসলের বীজ রাখলে পরের বছর ভালো ফলে না, প্রতিবার কিনতে হয়। দেশি বীজ চাষির নিজের সম্পদ।
মাটির খাবার	পচা গোবর, কম্পোস্ট, ছাই, পচা পাতা, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা	মাটিতে কেঁচো ও ছোট প্রাণ বাঁচে, মাটি বছর বছর আরও উর্বর হয়।
পোকা-বালাই	হাতে বাছা, ছাই ছিটানো, নিম পাতার পানি, পাখি বসার ডাল, মিশ্র ফসল	বিষ ছাড়া খাবার নিরাপদ; বন্ধু পোকা, মৌমাছি, ব্যাঙ, পাখি বেঁচে থাকে।
পশুপাখি	দেশি মুরগি, হাঁস, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, দেশি গরু; ছেড়ে পালা	রোগ কম, খরচ কম, আমাদের আবহাওয়ায় মানানসই।
মাছ	দেশি মাছ: কই, শিং, মাগুর, টাকি, পুঁটি, মলা	কম পানিতে বাঁচে, পুষ্টি বেশি, খাল-বিলের নিজস্ব সম্পদ।
সময়	বাংলা মাস ও ঋতু মেনে চাষ	সময়ের ফসল সময়ে করলে কম যত্নে ভালো ফলে।

খামারের চাকা — কিছুই ফেলনা নয়

গাছ থেকে শাক-সবজি → মানুষ খায়, খোসা-লতাপাতা খায় গরু-ছাগল-মুরগি → ওদের গোবর-বিষ্ঠা যায় সারের গাদায় → সার যায় মাটিতে → মাটি থেকে আবার গাছ। এই চাকাটি শিশুকে বারবার দেখান। এটাই দেশি কৃষির প্রাণ।

বাস্তব পরামর্শ

- দেশি বীজের সবচেয়ে ভালো উৎস: গ্রামের প্রবীণ চাষি ও চাষি-নারীরা। তাঁরা লাউ, শিম, কুমড়া, শাকের বীজ কলসি-বয়ামে রাখেন। শিশুকে নিয়ে চেয়ে আনুন।
- ধানের দেশি জাতের নাম এলাকাভেদে আলাদা। আপনার এলাকায় কোন কোন দেশি ধান এখনো চাষ হয়, শিশুকে নিয়ে খোঁজ নিন।
- বপনের সঠিক তারিখ অঞ্চল ও বছরের আবহাওয়াভেদে ১–২ সপ্তাহ এদিক-ওদিক হয়। সন্দেহ হলে স্থানীয় অভিজ্ঞ চাষি বা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে মিলিয়ে নিন।

১০ বছরের পথনকশা ৬ থেকে ১৬

প্রতি বছর একটি বই। প্রতিটি বই আগের বইয়ের দক্ষতার ওপর দাঁড়ায়, আর শিশুর দায়িত্ব একটু একটু করে বাড়ে।

বই	বয়স	নাম	মূল দক্ষতা
১	৬	**ছোট্ট চাষি** বীজ থেকে শুরু	চেনা, যত্ন ও পর্যবেক্ষণ; ছোট বেড, টব ও গামলা; পশুপাখির সাথে বন্ধুত্ব
২	৭	**আঙিনার বাগানি**	সারা বছরের পারিবারিক সবজি বাগান নিজে চালানো; বীজতলা ও চারা
৩	৮	**হাঁস-মুরগির খামারি**	দেশি মুরগি ও হাঁস পালন, ডিম ফোটানো, খাবার তৈরি, ডিম বিক্রির খাতা
৪	৯	**মাঠের চাষি**	ধান, ডাল, তেলবীজ, মসলা; এক-দুই শতক জমিতে পুরো মৌসুমের চাষ
৫	১০	**পুকুর ও ছাগল**	দেশি মাছ চাষ, পুকুর ব্যবস্থাপনা, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন
৬	১১	**গরু ও মাটির স্বাস্থ্য**	দেশি গরু, দুধ, কেঁচো সার, কম্পোস্ট; সমন্বিত খামারের চাকা
৭	১২	**বীজ ও নার্সারি**	বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, কলম, চারা বিক্রির ছোট নার্সারি
৮	১৩	**হিসাব ও বাজার**	খরচ-লাভের হিসাব, প্রক্রিয়াজাত (আচার, গুড়, শুঁটকি, ঘি), প্যাকেট ও হাটে বিক্রি
৯	১৪	**খামার ব্যবসা**	ব্যবসা পরিকল্পনা, ব্র্যান্ড, অনলাইনে বিক্রি, ক্রেতা ও মান নিয়ন্ত্রণ
১০	১৫–১৬	**দেশ থেকে বিদেশে**	আমদানি-রপ্তানির নিয়ম, কাগজপত্র, মান-সনদ, নিজের উদ্যোগ চালু করা

প্রতি বইয়ে চারটি সুতো একসাথে বোনা থাকবে

- **ফসল · পশুপাখি · মাছ · ব্যবসা** — চারটিই প্রতি বছর থাকবে, গভীরতা বাড়বে।
- **ইসলামি জ্ঞান:** ছোট সূরা থেকে আমপারা, নামাজ, হালাল উপার্জন, যাকাত-উশর, ব্যবসার ফিকহ।
- **ইংরেজি:** শব্দ ও বাক্য → গল্প শোনা ও বলা → ক্রেতার সাথে কথা, ইমেইল ও পণ্যের বিবরণ পড়া।
- **প্রযুক্তি:** ক্যামেরা ও পাল্লা → স্প্রেডশিট ও অনলাইন বাজার → ডিজিটাল লেনদেন ও রপ্তানির কাগজ।

আমদানি-রপ্তানি এ বছর কোথায়?

৬ বছরের শিশুর জন্য এটি শুধু একটি কৌতূহল: «এই খেজুর কোন দেশ থেকে এলো?» (কার্তিক) এবং «আমাদের দেশের কোন জিনিস বিদেশে যায়?» (চৈত্র)। বীজটুকু এখন বোনা থাকল; গাছ হবে বই ৮–১০-এ।

বছরের এক নজরে ১২ মাস · ২৪ প্রজেক্ট

মাস	মূল ফসল-প্রজেক্ট	দ্বিতীয় প্রজেক্ট	সূরা
বৈশাখ মধ্য এপ্রিল – মধ্য মে	লাল শাক ও ডাঁটার ছোট্ট বেড	দেশি মুরগি চেনা	সূরা আল-ফাতিহা (প্রথম অর্ধেক)
জ্যৈষ্ঠ মধ্য মে – মধ্য জুন	ফলের আঁটি থেকে চারা	ফল গুনি, মাপি, ভাগ করি	সূরা আল-ফাতিহা (সম্পূর্ণ)
আষাঢ় মধ্য জুন – মধ্য জুলাই	আমার গাছ লাগাই, বৃষ্টি মাপি	নতুন পানির দেশি মাছ চিনি	সূরা আল-ইখলাস
শ্রাবণ মধ্য জুলাই – মধ্য আগস্ট	গামলায় দেশি আমন ধান	হাঁসের সাথে এক মাস	সূরা আন-নাস
ভাদ্র মধ্য আগস্ট – মধ্য সেপ্টেম্বর	মাদায় দেশি শিম ও মাচা	গামলায় দেশি মাছ পালি	সূরা আল-ফালাক
আশ্বিন মধ্য সেপ্টেম্বর – মধ্য অক্টোবর	জৈব সারের গাদা	গরু ও বাছুরের যত্ন	সূরা আল-কাওসার
কার্তিক মধ্য অক্টোবর – মধ্য নভেম্বর	শীতের সবজির বেড: মুলা, পালং, ধনিয়া	কোথা থেকে এলো?	সূরা আল-আসর
অগ্রহায়ণ মধ্য নভেম্বর – মধ্য ডিসেম্বর	ধান কাটা, মাড়াই ও নবান্ন	ধান থেকে চাল — মাপি ও বেচি	সূরা আন-নাসর
পৌষ মধ্য ডিসেম্বর – মধ্য জানুয়ারি	সবজি তোলা, ধোয়া, আঁটি বাঁধা	মুরগির ডিম ও ছানা	সূরা লাহাব
মাঘ মধ্য জানুয়ারি – মধ্য ফেব্রুয়ারি	গাছের ডাক্তার — দেশি বালাই দমন	ছাগলছানার বন্ধু	সূরা আল-ফীল
ফাল্গুন মধ্য ফেব্রুয়ারি – মধ্য মার্চ	আমার বীজ ব্যাংক	পুকুর পাড়ে — মাছের ঘর দেখি	সূরা আল-মাউন
চৈত্র মধ্য মার্চ – মধ্য এপ্রিল	মাদায় লাউ, মিষ্টি কুমড়া ও ঝিঙা	আমার ছোট্ট হাট	সূরা কুরাইশ

প্রজেক্টগুলো একে অপরের সাথে জোড়া

বৈশাখের শাক থেকে ফাল্গুনে বীজ · শ্রাবণে লাগানো ধান অগ্রহায়ণে কাটা · ভাদ্রের শিম পৌষ-মাঘে তোলা · আশ্বিনের সার চৈত্রের মাদায় · ফাল্গুনের বীজ চৈত্রের মাটিতে · সারা বছরের ফসল চৈত্রের ছোট্ট হাটে।

বাংলাদেশের শস্য ক্যালেন্ডার তিন মৌসুম, ছয় ঋতু

বাংলাদেশের চাষিরা বছরকে তিনটি ফসল-মৌসুমে ভাগ করেন। এই পাতাটি দেয়ালে টাঙিয়ে রাখুন; শিশু প্রতি মাসে আঙুল দিয়ে দেখাবে — «আমরা এখন এখানে»।

মৌসুম	বাংলা মাস	প্রধান ফসল
খরিপ-১ (গ্রীষ্ম, প্রাক-বর্ষা)	চৈত্র – জ্যৈষ্ঠ মধ্য মার্চ – মধ্য জুন	আউশ ধান, পাট, ডাঁটা, পুঁই, কলমি, ঢেঁড়স, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, করলা, লাউ-কুমড়া, তিল, মুগ ডাল; ফল: আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল
খরিপ-২ (বর্ষা)	আষাঢ় – আশ্বিন মধ্য জুন – মধ্য অক্টোবর	আমন ধান (প্রধান), চালকুমড়া, ধুন্দল, কাঁকরোল, বরবটি, শিম বোনা, কচু; গাছ লাগানোর সময়; নতুন পানিতে দেশি মাছ; ফল: পেয়ারা, আমড়া, তাল, জাম্বুরা
রবি (শীত, শুকনো)	কার্তিক – ফাল্গুন মধ্য অক্টোবর – মধ্য মার্চ	বোরো ধান, গম, সরিষা, মসুর, ছোলা, খেসারি, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মুলা, পালং, লাল শাক, ধনিয়া, শিম, লাউ, টমেটো, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি; ফল: কুল (বরই)

ঋতু	মাস	ধান	সবজি ও অন্য ফসল	পশুপাখি ও মাছ
গ্রীষ্ম	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	বোরো কাটা; আউশ বোনা	গ্রীষ্মের শাক ও লতা-সবজি; পাট; মধুমাসের ফল	গরমে ছায়া ও পানি; পুকুরে পোনা ছাড়ার প্রস্তুতি
বর্ষা	আষাঢ়, শ্রাবণ	আমন বীজতলা ও রোপণ; আউশ কাটা শুরু	গাছের চারা রোপণ; মাচার সবজি; পাট কাটা ও জাগ	হাঁসের সুসময়; খাল-বিলে দেশি মাছের ডিম ও পোনা
শরৎ	ভাদ্র, আশ্বিন	আমনের যত্ন; আউশ কাটা শেষ	শিম-লাউ বোনা; আগাম শীতের সবজির বীজতলা; তাল	মাছ দ্রুত বাড়ে; কাঁচা ঘাস প্রচুর
হেমন্ত	কার্তিক, অগ্রহায়ণ	আমন পাকা ও কাটা — নবান্ন	শীতের সবজি, সরিষা, ডাল, আলু, পেঁয়াজ-রসুন বোনা	খড় মজুত; বিলের পানি কমে মাছ ধরা
শীত	পৌষ, মাঘ	বোরো বীজতলা ও রোপণ	শীতের সবজি তোলা; সরিষা ফুল ও মধু; খেজুরের গুড়	মুরগির ছানা; পশুকে ঠান্ডা থেকে বাঁচানো; পুকুর শুকিয়ে মাছ ধরা
বসন্ত	ফাল্গুন, চৈত্র	বোরোর যত্ন; ধানে শিষ	রবি ফসল তোলা ও বীজ রাখা; গ্রীষ্মের সবজি বোনা; আমের মুকুল	পুকুর প্রস্তুতি; ছাগলের বাচ্চা; গরমের প্রস্তুতি

বাংলা মাস ও ইংরেজি তারিখ

বৈশাখ শুরু ১৪ এপ্রিল। এরপর প্রতি বাংলা মাস মোটামুটি ইংরেজি মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়: জ্যৈষ্ঠ (মে), আষাঢ় (জুন), শ্রাবণ (জুলাই), ভাদ্র (আগস্ট), আশ্বিন (সেপ্টেম্বর), কার্তিক (অক্টোবর), অগ্রহায়ণ (নভেম্বর), পৌষ (ডিসেম্বর), মাঘ (জানুয়ারি), ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি), চৈত্র (মার্চ)।

মাস ১ · গ্রীষ্মকাল

বৈশাখ

বীজের ঘুম ভাঙাই

মধ্য এপ্রিল – মধ্য মে
খরিপ-১ মৌসুমের শুরু

আজ পহেলা বৈশাখ। বাংলা বছরের প্রথম দিন! আকাশে কড়া রোদ, দুপুরে গরম বাতাস। বিকেলে হঠাৎ কালো মেঘ করে ঝড় ওঠে — এর নাম **কালবৈশাখী**। ঝড়ের পরে মাটি ভিজে নরম হয়, আর চাষি তখন খুশি হয়ে বীজ বোনেন।

একটি ছোট্ট বীজ হাতে নাও। দেখতে শুকনো, শক্ত, যেন ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু এর ভেতরে আল্লাহ একটি আস্ত গাছ লুকিয়ে রেখেছেন! মাটি, পানি আর রোদ পেলে বীজের ঘুম ভাঙে। এ মাসে তুমি নিজের হাতে বীজের ঘুম ভাঙাবে। তুমি এখন থেকে একজন **ছোট্ট চাষি**।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- চাষিরা আউশ ধান ও পাট বোনেন
- গ্রীষ্মের শাক: ডাঁটা, লাল শাক, পুঁই, কলমি
- ঢেঁড়স, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, করলার বীজ বোনা হয়
- বোরো ধান পেকে সোনালি, ধান কাটা চলছে
- গাছে কাঁচা আম, ছোট ছোট কাঁঠাল

এ মাসে আমি শিখব

- বীজ, মাটি, পানি ও রোদ — গাছের চার বন্ধুকে চিনব
- নিজের হাতে একটি ছোট বেড বানাব
- রোজ সকালে গাছে পানি দেব
- ১ থেকে ২০ পর্যন্ত গুনব
- দেশি মুরগিকে চিনব ও খাবার দেব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **লাল শাক ও ডাঁটার ছোট্ট বেড**
- **দেশি মুরগি চেনা**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: লাল শাক ও ডাঁটার ছোট্ট বেড ফসল

কেন করব?

লাল শাক আর ডাঁটা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। মাত্র ৩–৫ দিনে চারা বের হয়, আর ২৫–৩০ দিনে লাল শাক খাওয়া যায়। তাই প্রথম প্রজেক্টে তুমি খুব অল্প দিনেই নিজের ফলানো শাক খেতে পারবে। এগুলো আমাদের দেশি শাক — এর বীজ আমরা নিজেরাই রেখে দিতে পারি, প্রতি বছর কিনতে হয় না।

যা যা লাগবে

- দেশি লাল শাকের বীজ (এক চিমটি)
- দেশি ডাঁটার বীজ (এক চিমটি)
- ছোট খুরপি
- পচা শুকনো গোবর — ২ ঝুড়ি
- এক মুঠো ছাই
- ঝাঁঝরি বা ফুটো করা বোতল
- ৪টি কাঠি ও সুতলি
- শুকনো বালু

ধাপে ধাপে কাজ

১ **জায়গা বাছি:** উঠানের এমন জায়গা খোঁজো যেখানে সারা দিন রোদ পড়ে আর বৃষ্টির পানি জমে না। বড়দের সাথে মিলে ৩ হাত লম্বা ও ২ হাত চওড়া জায়গা মেপে চার কোণে কাঠি পুঁতে সুতলি বেঁধে দাও। এটাই তোমার বেড।

২ **মাটি নরম করি:** বড়রা কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে দেবেন। তুমি হাত দিয়ে ঢেলা ভাঙো, ঘাস, শিকড় আর ইট-পাথর বেছে ফেলো। মাটি যেন ঝুরঝুরে হয়।

৩ **মাটিকে খাবার দিই:** পচা গোবর আর এক মুঠো ছাই মাটির সাথে ভালো করে মেশাও। গোবর হলো মাটির খাবার। মাটি হাত দিয়ে সমান করে বেডটা একটু উঁচু করে দাও।

৪ **বীজ বুনি:** বীজ খুব ছোট, তাই এক চিমটি বীজ এক মুঠো শুকনো বালুর সাথে মেশাও। বেডের অর্ধেকে লাল শাক আর অর্ধেকে ডাঁটা ছিটিয়ে দাও। «বিসমিল্লাহ» বলে শুরু করো।

৫ **ঢেকে দিই:** বীজের ওপর হালকা করে ঝুরা মাটি ছিটিয়ে দাও — খুব পাতলা, চাদরের মতো। হাত দিয়ে আলতো চাপ দাও।

৬ **পানি দিই:** ঝাঁঝরি দিয়ে বৃষ্টির মতো ঝিরঝির করে পানি দাও। জোরে ঢাললে বীজ ভেসে যাবে। রোজ সকালে ও বিকেলে মাটি ভিজিয়ে রাখো।

৭ **চারা পাতলা করি:** ৮–১০ দিন পর চারা খুব ঘন হলে কিছু চারা তুলে ফেলো, যেন দুই চারার মাঝে দুই আঙুল ফাঁকা থাকে। তোলা কচি চারাও ভাজি করে খাওয়া যায়!

৮ **শাক তুলি:** ২৫–৩০ দিনে লাল শাক এক বিঘত লম্বা হলে গোড়াসহ তুলে নাও। কয়েকটি সবল গাছ রেখে দাও — এগুলো থেকে পরে বীজ নেব।

লাল শাক ও ডাঁটার ছোট্ট বেড খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- বীজ বোনার কত দিন পর প্রথম চারা দেখা গেল?
- প্রথম দুটি পাতা (বীজপাতা) দেখতে কেমন? পরের পাতা কি একই রকম?
- লাল শাক আর ডাঁটার চারার রং কি আলাদা?
- যে দিন পানি দিতে ভুলে গেলে, গাছ কেমন দেখাল?
- বেডে কোন কোন পোকা, পিঁপড়া বা পাখি এলো?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- এক জায়গায় ১০টি চারা গুনে একটি কাঠি দিয়ে ঘিরে রাখো। প্রতি সপ্তাহে গুনে দেখো ১০টিই আছে কি না।
- প্রতি সপ্তাহে একটি চারা আঙুল দিয়ে মাপো: ১ আঙুল, ২ আঙুল, ১ বিঘত...
- খাতার ছকে রোজ পানি দিলে একটি ফোঁটা আঁকো।
- শাক তোলার দিন কয়টি আঁটি হলো গুনে লেখো।

নিরাপত্তা

খুরপি শুধু মাটিতে চালাবে, কারও দিকে তাক করবে না। দুপুরের কড়া রোদে কাজ নয় — সকালে বা বিকেলে। মাথায় টুপি বা গামছা দাও। কাজ শেষে সাবান দিয়ে হাত ধোও। কালবৈশাখীর মেঘ বা বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলে সাথে সাথে ঘরে চলে এসো।

অভিভাবকের জন্য

কোদালের কাজ আপনি করুন, বাকি সব কাজ শিশুকে করতে দিন — অগোছালো হলেও। বীজ স্থানীয় চাষি বা হাটের বীজ বিক্রেতার কাছ থেকে «দেশি» জাত জেনে নিন (হাইব্রিড প্যাকেট নয়)। উঠান না থাকলে পুরোনো গামলা, কাঠের বাক্স বা বস্তায়ও একইভাবে করা যায়। মুরগি থেকে বাঁচাতে বেডের চারপাশে ডালপালা বা জাল দিন। অতি বৃষ্টিতে চারা নষ্ট হলে আবার বুনুন — ব্যর্থতাও চাষির শিক্ষা।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: দেশি মুরগি চেনা পশুপাখি

তোমাদের বা পাশের বাড়ির উঠানে দেশি মুরগি ঘুরে বেড়ায়। ওরা সারা দিন কী করে? কী খায়? কোথায় ঘুমায়? এ মাসে তুমি মুরগির বন্ধু হবে।

যা করব

১. একটি মুরগি বা মোরগ বেছে নাও। তার একটি নাম দাও। রোজ ১০ মিনিট চুপ করে বসে তাকে দেখো।

২. মোরগ আর মুরগির তফাত খোঁজো: ঝুঁটি, লেজ, রং, ডাক।

৩. রোজ সকালে এক মুঠো খুদ, কুঁড়া বা ভাঙা চাল ছিটিয়ে দাও। «আয় আয় তি তি» বলে ডাকো।

৪. একটি মাটির বা প্লাস্টিকের পাত্রে পরিষ্কার পানি দাও। গরমে মুরগিরও পিপাসা পায়। রোজ পানি বদলাও।

৫. সন্ধ্যায় দেখো মুরগিরা নিজে নিজে খোপে ফেরে কি না। বড়দের সাথে খোপের দরজা বন্ধ করো।

৬. মুরগি মাটি আঁচড়ে কী খুঁজে খায়, দেখে বড়দের বলো।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

দেশি মুরগি চেনা ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- মুরগির কয়টি পা? কয়টি ডানা? ওরা কি উড়তে পারে?
- মুরগি সন্ধ্যা হলেই ঘরে ফেরে — ওকে কে শেখাল?
- মুরগি আমাদের কী কী দেয়?

নিরাপত্তা

মুরগিকে তাড়া করবে না, লেজ বা ডানা ধরে টানবে না। বাচ্চাওয়ালা মুরগির খুব কাছে যেয়ো না — ঠোকর দিতে পারে। মুরগি, খোপ বা বিষ্ঠা ছোঁয়ার পর অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধোবে।

অভিভাবকের জন্য

নিজেদের মুরগি না থাকলে প্রতিবেশীর মুরগি দেখার ব্যবস্থা করুন। পৌষ মাসে আমরা ডিম ও ছানা নিয়ে কাজ করব; তাই সম্ভব হলে এ বছরের মধ্যে ২–৩টি দেশি মুরগি পালা শুরু করুন। শিশুকে রোজ খাবার-পানি দেওয়ার দায়িত্বটি স্থায়ীভাবে দিন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

বৈশাখ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — মাটি চিনি, বেড বানাই

দিন ১	উঠান ঘুরে রোদ-পড়া জায়গা খুঁজি; বেডের জায়গা মাপি (হাত দিয়ে)	☐
দিন ২	মাটির ঢেলা ভাঙি, ঘাস ও পাথর বাছি; মাটিতে কী কী পেলাম দেখি	☐
দিন ৩	গোবর ও ছাই মিশিয়ে বেড উঁচু করি	☐
দিন ৪	বীজ হাতে নিয়ে দেখি, গুনি; বালুর সাথে মিশিয়ে বুনি	☐
দিন ৫	ঝাঁঝরি দিয়ে পানি দিই; মুরগি বেছে নাম রাখি	☐

ইসলামি: সব কাজের আগে «বিসমিল্লাহ» বলার অভ্যাস। সূরা ফাতিহা রোজ ৩ বার শোনা।

ইংরেজি: seed, soil — জিনিস হাতে নিয়ে বলা। «This is a seed.»

প্রযুক্তি: বড়দের ফোনে ক্যামেরা খোলা ও ছবি তোলা শেখা; বেডের প্রথম ছবি।

সপ্তাহ ২ — চারা গজানোর অপেক্ষা

দিন ১	সকাল-বিকেল পানি; মাটি ফুঁড়ে চারা বের হলো কি না খুঁজি	☐
দিন ২	প্রথম চারা গুনি; বীজপাতা আঁকি	☐
দিন ৩	মুরগিকে খুদ ও পানি দিই; ১০ মিনিট দেখি	☐
দিন ৪	বেডের চারপাশে ডালপালার বেড়া দিই	☐
দিন ৫	বড়দের সাথে আউশ বা পাটের খেত দেখতে যাই	☐

ইসলামি: সূরা ফাতিহার প্রথম ৩ আয়াত বড়দের সাথে বলা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নাম শেখা।

ইংরেজি: water, sun — «I water the plant.» পানি দিতে দিতে বলা।

প্রযুক্তি: রোজ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বেডের একটি ছবি তোলা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

বৈশাখ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — চারার যত্ন

দিন ১	ঘন চারা পাতলা করি; তোলা চারা গুনি	☐
দিন ২	হাত দিয়ে আগাছা তুলি — কোনটা শাক, কোনটা ঘাস চিনি	☐
দিন ৩	১০টি চারা কাঠি দিয়ে ঘিরে রাখি, আঙুল দিয়ে মাপি	☐
দিন ৪	মোরগ-মুরগির তফাত খুঁজি; ডাক নকল করি	☐
দিন ৫	হাটে বা বাজারে গিয়ে শাকের আঁটির দাম জানি	☐

ইসলামি: গাছ লাগানোর হাদিসটি শোনা ও নিজের ভাষায় বলা। আরবি হরফ: আলিফ, বা, তা।

ইংরেজি: plant, leaf, root — তোলা চারায় root দেখিয়ে বলা।

প্রযুক্তি: তোলা ছবিগুলো পরপর দেখে গাছ কতটা বড় হলো বলা।

সপ্তাহ ৪ — প্রথম ফসল তোলা

দিন ১	শাক কত বড় হলো মাপি; পোকা-পাখি খেয়াল করি	☐
দিন ২	বড় লাল শাক তুলি, ধুই, আঁটি বাঁধি ও গুনি	☐
দিন ৩	নিজের শাক রান্নায় সাহায্য করি; সবাই মিলে খাই	☐
দিন ৪	এক আঁটি শাক প্রতিবেশীকে উপহার দিই	☐
দিন ৫	বীজের জন্য ৫টি সবল গাছ বেছে লাল সুতা বেঁধে রাখি	☐

ইসলামি: খাওয়ার আগে «বিসমিল্লাহ», পরে «আলহামদুলিল্লাহ»। সূরা ফাতিহা ৪ আয়াত পর্যন্ত।

ইংরেজি: hand + আগের ৭টি শব্দ ঝালাই। «The sun is hot.»

প্রযুক্তি: মাসের সেরা ৫টি ছবি বেছে একটি অ্যালবামে রাখা (বড়দের সাহায্যে)।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

বৈশাখ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-ফাতিহা (প্রথম অর্ধেক)

রোজ ফজরের পর বা সন্ধ্যায় বড়দের মুখে শুনে শুনে বলা। এ মাসে প্রথম ৪ আয়াত।

এ মাসের দোয়া

কাজ শুরুর দোয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অর্থ: পরম দয়ালু, অসীম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«কোনো মুসলিম যদি একটি গাছ লাগায় বা ফসল বোনে, আর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা পশু খায় — তবে তা তার জন্য সদকা হয়।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি: ২৩২০; সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

তোমার বেডে একটি চড়ুই এসে দুটি পাতা ঠুকরে খেল। তোমার কি রাগ হবে? না! কারণ নবীজি ﷺ বলেছেন, তোমার গাছ থেকে পাখি খেলেও তুমি সওয়াব পাবে। চাষি তাই খুব ভাগ্যবান মানুষ — তাঁর খেত থেকে মানুষ খায়, পাখি খায়, পোকা খায়, আর সবকিছুর বদলে আল্লাহ তাঁকে সওয়াব দেন। আল্লাহ কুরআনে জিজ্ঞেস করেছেন: «তোমরা যে বীজ বোনো, তা কি ভেবে দেখেছ? তা কি তোমরা গজাও, না আমি গজাই?» (সূরা ওয়াকিয়া: ৬৩–৬৪)। আমরা শুধু বীজ বুনি আর পানি দিই; বীজ থেকে গাছ বের করেন আল্লাহ।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- প্রতিটি কাজ «বিসমিল্লাহ» বলে শুরু করি।
- চারা গজাতে দেখলে বলি «সুবহানাল্লাহ», শাক তুলে বলি «আলহামদুলিল্লাহ»।
- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নাম বলি: ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা।
- আজান শুনলে খেলা ও কাজ থামিয়ে চুপ করে শুনি।

এ মাসে কোন ভালো কাজটি করলে? এঁকে বা লিখে রাখো।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

seed বীজ	**soil** মাটি	**water** পানি	**sun** সূর্য
plant গাছ / চারা	**leaf** পাতা	**root** শিকড়	**hand** হাত

This is a seed.	এটি একটি বীজ।
I water the plant.	আমি গাছে পানি দিই।
The sun is hot.	সূর্য গরম।

খেলা

Touch and say: অভিভাবক বলবেন «Touch the leaf!» — শিশু দৌড়ে গিয়ে পাতা ছোঁবে আর জোরে বলবে «Leaf!»। এভাবে ৮টি শব্দই বাগানে দাঁড়িয়ে খেলুন। বানান বা লেখা নয় — শুধু শোনা ও বলা।

প্রযুক্তি: ফোনের ক্যামেরায় ছবির ডায়েরি ৫%

১. বড়দের ফোন দুই হাতে শক্ত করে ধরো। ক্যামেরার চিহ্নে আঙুল ছোঁয়াও।

২. রোজ সকালে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বেডের একটি ছবি তোলো।

৩. মাস শেষে ছবিগুলো পরপর দেখো — যেন গাছ বড় হওয়ার সিনেমা!

নিয়ম

ফোন শুধু বড়দের সামনে, শুধু ছবি তোলার জন্য — দিনে ১০ মিনিটের বেশি নয়। ছবি তোলা শেষ হলে নিজেই ফোন ফিরিয়ে দাও।

নতুন শেখা ইংরেজি শব্দের ছবি আঁকো।

বৈশাখ — আমার খাতা

আমার শাকের বেডের খাতা

তারিখ	পানি দিয়েছি 💧	চারা কত বড় (আঙুল)	কী দেখলাম

মাস শেষে — আমি পারি

- ☐ ঝুরঝুরে মাটির বেড বানাতে
- ☐ বালুর সাথে মিশিয়ে ছোট বীজ বুনতে
- ☐ ঝাঁঝরি দিয়ে আস্তে পানি দিতে
- ☐ ১ থেকে ২০ গুনতে
- ☐ মুরগিকে খাবার ও পানি দিতে

অভিভাবকের মন্তব্য

তোমার বেড আর তোমার মুরগির ছবি আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ২ · গ্রীষ্মকাল

জ্যৈষ্ঠ

মধুমাসের ফল, আঁটির ভেতর গাছ

মধ্য মে – মধ্য জুন
খরিপ-১ · মধুমাস

জ্যৈষ্ঠ মাসকে বলে **মধুমাস**। কারণ এ মাসে গাছে গাছে মধুর মতো মিষ্টি ফল পাকে — আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, তরমুজ, বাঙ্গি। চারদিকে পাকা ফলের ঘ্রাণ। মেয়ে-জামাই আর আত্মীয়দের বাড়িতে ফল পাঠানো হয়।

আম খেয়ে আঁটিটা কী করো? ফেলে দাও? এ মাসে আর ফেলবে না! প্রতিটি আঁটির ভেতর একটি গাছ ঘুমিয়ে আছে। কাঁঠালের বিচি, জামের বিচি, লিচুর বিচি — সবগুলোই বীজ। এ মাসে তুমি ফল খাবে, আর ফলের বীজ থেকে চারা বানাবে। আজ তুমি যে চারা বানাবে, বড় হয়ে তার ছায়ায় বসবে।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল পাড়ার ধুম
- আউশ ধান ও পাটের খেতে নিড়ানি চলছে
- ঢেঁড়স, পুঁই, ঝিঙা, করলা তোলা হচ্ছে
- চাষিরা আমনের বীজতলার জন্য জমি ঠিক করছেন
- ভ্যাপসা গরম; মাসের শেষে বর্ষার প্রথম বৃষ্টি

এ মাসে আমি শিখব

- ফলের ভেতরের বীজ চিনব — কোনটা আঁটি, কোনটা বিচি
- ফলের বীজ থেকে চারা বানাব
- গুনে, মেপে ফল ভাগ করে দিতে শিখব
- বড়-ছোট, ভারী-হালকা তুলনা করব
- ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত গুনব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **ফলের আঁটি থেকে চারা**
- **ফল গুনি, মাপি, ভাগ করি**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: ফলের আঁটি থেকে চারা ফসল

কেন করব?

বাজার থেকে চারা কিনতে টাকা লাগে। কিন্তু চাষি জানেন, ফলের বীজ থেকেই চারা হয় — একদম বিনা পয়সায়! দেশি গুটি আম, কাঁঠাল, জাম, লিচুর বীজ তাজা অবস্থায় মাটিতে দিলে কয়েক সপ্তাহেই চারা বের হয়। এ প্রজেক্টে তুমি শিখবে **ধৈর্য**। শাকের বীজ ৩ দিনে গজায়, কিন্তু আমের আঁটি গজাতে ২–৪ সপ্তাহ লাগে, আর গাছে ফল আসতে লাগে অনেক বছর।

যা যা লাগবে

- পাকা দেশি আমের আঁটি — ৫টি
- কাঁঠালের বিচি — ৫টি
- জাম বা লিচুর বিচি — ৫টি
- পুরোনো পলিব্যাগ, দইয়ের খুরি বা ছোট টব — ১৫টি
- ঝুরা মাটি ও পচা গোবর
- একটি পেরেক (ফুটো করার জন্য — বড়দের কাজ)
- কাগজ ও কলম (নাম লেখার জন্য)

ধাপে ধাপে কাজ

১. **ফল খাই, বীজ রাখি:** ভালো, মিষ্টি, পাকা ফল বেছে খাও। যে গাছের ফল বেশি মিষ্টি, তার বীজই রাখবে। আঁটি ও বিচি পানিতে ধুয়ে আঁশ ছাড়াও।

২. **দেরি নয়:** এই বীজগুলো শুকিয়ে গেলে মরে যায়। তাই খাওয়ার ২–৩ দিনের মধ্যেই মাটিতে দিতে হবে। ছায়ায় রাখো, রোদে শুকিয়ো না।

৩. **পাত্র তৈরি:** বড়রা পলিব্যাগ বা খুরির তলায় ২–৩টি ফুটো করে দেবেন, যাতে বাড়তি পানি বেরিয়ে যায়। তুমি দুই ভাগ মাটি ও এক ভাগ পচা গোবর হাত দিয়ে মেশাও।

৪. **মাটি ভরি:** মুঠো মুঠো মাটি দিয়ে পাত্র ভরো। ওপরে দুই আঙুল জায়গা খালি রাখো, পানি দেওয়ার জন্য। গুনে দেখো কয় মুঠো মাটি লাগল।

৫. **বীজ বসাই:** আমের আঁটি কাত করে শুইয়ে দাও, কাঁঠাল-জাম-লিচুর বিচিও শুইয়ে দাও। তারপর ওপরে এক আঙুল পুরু মাটি দিয়ে ঢেকে দাও। এক পাত্রে একটি বীজ।

৬. **নাম লিখি:** প্রতিটি পাত্রে একটি কাঠি পুঁতে কাগজে ফলের ছবি এঁকে লাগাও — আম , কাঁঠাল, জাম। বড়রা তারিখ লিখে দেবেন।

৭. **ছায়ায় রাখি, পানি দিই:** পাত্রগুলো গাছের হালকা ছায়ায় সারি করে রাখো। রোজ একবার পানি দাও। মাটি ভেজা থাকবে, কিন্তু কাদা নয়।

৮. **অপেক্ষা করি:** কাঁঠাল ও জাম ২–৪ সপ্তাহে, আম ২–৪ সপ্তাহে, লিচু ২–৩ সপ্তাহে গজায়। রোজ দেখো কোনটি আগে মাথা তোলে। যেগুলো গজাবে না, সেগুলো নিয়ে মন খারাপ কোরো না — সব বীজ গজায় না।

ফলের আঁটি থেকে চারা খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- কোন ফলের বীজ সবার আগে গজাল? কোনটি সবার শেষে?
- আমের নতুন পাতার রং কী — সবুজ, নাকি তামাটে লাল?
- ১৫টির মধ্যে কয়টি গজাল, কয়টি গজাল না?
- চারার কাণ্ড কি সোজা, নাকি আলোর দিকে হেলে আছে?
- বৈশাখের শাকের বেডে এখন কী অবস্থা? বীজের গাছগুলোতে ফুল এসেছে কি?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- একটি কাঁঠালে কয়টি কোয়া? সবাই মিলে গুনে দেখো (২০, ৩০ ছাড়িয়ে যেতে পারে!)।
- ৫টি আম, ৫টি কাঁঠাল, ৫টি জাম — মোট কয়টি পাত্র? আঙুলে গুনে মেলাও।
- যেগুলো গজাল সেগুলোতে ✔, যেগুলো গজাল না সেগুলোতে ✖ দাও। কোনটি বেশি?
- প্রতি সপ্তাহে আমের চারা বিঘত দিয়ে মাপো।

⚠ নিরাপত্তা

আমের কষ ও কাঁঠালের আঠা চোখে-মুখে লাগাবে না; লাগলে তেল দিয়ে মুছে সাবানে ধোও। গাছে উঠে ফল পাড়া বড়দের কাজ — তুমি নিচে দূরে দাঁড়াবে, গাছের ঠিক তলায় নয়। ফল ধুয়ে খাবে। পলিব্যাগ ফুটো করার পেরেক ধরবে না।

অভিভাবকের জন্য

এই চারাগুলো «বীজের চারা» — মা-গাছের মতো হুবহু ফল না-ও দিতে পারে এবং ফল আসতে ৬–১০ বছর লাগে। তবু এগুলো মূল্যবান: ভবিষ্যতে (বই ৭) এই চারার ওপরেই শিশু কলম করা শিখবে। আপাতত লক্ষ্য হলো বীজ → চারা দেখা ও ধৈর্য শেখা। সবল ২–৩টি চারা আগামী বর্ষায় (পরের আষাঢ়ে) মাটিতে লাগানো যাবে। মুরগি যেন পাত্র আঁচড়ে না ফেলে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

⚖ প্রজেক্ট: ফল গুনি, মাপি, ভাগ করি বাজার ও ব্যবসা

চাষি শুধু ফলান না — গোনেন, মাপেন, ভাগ করেন, তারপর বেচেন। মধুমাসে বাড়িতে অনেক ফল আসে। এ মাসে তুমি হবে বাড়ির «ফলের হিসাবরক্ষক»।

যা করব

১. বাড়িতে আম বা লিচু এলে তুমি গুনবে। ১০টি করে আলাদা ঢিবি বানাও। কয়টি ঢিবি হলো?

২. বড় আম এক ঝুড়িতে, ছোট আম আরেক ঝুড়িতে বাছো। ব্যবসায়ীরা এভাবেই ফল বাছাই করেন — একে বলে **গ্রেডিং**।

৩. দুই হাতে দুটি ফল নিয়ে বলো কোনটি ভারী। তারপর পাল্লায় মেপে মিলিয়ে দেখো।

৪. পরিবারের সবার জন্য সমান ভাগ করো: ৪ জন মানুষ, ১২টি লিচু — প্রত্যেকে কয়টি পাবে? একটি একটি করে বেঁটে দেখো।

৫. একটি ছোট ডালা সাজিয়ে প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের বাড়িতে ফল দিয়ে এসো। সালাম দিয়ে বলো, «আমাদের গাছের ফল»।

৬. হাটে গিয়ে দেখো: আম কীভাবে বিক্রি হয় — কেজিতে, নাকি শ' (১০০টি) হিসেবে? কাঁঠাল কীভাবে? দাম জিজ্ঞেস করো।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

ফল গুনি, মাপি, ভাগ করি ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- দোকানি পচা ফল ওপরে রাখেন, নাকি ভালো ফল? কেন? এটা কি ঠিক?
- বড় আমের দাম বেশি, নাকি ছোট আমের? কেন?
- ফল বেশি দিন রাখলে কী হয়? তাহলে চাষিকে কী করতে হয়?

নিরাপত্তা

হাটে সবসময় বড়দের হাত ধরে থাকবে। না ধুয়ে ফল খাবে না। বেশি লিচু বা কাঁচা আম খালি পেটে খাবে না — পেট ব্যথা হতে পারে।

অভিভাবকের জন্য

গ্রেডিং, ওজন ও সমান ভাগ — এই তিনটি ভবিষ্যৎ ব্যবসার ভিত্তি। ভাগ করার সময় «ভাগশেষ» থাকলে (যেমন ১৩টি লিচু ৪ জনে) শিশুকেই সিদ্ধান্ত নিতে দিন বাড়তিটি কাকে দেবে। উপহার দেওয়ার অভ্যাস উদ্যোক্তার সবচেয়ে বড় পুঁজি — সম্পর্ক।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

জ্যৈষ্ঠ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — ফলের ভেতরে কী আছে

দিন ১	বাড়ির ও পাড়ার ফলগাছ ঘুরে দেখি; কয় রকম ফল গুনি	☐
দিন ২	আম, কাঁঠাল, জাম কেটে ভেতরের বীজ দেখি ও তুলনা করি	☐
দিন ৩	বীজ ধুয়ে ছায়ায় রাখি; মাটি-গোবর মিশিয়ে পাত্র ভরি	☐
দিন ৪	১৫টি পাত্রে বীজ বসাই, ছবি-লেবেল লাগাই	☐
দিন ৫	শাকের বেডে আগাছা তুলি; মুরগির পানি বদলাই	☐

ইসলামি: খাওয়ার শুরুতে «বিসমিল্লাহ» — ভুলে গেলে মনে পড়লেই বলা। সূরা ফাতিহা ৫ম আয়াত।

ABC ইংরেজি: mango, fruit — «I eat a mango.» ফল হাতে নিয়ে বলা।

প্রযুক্তি: পাল্লা চেনা: কোন দিকে জিনিস রাখে, সংখ্যা কোথায় দেখা যায়।

সপ্তাহ ২ — গুনি ও বাছি

দিন ১	চারার পাত্রে পানি দিই; আম ১০টি করে ঢিবি বানিয়ে গুনি	☐
দিন ২	বড়-ছোট আম আলাদা ঝুড়িতে বাছি (গ্রেডিং)	☐
দিন ৩	হাতে ভারী-হালকা আন্দাজ করি, পাল্লায় মিলাই	☐
দিন ৪	কাঁঠাল ভাঙা দেখি; কোয়া ও বিচি গুনি	☐
দিন ৫	ঢেঁড়স বা পুঁইয়ের ২টি বীজ টবে বুনি	☐

ইসলামি: ডান হাতে খাওয়া ও নিজের সামনে থেকে খাওয়া। সূরা ফাতিহা ৬ষ্ঠ আয়াত। আরবি হরফ: ছা, জিম, হা।

ABC ইংরেজি: jackfruit, banana — big / small দিয়ে তুলনা: «Big mango, small mango.»

প্রযুক্তি: পাল্লায় একটি আম, তারপর দুটি আম মাপা; সংখ্যা বাড়ল কি না দেখা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

জ্যৈষ্ঠ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — ভাগ করি, উপহার দিই

দিন ১	পাত্রে চারা গজাল কি না খুঁজি; ✔ ✖ দিই	☐
দিন ২	পরিবারের সবার জন্য লিচু বা জাম সমান ভাগ করি	☐
দিন ৩	ফলের ডালা সাজিয়ে প্রতিবেশীকে দিই	☐
দিন ৪	আমসত্ত্ব বা আচার বানানো দেখি ও সাহায্য করি	☐
দিন ৫	হাটে ফলের দাম জানি; কেজি ও শ' হিসাব দেখি	☐

ইসলামি: পুরো সূরা ফাতিহা বড়দের সাথে। «আলহামদুলিল্লাহ» বলে খাওয়া শেষ করা।

ইংরেজি: sweet, eat — «The mango is sweet.» খেতে খেতে বলা।

প্রযুক্তি: বাড়ির ৫টি জিনিস (ডিম, আলু, আম…) পাল্লায় মেপে কোনটি সবচেয়ে ভারী বের করা।

সপ্তাহ ৪ — চারার যত্ন

দিন ১	গজানো চারা গুনি; আমের নতুন পাতার রং দেখি	☐
দিন ২	চারা বিঘত দিয়ে মাপি; খাতায় আঁকি	☐
দিন ৩	শাকের বীজ-গাছে ফুল/বীজ এসেছে কি দেখি	☐
দিন ৪	মুরগিকে ফলের খোসা দিলে খায় কি না দেখি	☐
দিন ৫	চাষির আমনের বীজতলা তৈরি দেখতে যাই	☐

ইসলামি: সূরা ফাতিহা একা বলার চেষ্টা। খাবার নষ্ট না করার গল্প (সূরা আরাফ: ৩১)।

ইংরেজি: tree + মাসের ৮ শব্দ ঝালাই। «This is a big tree.»

প্রযুক্তি: চারার ছবি তুলে বৈশাখের অ্যালবামের পাশে নতুন অ্যালবাম «আমার চারা»।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

জ্যৈষ্ঠ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-ফাতিহা (সম্পূর্ণ)

এ মাসে ৫–৭ আয়াত শিখে পুরো সূরা শেষ। ফাতিহা নামাজের প্রতি রাকাতে লাগে — তাই সবার আগে এটি।

এ মাসের দোয়া

খাওয়ার দোয়া

শুরুতে: বিসমিল্লাহ। শেষে: আলহামদুলিল্লাহ।
শুরুতে ভুলে গেলে: বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি। সব প্রশংসা আল্লাহর। (ভুলে গেলে:) এর শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম।

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«হে বালক! আল্লাহর নাম নাও, ডান হাতে খাও এবং নিজের সামনে থেকে খাও।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি: ৫৩৭৬; সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

নবীজি ﷺ-এর ঘরে একটি ছোট ছেলে থাকত, নাম উমর ইবনে আবি সালামা। একদিন খেতে বসে তার হাত থালার এদিক-ওদিক ঘুরছিল। নবীজি ﷺ বকা দিলেন না; আদর করে তিনটি কথা শিখিয়ে দিলেন — বিসমিল্লাহ বলো, ডান হাতে খাও, নিজের সামনে থেকে খাও। ছেলেটি সারা জীবন এভাবেই খেয়েছে। মধুমাসে আমরা কত রকম ফল খাই! প্রতিটি ফলের রং, ঘ্রাণ, স্বাদ আলাদা — অথচ সব একই মাটি ও একই পানি থেকে হয়। আল্লাহ বলেন: «খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় কোরো না। তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।» (সূরা আরাফ: ৩১)

এ মাসের আদব ও নামাজ

- খাওয়ার আগে হাত ধুই, বসে খাই, ডান হাতে খাই।
- থালায় যতটুকু নিই, সবটুকু খাই; ফলের ভালো অংশ ফেলি না।
- ভালো ফলটি অন্যকে দিই — উপহার দিলে ভালোবাসা বাড়ে।
- বড়রা নামাজে দাঁড়ালে পাশে দাঁড়িয়ে দেখি তাঁরা কী কী করেন।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

mango আম	**jackfruit** কাঁঠাল	**banana** কলা	**fruit** ফল
sweet মিষ্টি	**eat** খাওয়া	**tree** গাছ	**big / small** বড় / ছোট

I eat a mango.	আমি একটি আম খাই।
The mango is sweet.	আমটি মিষ্টি।
This is a big tree.	এটি একটি বড় গাছ।

খেলা

Big or small? দুটি ফল দুই হাতে নিয়ে অভিভাবক জিজ্ঞেস করবেন «Which is big?» — শিশু দেখিয়ে বলবে «This is big.»। তারপর শিশু প্রশ্ন করবে, অভিভাবক উত্তর দেবেন। ফলের দোকান-দোকান খেলায় ইংরেজি নামে ফল চাইতে বলুন: «Mango, please.»

প্রযুক্তি: পাল্লায় ওজন মাপা ৫%

১. রান্নাঘরের পাল্লা (ডিজিটাল বা কাঁটাওয়ালা) সমান জায়গায় রাখো। খালি অবস্থায় শূন্য (০) দেখাচ্ছে কি না দেখো।

২. একটি আম রাখো। সংখ্যাটি বড়দের সাথে পড়ো। আরেকটি রাখো — সংখ্যা বাড়ল!

৩. হাটের দাঁড়িপাল্লা দেখো: এক পাশে বাটখারা, অন্য পাশে ফল। দুই পাশ সমান হলে মাপ ঠিক।

নিয়ম

পাল্লা খেলনা নয় — এর ওপর চাপ দেবে না, বসবে না। মাপা শেষে মুছে জায়গায় রেখে দেবে। মাপে কম দেওয়া বড় অন্যায় — এ কথা এখনই মনে গেঁথে নাও।

জ্যৈষ্ঠ — আমার খাতা

আমার চারার খাতা

ফলের নাম	কয়টি বীজ দিলাম	কয়টি গজাল ✔	কত দিনে গজাল	চারা কত বড়

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] ফলের বীজ ধুয়ে তাজা অবস্থায় মাটিতে বসাতে
- [ ] মাটি ও গোবর মিশিয়ে পাত্র ভরতে
- [ ] ১০টি করে ঢিবি বানিয়ে গুনতে
- [ ] বড়-ছোট ও ভারী-হালকা বাছতে
- [ ] সবাইকে সমান ভাগ করে দিতে

অভিভাবকের মন্তব্য

তোমার সবচেয়ে প্রিয় ফলটি আঁকো, আর তার বীজটিও আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৩ · বর্ষাকাল

আষাঢ়

বৃষ্টি এলো, গাছ লাগাই

মধ্য জুন – মধ্য জুলাই
খরিপ-২ মৌসুমের শুরু

আষাঢ় মাস এলো, বর্ষা এলো! আকাশ ভরা কালো মেঘ, ঝমঝম বৃষ্টি, টিনের চালে টাপুর-টুপুর শব্দ। শুকনো খাল-বিল পানিতে ভরে ওঠে। ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাং। কদম গাছে গোল গোল ফুল ফোটে।

বৃষ্টি হলো আল্লাহর রহমত। বৃষ্টির পানিতে মাটি নরম হয়, তাই **গাছ লাগানোর সবচেয়ে ভালো সময় এই বর্ষা**। এখন চারা লাগালে আর রোজ পানি দিতে হয় না — আকাশই পানি দেয়। আর নতুন পানির সাথে খাল-বিলে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে দেশি মাছ। এ মাসে তুমি নিজের নামে একটি গাছ লাগাবে, আর বৃষ্টি মাপবে।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- চাষিরা আমন ধানের বীজতলা করেন
- সারা দেশে গাছের চারা লাগানোর মৌসুম
- আউশ ধান পাকতে শুরু করেছে; পাট বড় হয়েছে
- মাচায় চালকুমড়া, ঝিঙা, ধুন্দল, কাঁকরোল
- খাল-বিলে নতুন পানি, দেশি মাছ ডিম ছাড়ে

এ মাসে আমি শিখব

- নিজের হাতে একটি ফলের চারা লাগাব
- বোতল দিয়ে বৃষ্টি মাপার যন্ত্র বানাব
- ৫টি দেশি মাছের নাম ও চেহারা চিনব
- ওজু করতে শিখব
- বেশি-কম তুলনা করব; ৪০ পর্যন্ত গুনব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **আমার গাছ লাগাই, বৃষ্টি মাপি**
- **নতুন পানির দেশি মাছ চিনি**

প্রজেক্ট: আমার গাছ লাগাই, বৃষ্টি মাপি ফসল

কেন করব?

একটি ফলের গাছ একবার লাগালে ২০–৩০ বছর ফল দেয়, ছায়া দেয়, পাখিকে বাসা দেয়। আজ তোমার বয়স ৬। তুমি যখন ১৬ বছরের হবে, তখন এই গাছটি তোমার চেয়েও লম্বা হবে আর ঝুড়ি ভরে ফল দেবে! গাছের সবচেয়ে বেশি দরকার পানি — তাই আমরা বৃষ্টিও মাপব। চাষি সবসময় আকাশের খবর রাখেন।

যা যা লাগবে

- একটি সুস্থ ফলের চারা (পেয়ারা, লেবু, আম বা কাঁঠাল)
- পচা গোবর — ১ ঝুড়ি
- এক মুঠো ছাই
- একটি শক্ত বাঁশের খুঁটি ও সুতলি
- বাঁশের খাঁচা বা ডালপালার বেড়া
- স্বচ্ছ সোজা প্লাস্টিকের বোতল
- স্কেল ও রঙিন মার্কার

ধাপে ধাপে কাজ

১. **জায়গা বাছি:** এমন জায়গা যেখানে রোদ আসে, পানি জমে না, আর ঘরের চাল বা বিদ্যুতের তার থেকে দূরে। ভাবো — গাছটি বড় হলে কত জায়গা নেবে?

২. **গর্ত করি:** বড়রা কোদাল দিয়ে এক হাত চওড়া ও এক হাত গভীর গর্ত করবেন। ওপরের মাটি এক পাশে, নিচের মাটি আরেক পাশে রাখো।

৩. **মাটির খাবার মেশাই:** ওপরের মাটির সাথে এক ঝুড়ি পচা গোবর ও এক মুঠো ছাই হাত দিয়ে মেশাও। এই মাটি দিয়ে গর্তের অর্ধেক ভরো।

৪. **চারা বসাই:** বিকেলবেলা বা মেঘলা দিনে লাগাবে। বড়রা পলিব্যাগ কেটে দেবেন — মাটির বল যেন না ভাঙে। «বিসমিল্লাহ» বলে চারাটি গর্তের মাঝখানে সোজা করে বসাও। চারার গোড়া যেন আগের মতোই মাটির সমান থাকে।

৫. **মাটি চাপি:** চারপাশে মাটি দিয়ে দুই হাতে আলতো করে চেপে দাও। গোড়ার মাটি একটু উঁচু করো, যাতে পানি না জমে।

৬. **খুঁটি ও খাঁচা:** পাশে একটি খুঁটি পুঁতে সুতলি দিয়ে চারাকে ঢিলে করে বাঁধো — ঝড়ে যেন না ভাঙে। ছাগল-গরু থেকে বাঁচাতে খাঁচা দাও।

৭. **পানি ও নাম:** এক মগ পানি দাও। গাছটির একটি নাম রাখো। একটি ফলকে তোমার নাম ও তারিখ লিখে খাঁচায় ঝুলিয়ে দাও।

৮. **বৃষ্টি-মাপক বানাই:** বড়রা বোতলের ওপরের অংশ কেটে উল্টো করে চোঙের মতো বসিয়ে দেবেন। তুমি স্কেল ধরে বোতলের গায়ে ১, ২, ৩… দাগ দাও। খোলা জায়গায় ইটের মাঝে বসিয়ে রাখো। রোজ সকালে দেখো পানি কোন দাগে উঠল, তারপর পানি ফেলে দাও।

আমার গাছ লাগাই, বৃষ্টি মাপি খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- লাগানোর পর প্রথম কয়েক দিন চারার পাতা কি নেতিয়ে ছিল? কবে সতেজ হলো?
- কত দিন পর নতুন কচি পাতা বের হলো?
- কোন দিন সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হলো? কোন দিন একদম হয়নি?
- বৃষ্টির পরে উঠানের কোথায় পানি জমে? কোন দিকে গড়িয়ে যায়?
- জ্যৈষ্ঠের আঁটির চারাগুলো বর্ষায় কেমন বাড়ছে?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- রোজ সকালে বৃষ্টি-মাপকের দাগ পড়ো: ০, ১, ২, ৩...। খাতার ছকে লেখো।
- সপ্তাহে কয় দিন বৃষ্টি হলো, কয় দিন হলো না — গুনে তুলনা করো।
- গাছটি এখন তোমার কোথা পর্যন্ত লম্বা — হাঁটু, কোমর, নাকি কাঁধ? প্রতি মাসে মিলিয়ে দেখো।
- গাছে কয়টি পাতা আছে গুনে লেখো; এক মাস পর আবার গোনো।

নিরাপত্তা

বজ্রপাতের সময় গাছ লাগানো বা বৃষ্টিতে ভেজা নয় — সাথে সাথে ঘরে। বর্ষায় সাপ ও জোঁক বের হয়: ঝোপে হাত দেবে না, স্যান্ডেল পরবে। জমে থাকা নোংরা পানিতে খেলবে না। বোতল কাটার কাজ বড়দের।

অভিভাবকের জন্য

চারা কেনার সময় শিশুকে সাথে নিন; স্থানীয় নার্সারি বা পরিচিত বাড়ি থেকে দেশি জাতের সুস্থ চারা বাছুন — পেয়ারা ও কাগজি লেবু ২–৩ বছরেই ফল দেয় বলে শিশুর জন্য উৎসাহজনক। বৃষ্টি-মাপকটি নিখুঁত হওয়ার দরকার নেই; লক্ষ্য হলো «বেশি–কম» তুলনা ও রোজ একই সময়ে পর্যবেক্ষণের অভ্যাস। যে পাত্রে পানি জমে (বোতল, খুরি) তাতে মশা জন্মায় — রোজ খালি করুন।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: নতুন পানির দেশি মাছ চিনি মাছ

বর্ষার নতুন পানিতে মাছেরা খুব খুশি। ওরা খাল বেয়ে ধানখেতে, বিলে ছড়িয়ে পড়ে আর ডিম পাড়ে। আমাদের দেশে শত শত রকম দেশি মাছ আছে। এ মাসে তুমি অন্তত ৫টি মাছের বন্ধু হবে।

যা করব

১ বড়দের সাথে হাটের মাছ-বাজারে যাও। জেলের ডালায় কোন কোন মাছ আছে দেখো ও নাম জিজ্ঞেস করো: পুঁটি, টাকি, কই, শিং, মাগুর, মলা, খলিশা, ট্যাংরা, চিংড়ি।

২ প্রতিটি মাছের একটি করে চিহ্ন খুঁজে বের করো — কার গোঁফ আছে? কার গায়ে আঁশ নেই? কার গায়ে ফোঁটা? কে চ্যাপ্টা, কে লম্বা?

৩ বাড়িতে মাছ কাটার সময় পাশে বসে দেখো: ফুলকা, পাখনা, লেজ, আঁশ, পটকা। মাছ কী দিয়ে শ্বাস নেয়?

৪ বড়দের সাথে খালের পাড়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখো জেলেরা কী কী দিয়ে মাছ ধরেন: ঝাঁকি জাল, ধর্মজাল, বড়শি, চাঁই, পলো।

৫ ৫টি মাছের ছবি খাতায় আঁকো; বড়রা নিচে নাম লিখে দেবেন।

৬ রান্না হলে খেয়ে বলো কোন মাছের স্বাদ কেমন, কোনটিতে কাঁটা বেশি।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

নতুন পানির দেশি মাছ চিনি ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- পেটে ডিম ভরা মা-মাছ আর ছোট্ট পোনা ধরে ফেললে পরের বছর কী হবে?
- কই, শিং, মাগুর পানি ছাড়াও অনেকক্ষণ বাঁচে — ওরা কীভাবে পারে?
- বিলের পানি শুকিয়ে গেলে মাছেরা কোথায় যায়?

নিরাপত্তা

পানির কাছে কখনো একা নয় — সবসময় বড়দের হাত ধরে, পাড় থেকে দূরে। শিং, মাগুর, ট্যাংরার কাঁটা খুব বিষ-ব্যথা দেয় — জ্যান্ত মাছে হাত দেবে না। মাছ ছোঁয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ধোবে।

অভিভাবকের জন্য

বাংলাদেশের মৎস্য আইনে পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ ধরা এবং কারেন্ট জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ — শিশুকে কারণসহ বলুন: «আজ ছেড়ে দিলে কাল হাজার মাছ»। ভাদ্র মাসে আমরা গামলায় ছোট দেশি মাছ পালব; তাই এ মাসে একটি বড় মাটির চাড়ি বা সিমেন্টের গামলা জোগাড় করে রাখুন। এ বয়সেই শিশুকে সাঁতার শেখানো শুরু করুন — এটি গ্রামবাংলায় জীবন বাঁচানোর দক্ষতা।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

আষাঢ় — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — বর্ষাকে চিনি

দিন ১	বৃষ্টি দেখি, শব্দ শুনি; উঠানে পানি কোন দিকে গড়ায় খুঁজি	☐
দিন ২	বোতল দিয়ে বৃষ্টি-মাপক বানাই ও দাগ দিই	☐
দিন ৩	গাছের জায়গা বাছি; নার্সারি থেকে চারা আনি	☐
দিন ৪	গর্তের মাটি-গোবর মেশাই; বিকেলে চারা লাগাই	☐
দিন ৫	খুঁটি, খাঁচা ও নাম-ফলক দিই	☐

ইসলামি: সূরা ইখলাস শোনা ও প্রথম ২ আয়াত। বৃষ্টি এলে বৃষ্টির দোয়া পড়া।

ইংরেজি: rain, cloud — আকাশ দেখিয়ে: «It is raining.»

প্রযুক্তি: রোজ সকালে বৃষ্টি-মাপকের দাগ পড়ে খাতায় লেখা।

সপ্তাহ ২ — মাছের সাথে পরিচয়

দিন ১	বৃষ্টির দাগ লিখি; গাছের পাতা নেতিয়েছে কি দেখি	☐
দিন ২	মাছ-বাজারে যাই; ৫টি মাছের নাম ও চিহ্ন জানি	☐
দিন ৩	মাছ কাটা দেখি: ফুলকা, পাখনা, আঁশ চিনি	☐
দিন ৪	৫টি মাছের ছবি আঁকি	☐
দিন ৫	আঁটির চারায় ও শাকের বেডে আগাছা তুলি	☐

ইসলামি: ওজুর ধাপ দেখা ও বড়দের সাথে ওজু করা। সূরা ইখলাস ৩য়–৪র্থ আয়াত।

ইংরেজি: fish, river — «I see a fish.»

প্রযুক্তি: বড়দের ফোনে আবহাওয়ার খবর দেখা: মেঘ ☁, বৃষ্টি 🌧, রোদ ☀ চিহ্ন চেনা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

আষাঢ় — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — আমনের বীজতলা দেখি

দিন ১	চাষির আমন বীজতলা দেখতে যাই; ধানের চারা ছুঁয়ে দেখি	☐
দিন ২	ব্যাঙ, কেঁচো, শামুক খুঁজি — বর্ষায় কারা বের হয়?	☐
দিন ৩	কলার ভেলা বা কাগজের নৌকা বানিয়ে গামলায় ভাসাই	☐
দিন ৪	মাচার সবজি (ঝিঙা, চালকুমড়া) দেখি; ফুল ও কচি ফল গুনি	☐
দিন ৫	গাছের নতুন পাতা খুঁজি; পাতা গুনি	☐

ইসলামি: নিজে নিজে ওজু করার চেষ্টা (বড়রা দেখবেন)। আরবি হরফ: খা, দাল, যাল।

ইংরেজি: boat, frog, wet — «The frog is wet.»

প্রযুক্তি: আজ বৃষ্টি হবে কি না — ফোনের খবর আর নিজের আকাশ দেখা মিলিয়ে দেখা।

সপ্তাহ ৪ — বৃষ্টির হিসাব

দিন ১	সপ্তাহে কয় দিন বৃষ্টি হলো গুনি; সবচেয়ে বেশি কোন দিন	☐
দিন ২	মুরগিরা বৃষ্টিতে কোথায় আশ্রয় নেয় দেখি; খোপ শুকনো আছে কি	☐
দিন ৩	জমে থাকা পানি খুঁজে ফেলে দিই (মশা তাড়াই)	☐
দিন ৪	জেলেদের জাল ও চাঁই দেখি (বড়দের সাথে, পাড় থেকে দূরে)	☐
দিন ৫	গাছ কত লম্বা মাপি; মাসের খাতা পূরণ করি	☐

ইসলামি: সূরা ইখলাস একা বলা; ফাতিহা ঝালাই। «পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক» হাদিস মুখস্থ।

ইংরেজি: umbrella + মাসের শব্দ ঝালাই। ছড়া শোনা: «Rain, rain, go away».

প্রযুক্তি: বৃষ্টিভেজা গাছ ও মাছের ছবি তুলে «বর্ষা» অ্যালবাম বানানো।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

আষাঢ় — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-ইখলাস

মাত্র ৪ আয়াত। এ সূরায় আল্লাহর পরিচয় আছে: তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

এ মাসের দোয়া

বৃষ্টির সময়ের দোয়া

আল্লাহুম্মা সাইয়্যিবান নাফিআ

অর্থ: হে আল্লাহ! এই বৃষ্টিকে উপকারী বৃষ্টি বানিয়ে দিন।

(সহিহ বুখারি: ১০৩২)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।»

সহিহ মুসলিম: ২২৩

গল্প ও ভাবনা

পানি ছাড়া কিছুই বাঁচে না — গাছ না, মাছ না, মুরগি না, আমরাও না। আল্লাহ বলেন, তিনি আকাশ থেকে পানি নামান, আর তা দিয়ে সব রকম গাছপালা বের করেন (সূরা আনআম: ৯৯)। দেখো, বৃষ্টির পরে শুকনো মাঠ কেমন সবুজ হয়ে যায়! নবীজি ﷺ বৃষ্টি দেখলে খুশি হতেন আর দোয়া করতেন যেন এই বৃষ্টি উপকার আনে। সেই পানি দিয়েই আমরা ওজু করি। নামাজের আগে হাত, মুখ, পা ধুয়ে পরিষ্কার হই। চাষির হাতে-পায়ে কাদা লাগে — সেটা লজ্জার নয়, সম্মানের। কিন্তু কাজ শেষে সে ধুয়ে-মুছে পবিত্র হয়ে নামাজে দাঁড়ায়।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- ওজুর ধাপ: বিসমিল্লাহ → দুই হাত কবজি পর্যন্ত → কুলি → নাকে পানি → মুখ → দুই হাত কনুইসহ → মাথা মাসেহ → দুই পা টাখনুসহ।
- ওজুতে পানি নষ্ট করি না — নদীর পাড়ে বসেও না।
- বৃষ্টি দেখে বিরক্ত হই না; বলি «আলহামদুলিল্লাহ»।
- মাঠ থেকে ফিরে হাত-পা ধুয়ে তারপর ঘরে ঢুকি।

এ মাসে কোন ভালো কাজটি করলে? এঁকে বা লিখে রাখো।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

rain বৃষ্টি	**cloud** মেঘ	**river** নদী	**fish** মাছ
boat নৌকা	**frog** ব্যাঙ	**wet** ভেজা	**umbrella** ছাতা

It is raining.	বৃষ্টি হচ্ছে।
I see a fish.	আমি একটি মাছ দেখছি।
The frog is wet.	ব্যাঙটি ভেজা।

খেলা

What do you see? জানালার পাশে বসে অভিভাবক জিজ্ঞেস করবেন «What do you see?» — শিশু বলবে «I see a cloud / a boat / rain.»। বৃষ্টির দিনে «Rain, rain, go away» ছড়াটি ফোনে ২–৩ বার শুনে একসাথে সুর করে বলুন।

প্রযুক্তি: আকাশের খবর — আবহাওয়া দেখা ৫%

১ নিজের বানানো বৃষ্টি-মাপকই তোমার প্রথম «যন্ত্র»। রোজ একই সময়ে দাগ পড়ো।

২ বড়দের ফোনে আবহাওয়ার অ্যাপ খুলে আজ ও কালকের চিহ্ন দেখো: ☀ রোদ, ☁ মেঘ, 🌧 বৃষ্টি, ⛈ ঝড়।

৩ সকালে অনুমান করো «আজ বৃষ্টি হবে / হবে না»। সন্ধ্যায় মিলিয়ে দেখো — ফোন ঠিক বলল, নাকি তুমি?

নিয়ম

আবহাওয়া দেখা ৫ মিনিটের কাজ — দেখেই ফোন ফেরত। ঝড়-বজ্রপাতের সতর্কবার্তা থাকলে বড়দের সাথে সাথে জানাবে।

আষাঢ় — আমার খাতা

আমার বৃষ্টির খাতা (রোজ সকালে)

তারিখ	আকাশ ☀ ☁ 🌧	বৃষ্টি-মাপকে কত দাগ	আমার গাছ কেমন আছে

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] বড়দের সাথে মিলে একটি চারা লাগাতে
- [ ] বৃষ্টি-মাপকের দাগ পড়তে
- [ ] ৫টি দেশি মাছের নাম বলতে
- [ ] ধাপে ধাপে ওজু করতে
- [ ] বেশি বৃষ্টি-কম বৃষ্টির দিন তুলনা করতে

অভিভাবকের মন্তব্য

তোমার গাছটি ১০ বছর পরে কেমন হবে? কল্পনা করে আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৪ · বর্ষাকাল

শ্রাবণ

কাদা মেখে ধান রুই

মধ্য জুলাই – মধ্য আগস্ট
খরিপ-২ · আমন রোপণ

শ্রাবণ মাসে সারা দিন ঝিরঝির বৃষ্টি। মাঠ ভরা পানি আর কাদা। চাষিরা হাঁটু-কাদায় নেমে সারি সারি ধানের চারা রোপণ করেন। এই ধানের নাম **আমন ধান** — বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো আর সবচেয়ে বড় ধানের মৌসুম।

তুমি রোজ ভাত খাও। ভাত আসে চাল থেকে, চাল আসে ধান থেকে। কিন্তু ধান গাছ কীভাবে বড় হয়, কখনো কাছ থেকে দেখেছ? এ মাসে তুমি নিজের গামলায় নিজের ধান রুইবে। চার মাস ধরে তার যত্ন নেবে। অগ্রহায়ণ মাসে সেই ধান কেটে নবান্ন করবে — ইন শা আল্লাহ। আর হ্যাঁ, বর্ষা মানে হাঁসেরও আনন্দের দিন!

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- মাঠে মাঠে আমন ধানের চারা রোপণ
- আউশ ধান কাটা চলছে
- পাট কেটে পানিতে জাগ দেওয়া হচ্ছে
- পেয়ারা, আমড়া, লটকন, জাম্বুরা পাকছে
- হাঁসেরা সারা দিন পানিতে চরে বেড়ায়

এ মাসে আমি শিখব

- ধান গাছ চিনব: চারা, গোছা, কুশি
- গামলায় কাদা করে ধানের চারা রুইব
- হাঁস আর মুরগির তফাত বলব
- সারি ধরে সমান দূরে জিনিস বসাব
- ৫০ পর্যন্ত গুনব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **গামলায় দেশি আমন ধান**
- **হাঁসের সাথে এক মাস**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: গামলায় দেশি আমন ধান ফসল

কেন করব?

ধান আমাদের প্রধান খাবার। একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে ধান চিনতেই হবে। মাঠে নামার মতো বড় তুমি এখনো হওনি, তাই তোমার খেত হবে একটি গামলা! গামলার ধানও মাঠের ধানের মতোই বড় হয়, কুশি ছাড়ে, শিষ বের করে, পাকে। তুমি প্রতিটি ধাপ চোখের সামনে দেখবে। দেশি আমন ধানের বীজ চাষিরা শত শত বছর ধরে নিজেরাই রেখে আসছেন।

যা যা লাগবে

- বড় গামলা বা পুরোনো বালতি — ২টি (তলায় ফুটো নেই)
- পুকুর পাড় বা ধানখেতের এঁটেল-দোআঁশ মাটি
- পচা গোবর — ২ মুঠো করে
- দেশি আমন ধানের চারা — ১৫–২০টি (চাষির বীজতলা থেকে)
- পানি
- একটি কাঠি (মাপার জন্য)

ধাপে ধাপে কাজ

১. **চারা জোগাড়:** বড়দের সাথে পরিচিত চাষির কাছে যাও। সালাম দিয়ে বলো, «চাচা, আমি গামলায় ধান লাগাব, আমাকে এক মুঠো চারা দেবেন?» ধানটির নাম জেনে নাও ও মনে রাখো।

২. **মাটি ভরি:** গামলার চার ভাগের তিন ভাগ মাটি দিয়ে ভরো। ২ মুঠো পচা গোবর মেশাও। ইট-পাথর, শিকড় বেছে ফেলো।

৩. **কাদা বানাই:** এবার মজার কাজ! পানি ঢেলে দুই হাতে মাটি চটকাও, যতক্ষণ না নরম থকথকে কাদা হয়। চাষিরা লাঙল-মই দিয়ে জমিতে এই কাজই করেন। কাদার ওপর দুই আঙুল পানি দাঁড়িয়ে থাকবে।

৪. **এক দিন বসতে দিই:** কাদা এক দিন থিতিয়ে যেতে দাও।

৫. **চারা রুই:** ২–৩টি চারা একসাথে ধরো — এটি এক **গোছা**। তিন আঙুলে ধরে শিকড়টুকু কাদার ভেতর আলতো করে পুঁতে দাও। বেশি গভীরে নয় — আঙুলের এক গিঁট। এক গামলায় ৩ গোছা, তিন কোণে, এক বিঘত দূরে দূরে।

৬. **রোদে রাখি:** গামলা এমন জায়গায় রাখো যেখানে সারা দিন রোদ পায়। ধান রোদ খুব ভালোবাসে।

৭. **পানি ধরে রাখি:** গামলায় সবসময় ১–২ আঙুল পানি দাঁড়িয়ে থাকবে। বৃষ্টিতে উপচে পড়লে কাত করে বাড়তি পানি ফেলো। শুকিয়ে গেলে পানি দাও।

৮. **যত্ন চলবে চার মাস:** ঘাস গজালে তুলে ফেলো। এক মাস পর এক মুঠো পচা গোবর দাও। এই গামলা অগ্রহায়ণ পর্যন্ত তোমার দায়িত্ব।

গামলায় দেশি আমন ধান খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- রোপণের পর প্রথম ৫–৭ দিন চারা হলদেটে দেখায় — তারপর কবে গাঢ় সবুজ হলো?
- এক গোছায় ৩টি চারা ছিল। এখন গোড়া থেকে নতুন নতুন চারা (কুশি) বের হচ্ছে — কয়টি হলো?
- ধানের পাতা ছুঁয়ে দেখো — ধার কেমন খসখসে!
- গামলার পানিতে কি ছোট পোকা কিলবিল করে? (ওগুলো মশার বাচ্চা — বড়দের জানাও।)
- মাঠের ধান আর তোমার গামলার ধান — কোনটি বেশি বাড়ছে?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- প্রতি সপ্তাহে এক গোছায় কয়টি কুশি গুনে লেখো: ৩ → ৫ → ৮ → ...
- কাঠি দিয়ে পানির গভীরতা মাপো: ১ আঙুল, নাকি ২ আঙুল?
- ধান গাছ বিঘত দিয়ে মাপো — প্রতি সপ্তাহে কত বাড়ল?
- দুই গামলায় মোট কয়টি গোছা? ৩ আর ৩ মিলে কত?

নিরাপত্তা

ধানের পাতার ধারে হাত কাটতে পারে — পাতা মুঠো করে টানবে না। কাদা-মাখা হাত চোখে-মুখে দেবে না। কাজের পর সাবান দিয়ে হাত-পা ধোবে। মাঠে চাষিদের রোপণ দেখতে গেলে আইলে দাঁড়াবে, বড়দের ছাড়া পানিতে নামবে না; জোঁক লাগলে ভয় পেয়ো না, বড়দের ডাকো।

অভিভাবকের জন্য

চারার বয়স ২৫–৩৫ দিন হলে ভালো। স্থানীয় দেশি আমন জাতের নাম এলাকাভেদে ভিন্ন (যেমন কোথাও কালিজিরা, চিনিগুঁড়া, কাটারিভোগ, বিন্নি, দুধসর ইত্যাদি) — আপনার এলাকার চাষি যা দেন তা-ই নিন, নামটি শিশুকে শেখান। গামলায় দাঁড়ানো পানিতে মশার লার্ভা হতে পারে: সপ্তাহে একবার পানি পুরো ঝরিয়ে নতুন পানি দিন, অথবা ভাদ্র মাসে ২–৩টি ছোট খলিশা/পুঁটি মাছ ছেড়ে দিন (ধান-মাছের সহাবস্থান শেখার সুযোগ)। সম্ভব হলে শিশুকে একদিন চাষির জমির কোণে ৫–১০টি গোছা নিজ হাতে রুইতে দিন।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: হাঁসের সাথে এক মাস পশুপাখি

প্যাঁক প্যাঁক! বর্ষায় হাঁসের দল সারি বেঁধে পুকুরে যায়, সারা দিন সাঁতার কাটে, শামুক-পোকা খায়, আর সন্ধ্যায় সারি বেঁধেই বাড়ি ফেরে। বৈশাখে মুরগিকে চিনেছ। এ মাসে হাঁসকে চিনবে, আর দুজনের তফাত খুঁজবে।

যা করব

১ সকালে খোপ খোলার সময় বড়দের পাশে থাকো। হাঁসগুলো গুনে নাও। ওরা কীভাবে সারি বেঁধে হাঁটে দেখো ও নকল করো।

২ খোপে ডিম খুঁজো। হাঁস সাধারণত খুব ভোরে ডিম পাড়ে। মুরগির ডিমের পাশে হাঁসের ডিম রেখে তুলনা করো — কোনটি বড়? রং কেমন?

৩ হাঁসের পা আর ঠোঁট ভালো করে দেখো। পায়ের আঙুলের মাঝে পাতলা চামড়া — নৌকার বৈঠার মতো! ঠোঁট চ্যাপ্টা, চামচের মতো।

৪ বিকেলে কুঁড়ার সাথে ভাতের মাড় বা ভেজা ভাত মেখে খেতে দাও। ছোট শামুক পেলে বড়রা ভেঙে দেবেন — হাঁস খুব ভালোবাসে।

৫ সন্ধ্যায় «আয় আয় তই তই» ডেকে হাঁস ঘরে তোলো। আবার গুনে দেখো — সকালে যতটি গিয়েছিল, ততটিই ফিরল কি?

৬ হাঁসের একটি পালক কুড়িয়ে পানিতে ডোবাও। ভেজে কি? পানি গড়িয়ে পড়ে যায়!

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

হাঁসের সাথে এক মাস ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- হাঁস পানিতে ভাসে, মুরগি ভাসে না — কেন? (পা, পালক, শরীর দেখো)
- হাঁস ধানখেতের পোকা ও শামুক খায় — এতে চাষির কী লাভ?
- সকালের গোনা আর সন্ধ্যার গোনা না মিললে কী করবে?

নিরাপত্তা

হাঁসের পিছু পিছু পুকুর বা ডোবার দিকে যাবে না — পাড়ের অনেক আগে থেমে যাবে। রাজহাঁস ও বাচ্চাওয়ালা হাঁস তেড়ে আসতে পারে, দূরে থাকো। ডিম ও হাঁস ধরার পর সাবান দিয়ে হাত ধোবে। কাঁচা বা আধা-সিদ্ধ ডিম খাবে না।

অভিভাবকের জন্য

দেশি হাঁস বাংলাদেশের জলাভূমির জন্য আদর্শ: নিজেই চরে খায়, খরচ কম। সকালের ও সন্ধ্যার গণনা শিশুকে «স্টক মেলানো» শেখায় — এটি খামার ব্যবস্থাপনার প্রথম পাঠ। নিজেদের হাঁস না থাকলে প্রতিবেশীর হাঁসের সাথে সপ্তাহে ২–৩ দিন এ কাজ করান। হাঁস-মুরগির ঘর পরিষ্কারের সময় ছাই ছিটানো দেখান; বিষ্ঠা সারের গাদায় যাবে (আশ্বিনে কাজে লাগবে)।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

শ্রাবণ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — ধানের সাথে পরিচয়

দিন ১	চাষির মাঠে আমন রোপণ দেখি; আইলে দাঁড়িয়ে সারি গুনি	☐
দিন ২	চাষির কাছ থেকে চারা চেয়ে আনি; ধানের নাম জানি	☐
দিন ৩	গামলায় মাটি-গোবর ভরি; পানি দিয়ে কাদা বানাই	☐
দিন ৪	৩ গোছা করে চারা রুই; গামলা রোদে বসাই	☐
দিন ৫	পানির গভীরতা কাঠি দিয়ে মাপি; বৃষ্টি-মাপক দেখি	☐

ইসলামি: সূরা নাস শোনা ও প্রথম ৩ আয়াত। ঘুমানোর দোয়া।

ইংরেজি: rice, mud — কাদা মাখতে মাখতে: «This is mud.»

প্রযুক্তি: ফোনের ভয়েস রেকর্ডার চেনা: লাল বোতাম চাপলে শুরু, আবার চাপলে শেষ।

সপ্তাহ ২ — হাঁসের সাথে

দিন ১	সকালে হাঁস গুনি; সারি বেঁধে হাঁটা দেখি	☐
দিন ২	হাঁসের ডিম খুঁজি; মুরগির ডিমের সাথে তুলনা করি	☐
দিন ৩	হাঁসের পা, ঠোঁট, পালক দেখি ও আঁকি	☐
দিন ৪	কুঁড়া-ভাত মেখে হাঁসকে খাওয়াই; সন্ধ্যায় গুনে ঘরে তুলি	☐
দিন ৫	ধানের গামলায় পানি ঠিক আছে কি দেখি; ঘাস তুলি	☐

ইসলামি: সূরা নাস শেষ ৩ আয়াত। ঘুম থেকে জাগার দোয়া। আরবি হরফ: রা, যা, সিন।

ইংরেজি: duck, swim — «The duck can swim.»

প্রযুক্তি: হাঁসের ডাক ও মোরগের ডাক রেকর্ড করে শোনা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

শ্রাবণ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — কুশি গুনি

দিন ১	ধানের গোছায় নতুন কুশি খুঁজি ও গুনি	☐
দিন ২	ধান গাছ বিঘত দিয়ে মাপি; খাতায় লিখি	☐
দিন ৩	আষাঢ়ে লাগানো গাছের খাঁচা ঠিক করি; নতুন পাতা গুনি	☐
দিন ৪	পাট জাগ দেওয়া বা আউশ ধান কাটা দেখতে যাই	☐
দিন ৫	পেয়ারা বা আমড়া পাড়া দেখি; গুনে ভাগ করি	☐

ইসলামি: বাবা/মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে এক ওয়াক্ত নামাজ — শুধু দেখে দেখে নকল করা।

ইংরেজি: field, farmer — «The farmer is in the field.»

প্রযুক্তি: নিজের গলায় ৩টি ইংরেজি বাক্য রেকর্ড করে শোনা।

সপ্তাহ ৪ — দয়া ও যত্ন

দিন ১	গামলার পানি বদলাই (বড়দের সাথে); মশার বাচ্চা আছে কি দেখি	☐
দিন ২	হাঁস-মুরগির পানির পাত্র ধুয়ে নতুন পানি দিই	☐
দিন ৩	বৃষ্টিতে ভেজা কোনো পাখি বা বিড়ালছানার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করি	☐
দিন ৪	হাঁস ও মুরগির ৩টি তফাত বড়দের বলি	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ করি; ধানের ছবি আঁকি	☐

ইসলামি: সূরা নাস একা বলা; ইখলাস ও ফাতিহা ঝালাই। দয়ার হাদিস মুখস্থ।

ইংরেজি: green, walk + ঝালাই। «The rice is green.»

প্রযুক্তি: পরিবারের কারও ছোট্ট সাক্ষাৎকার রেকর্ড: «আপনার প্রিয় ফসল কী?»

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

শ্রাবণ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আন-নাস

কুরআনের শেষ সূরা, ৬ আয়াত। এতে আমরা সব মন্দ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। ঘুমের আগে পড়া সুন্নত।

এ মাসের দোয়া

ঘুমানো ও জাগার দোয়া

ঘুমানোর আগে: আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া।

জেগে উঠে: আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি মরি (ঘুমাই) ও বাঁচি (জাগি)। — সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি ঘুমের পর আমাদের আবার জাগালেন; তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সহিহ বুখারি)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

চাষির দিন শুরু হয় ফজরে। আজানের সময় মোরগ ডাকে, হাঁসেরা খোপে ছটফট করে — সবাই জেগে ওঠে। চাষি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর শোকর করেন, কারণ আল্লাহ আরেকটি নতুন দিন দিলেন। তারপর নামাজ পড়ে আগে পশুপাখির খোঁজ নেন, পরে নিজে খান। হাঁস-মুরগি কথা বলতে পারে না। ক্ষুধা লাগলে, পিপাসা পেলে ওরা তোমাকে বলতে পারে না। তাই ওদের খাবার-পানির কথা তোমাকেই মনে রাখতে হবে। নবীজি ﷺ শিখিয়েছেন — যারা পৃথিবীর প্রাণীদের ওপর দয়া করে, আল্লাহ তাদের ওপর দয়া করেন।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাই, ফজরে উঠি — চাষির দিন ভোরে শুরু।
- ঘুমের আগে ওজু করি, ডান কাতে শুই, দোয়া ও সূরা নাস পড়ি।
- নিজে খাওয়ার আগে পশুপাখিকে খাবার-পানি দিয়েছি কি না মনে করি।
- নামাজ: বড়দের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা — এই তিন ভঙ্গি নকল করি।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

rice ধান / চাল / ভাত	**duck** হাঁস	**mud** কাদা	**field** মাঠ
farmer চাষি	**green** সবুজ	**walk** হাঁটা	**swim** সাঁতার কাটা

The duck can swim.	হাঁস সাঁতার কাটতে পারে।
The rice is green.	ধানটি সবুজ।
I am a little farmer.	আমি একজন ছোট্ট চাষি।

খেলা

Simon says: অভিভাবক বলবেন «Simon says: walk like a duck!» — শিশু হাঁসের মতো হাঁটবে। «Swim!», «Touch the mud!», «Jump like a frog!»। «Simon says» না বললে নড়া যাবে না। এতে শোনার মনোযোগ বাড়ে।

প্রযুক্তি: শব্দ ধরে রাখা — ভয়েস রেকর্ডার ৫%

১. বড়দের ফোনে রেকর্ডার খোলো। লাল বোতাম চেপে হাঁসের ডাক, মোরগের ডাক, বৃষ্টির শব্দ রেকর্ড করো।

২. রেকর্ড চালিয়ে পরিবারের সবাইকে শোনাও — «বলো তো এটা কীসের শব্দ?»

৩. নিজের গলায় এ মাসের ৩টি ইংরেজি বাক্য রেকর্ড করো। শুনে দেখো কেমন শোনায়; আবার বলো।

নিয়ম

রেকর্ড করতে হলে আগে অনুমতি নাও — কারও কথা না বলে রেকর্ড করা আদবের খেলাপ। দিনে ১০ মিনিট, বড়দের সামনে।

শ্রাবণ — আমার খাতা

আমার ধানের গামলার খাতা (সপ্তাহে একবার)

তারিখ	এক গোছায় কয়টি কুশি	গাছ কত বিঘত	পানি কত আঙুল	পাতার রং

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] গামলায় কাদা বানিয়ে ধানের চারা রুইতে
- [ ] কুশি গুনতে
- [ ] সকাল-সন্ধ্যায় হাঁস গুনে মেলাতে
- [ ] হাঁস ও মুরগির ৩টি তফাত বলতে
- [ ] ৫০ পর্যন্ত গুনতে

অভিভাবকের মন্তব্য

সারি বেঁধে হাঁটা হাঁসের দল আর তোমার ধানের গামলা আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৫ · শরৎকাল

ভাদ্র

মাদায় শিম, গামলায় মাছ

মধ্য আগস্ট – মধ্য সেপ্টেম্বর
খরিপ-২ · আমনের যত্ন

ভাদ্র মাসে বৃষ্টি কমে আসে, কিন্তু গরম কমে না। ভ্যাপসা গরমে তাল পাকে — তাই লোকে বলে «ভাদ্র মাসের তাল-পাকা গরম»। পাকা তালের পিঠা, তালের বড়া এ মাসের মজা। নদী-বিল এখন কানায় কানায় ভরা। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসতে শুরু করেছে — শরৎ এসেছে।

শীতকালে মাচা ভরে শিম ঝুলতে দেখেছ? সেই শিমের বীজ বুনতে হয় এখনই। চাষি সবসময় সামনের কথা ভাবেন — আজ বুনলে চার মাস পরে ফসল। এ মাসে তুমি মাদা বানিয়ে শিম বুনবে, আর একটি গামলায় ছোট দেশি মাছ পালবে।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধান কুশি ছাড়ছে; চাষিরা আগাছা তোলেন
- আউশ ধান কাটা শেষ; পাটের আঁশ ছাড়ানো ও শুকানো
- শিম, লাউ, বরবটির বীজ মাদায় বোনা হয়
- তাল, জাম্বুরা, আমড়া, চালতা, পেয়ারা
- পুকুরে মাছ দ্রুত বড় হচ্ছে

এ মাসে আমি শিখব

- মাদা কী, জানব ও বানাব
- বড় বীজ গুনে গুনে নির্দিষ্ট গভীরতায় বুনব
- লতানো গাছ কীভাবে ওপরে ওঠে, দেখব
- গামলায় ছোট মাছের যত্ন নেব
- ঘড়িতে সকাল-বিকেলের সময় চিনব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **মাদায় দেশি শিম ও মাচা**
- **গামলায় দেশি মাছ পালি**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: মাদায় দেশি শিম ও মাচা ফসল

কেন করব?

শিম বাংলাদেশের খুব প্রিয় শীতের সবজি। একটি মাদা থেকে পুরো শীতকাল ধরে শিম তোলা যায় — নিজেরা খেয়ে প্রতিবেশীকে দিয়েও বাকি থাকে। শিমের বীজ বড়, তাই তোমার ছোট আঙুলে ধরে বোনা সহজ। আর শিম গাছ লতা — সে নিজে দাঁড়াতে পারে না, কিছু একটা জড়িয়ে ধরে ওপরে ওঠে। এই ওঠা দেখা ভারি মজার!

যা যা লাগবে

- দেশি শিমের বীজ — ১০টি
- পচা গোবর — ২ ঝুড়ি
- ছাই — ২ মুঠো
- লম্বা বাঁশের কঞ্চি — ৪টি
- মাচার জন্য বাঁশ ও সুতলি (বড়দের কাজ)
- এক বাটি পানি
- খুরপি

ধাপে ধাপে কাজ

১. **বীজ চিনি:** শিমের বীজ হাতে নাও। রং কী — সাদা, কালো, নাকি খয়েরি? গায়ে একটি সাদা দাগ আছে — এটি বীজের «চোখ», এখান দিয়েই শিকড় বের হবে।

২. **মাদা বানাই:** বেড়ার ধারে বা উঠানের কোণে উঁচু জায়গা বাছো। বড়রা এক হাত চওড়া, এক হাত গভীর গর্ত করবেন। এই গোল গর্তই **মাদা**।

৩. **মাদা ভরি:** গর্তের মাটির সাথে ২ ঝুড়ি পচা গোবর ও ২ মুঠো ছাই মেশাও। মাদা ভরে মাটি চারপাশের চেয়ে এক বিঘত উঁচু ঢিবি করো — যাতে বৃষ্টির পানি না জমে। ৫–৭ দিন এভাবে রেখে দাও।

৪. **বীজ ভিজাই:** বোনার আগের রাতে ১০টি বীজ এক বাটি পানিতে ভিজিয়ে রাখো। সকালে দেখো — বীজ ফুলে মোটা হয়েছে!

৫. **বীজ বুনি:** মাদার ওপর আঙুল দিয়ে ৫টি গর্ত করো — আঙুলের দুই গিঁট গভীর, এক বিঘত দূরে দূরে। প্রতি গর্তে একটি বীজ, «চোখ» নিচের দিকে। মাটি দিয়ে ঢেকে আলতো চাপ দাও। বাকি ৫টি বীজ আরেক মাদায় বা টবে।

৬. **পাহারা দিই:** মুরগি যেন আঁচড়ে না ফেলে, তাই ডালপালা দিয়ে ঢেকে দাও। বৃষ্টি না হলে ঝাঁঝরি দিয়ে পানি দাও। ৪–৭ দিনে চারা বের হবে।

৭. **সবল দুটি রাখি:** চারা এক বিঘত হলে সবচেয়ে সবল ২টি রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলো (বা অন্য জায়গায় লাগাও)।

৮. **কঞ্চি ও মাচা:** চারার পাশে কঞ্চি পুঁতে দাও। লতা নিজেই জড়িয়ে উঠবে। বড়রা মাথার ওপরে বাঁশের মাচা বেঁধে দেবেন। শীতে এই মাচা থেকেই শিম ঝুলবে।

মাদায় দেশি শিম ও মাচা খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- ভেজানো বীজ আর শুকনো বীজ পাশাপাশি রাখো — তফাত কী?
- চারা বের হওয়ার সময় বীজটি কি মাটির ওপরে উঠে এলো, নাকি নিচে থেকে গেল?
- লতা কঞ্চিকে কোন দিকে পেঁচিয়ে ওঠে — সব লতা কি একই দিকে?
- এক দিনে লতা কতটা বাড়ে? সকালে সুতা বেঁধে পরদিন দেখো।
- পাতায় কোনো পোকা বা ফুটো দেখা যাচ্ছে কি?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- ১০টি বীজ ভিজিয়েছিলে। কয়টি গজাল? ১০টির মধ্যে ৮টি গজালে বলা হয় «বীজ ভালো»।
- একটি শিম পাতায় কয়টি ছোট পাতা? (তিনটি!) সব পাতায় কি তিনটি করে?
- প্রতি সপ্তাহে লতা কত বিঘত হলো মাপো; যখন তোমার মাথা ছাড়িয়ে যাবে, সেই তারিখ লিখে রাখো।
- গামলার ধানে এখন কয়টি কুশি? আগের মাসের সাথে মিলাও।

নিরাপত্তা

কঞ্চির চোখা মাথা চোখের সমান উঁচুতে থাকলে বিপদ — মাথায় একটি পুরোনো বোতল বা কাপড় পরিয়ে দাও। মাচা বাঁধা বড়দের কাজ; তুমি সুতলি এগিয়ে দেবে। ভাদ্রের রোদ খুব কড়া — সকাল ৯টার আগে কাজ শেষ করো, বারবার পানি খাও।

অভিভাবকের জন্য

দেশি শিমের বহু স্থানীয় জাত আছে (রং, আকার ও নাম এলাকাভেদে আলাদা) — গ্রামের প্রবীণ চাষি-নারীদের কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন, জাতের নামটি শিশুকে শেখান। দেশি শিম সাধারণত দিন ছোট হলে (কার্তিক–অগ্রহায়ণ) ফুল দেয় এবং পৌষ–মাঘে ভরপুর ফলে। ফাল্গুনে আমরা এই গাছের পাকা শুঁটি থেকেই বীজ রাখব। লাউ বা বরবটি দিয়েও একই প্রজেক্ট করা যায়।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: গামলায় দেশি মাছ পালি মাছ

আষাঢ়ে তুমি মাছ চিনেছ। এবার নিজে মাছের দেখাশোনা করবে! পুকুর এখনো তোমার জন্য নয়, তাই তোমার পুকুর হবে একটি বড় চাড়ি বা গামলা। এতে থাকবে ছোট, শান্ত, দেশি মাছ।

যা করব

১ একটি বড় মাটির চাড়ি বা সিমেন্টের গামলা ছায়াযুক্ত জায়গায় বসাও — যেখানে সকালের একটু রোদ পায় কিন্তু দুপুরের কড়া রোদ পায় না।

২ বড়রা পুকুরের পরিষ্কার পানি দিয়ে চাড়ি ভরে দেবেন (কলের পানি হলে এক দিন রেখে তারপর)। তলায় একটু পুকুরের মাটি, ওপরে কয়েকটি ক্ষুদিপানা বা একটি ছোট কচুরিপানা ভাসাও — মাছের ছায়া ও লুকানোর জায়গা।

৩ বড়দের সাহায্যে ৫–৬টি ছোট দেশি মাছ ছাড়ো: খলিশা, পুঁটি বা দারকিনা। পলিথিনসহ ১০ মিনিট পানিতে ভাসিয়ে তারপর আস্তে ছাড়ো। মাছগুলো গুনে রাখো।

৪ রোজ সকালে এক চিমটি মিহি কুঁড়া বা গুঁড়ো করা শুকনো রুটি দাও। মাছ ৫ মিনিটে যতটুকু খায় ততটুকুই — বেশি দিলে পানি পচে যায়।

৫ চাড়ির ওপর একটি জাল বা চালুনি দিয়ে ঢেকে রাখো — বিড়াল, কাক, মাছরাঙা থেকে বাঁচাতে, আর মাছ যেন লাফিয়ে না পড়ে।

৬ সপ্তাহে একবার বড়দের সাথে মগ দিয়ে তিন ভাগের এক ভাগ পানি তুলে ফেলে নতুন পুকুরের পানি দাও। পুরোনো পানি ফেলো না — শিমের মাদায় দাও, ওতে সার আছে!

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

গামলায় দেশি মাছ পালি ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- মাছ সকালে পানির ওপরে উঠে খাবি খেলে কী বুঝবে? (পানিতে বাতাস কম — পানি বদলাতে হবে)
- মাছেরা গামলার মশার বাচ্চা খেয়ে ফেলে — এতে আমাদের কী উপকার?
- মাছের খাবার বেশি দিলে ভালো, না কম দিলে ভালো? কেন?

নিরাপত্তা

বড় গামলার পানিও ছোটদের জন্য বিপজ্জনক — ঝুঁকে পড়বে না, ছোট ভাইবোনকে একা কাছে যেতে দেবে না। মাছ হাতে ধরবে না; দেখবে আর খাওয়াবে। কাজ শেষে সাবান দিয়ে হাত ধোবে।

অভিভাবকের জন্য

খলিশা, পুঁটি, দারকিনার মতো ছোট দেশি মাছ শান্ত, কাঁটার বিপদ নেই, কম অক্সিজেনেও টেকে — শিশুর জন্য নিরাপদ। শিং, মাগুর, কই এ বয়সে দেবেন না (কাঁটার ব্যথা ও লাফিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা)। মাছ মারা গেলে লুকাবেন না — কারণ খুঁজুন একসাথে (বেশি খাবার? গরম? পানি?)। ২–৩টি মাছ ধানের গামলায়ও ছাড়তে পারেন। শীতের আগে মাছগুলো পুকুরে ছেড়ে দেওয়া যায়।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

ভাদ্র — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — মাদা বানাই

দিন ১	শিমের বীজ দেখি, গুনি; «চোখ» খুঁজি	☐
দিন ২	মাদার জায়গা বাছি; গোবর-ছাই মিশিয়ে মাদা ভরি	☐
দিন ৩	মাছের চাড়ি বসাই; পানি, মাটি ও পানা দিই	☐
দিন ৪	চাড়িতে মাছ ছাড়ি ও গুনি; জাল দিয়ে ঢাকি	☐
দিন ৫	ধানের গামলায় আগাছা তুলি; কুশি গুনি	☐

ইসলামি: সূরা ফালাক শোনা ও প্রথম ২ আয়াত। টয়লেটে ঢোকার দোয়া।

ইংরেজি: bean, pond — «This is a bean.»

প্রযুক্তি: দেয়াল-ঘড়ি দেখা: ছোট কাঁটা, বড় কাঁটা; সকাল ৭টা কোথায়।

সপ্তাহ ২ — বীজ বুনি

দিন ১	রাতে বীজ ভিজাই; সকালে ফোলা বীজ দেখি	☐
দিন ২	মাদায় ৫টি গর্ত করে বীজ বুনি; ডালপালা দিয়ে ঢাকি	☐
দিন ৩	মাছকে এক চিমটি খাবার দিই; ৫ মিনিট দেখি	☐
দিন ৪	তাল কুড়াই; তালের রস ছাঁকা ও পিঠা বানানো দেখি	☐
দিন ৫	আষাঢ়ের গাছ ও আঁটির চারায় গোবর-মাটি দিই	☐

ইসলামি: সূরা ফালাক ৩য়–৫ম আয়াত। টয়লেট থেকে বের হওয়ার দোয়া। আরবি হরফ: শিন, সোয়াদ, দোয়াদ।

ইংরেজি: flower, climb — «The plant can climb.»

প্রযুক্তি: মাছকে খাওয়ানোর সময়ে ঘড়ির কাঁটা কোথায় থাকে, রোজ দেখা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

ভাদ্র — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — চারা ও লতা

দিন ১	শিমের চারা গজাল কি দেখি; কয়টি গজাল গুনি	☐
দিন ২	বীজপাতা ও আসল পাতা আঁকি; পাতায় তিনটি ভাগ গুনি	☐
দিন ৩	চাড়ির পানি বদলাই (বড়দের সাথে); পুরোনো পানি মাদায় দিই	☐
দিন ৪	পাড়ার মাচার সবজি দেখি — লাউ, চালকুমড়া, ঝিঙা কীভাবে ঝোলে	☐
দিন ৫	পাটের আঁশ ছাড়ানো বা শুকানো দেখতে যাই	☐

ইসলামি: পিপাসার্ত কুকুরের হাদিসের গল্প শোনা ও নিজের ভাষায় বলা।

ইংরেজি: net, bucket — «Give me the bucket, please.»

প্রযুক্তি: বড়দের ফোনে অ্যালার্ম দেওয়া শেখা: «মাছের খাবারের সময়»।

সপ্তাহ ৪ — মাচার প্রস্তুতি

দিন ১	সবল ২টি চারা রেখে বাকি তুলি; কঞ্চি পুঁতি	☐
দিন ২	লতা কোন দিকে পেঁচায় দেখি; সুতা বেঁধে বাড় মাপি	☐
দিন ৩	মাচা বাঁধায় বড়দের সুতলি-বাঁশ এগিয়ে দিই	☐
দিন ৪	মাছ গুনি — সব আছে? খাবি খাচ্ছে কি?	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; শিমের লতা আঁকি	☐

ইসলামি: সূরা ফালাক একা বলা; ঘুমের আগে ইখলাস-ফালাক-নাস তিনটিই পড়া।

ইংরেজি: one থেকে ten গোনা — বীজ ও মাছ গুনে গুনে। ছড়া: «One, two, buckle my shoe».

প্রযুক্তি: অ্যালার্ম বাজলে নিজে বন্ধ করে মাছকে খাওয়াতে যাওয়া।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

ভাদ্র — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-ফালাক

৫ আয়াত। ভোরের রবের কাছে সব অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া। ইখলাস, ফালাক ও নাস — এই তিন সূরা সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমের আগে পড়া সুন্নত।

এ মাসের দোয়া

টয়লেটের দোয়া

ঢোকার আগে: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস।

বের হয়ে: গুফরানাকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি সব অপবিত্র ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে আপনার আশ্রয় চাই। — (হে আল্লাহ!) আপনার ক্ষমা চাই।

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«এক লোক পথে খুব পিপাসার্ত একটি কুকুরকে ভেজা মাটি চাটতে দেখল। সে কুয়ায় নেমে নিজের মোজা ভরে পানি এনে কুকুরটিকে খাওয়াল। আল্লাহ তার এ কাজ পছন্দ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।» সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের সওয়াব আছে? নবীজি ﷺ বললেন, «প্রতিটি প্রাণীর সেবায় সওয়াব আছে।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

ভাদ্রের গরমে সবারই পিপাসা পায় — তোমার, মুরগির, হাঁসের, রাস্তার কুকুর-বিড়ালের, এমনকি গাছেরও। তোমার গামলার মাছেরা পুরোপুরি তোমার ওপর নির্ভর করে। তুমি খাবার না দিলে ওরা চাইতে পারবে না; পানি নষ্ট হলে ওরা বলতে পারবে না। তাই যে পশুপাখি বা মাছ পালে, সে আল্লাহর কাছে এদের জন্য দায়ী। এ মাসে একটি ভালো কাজ করো: উঠানের এক কোণে একটি মাটির পাত্রে রোজ পরিষ্কার পানি রাখো — পাখি, বিড়াল, কুকুর যে-ই খাক। প্রতিটি চুমুকে তোমার সওয়াব।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- টয়লেটে বাঁ পা দিয়ে ঢুকি, ডান পা দিয়ে বের হই; পরে সাবান দিয়ে হাত ধুই।
- পাখি ও পথের প্রাণীর জন্য রোজ এক পাত্র পানি রাখি।
- কোনো প্রাণীকে ঢিল মারি না, কষ্ট দিই না।
- নামাজ: দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা, বসা — চারটি ভঙ্গি বড়দের সাথে করি।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

bean শিম	**flower** ফুল	**climb** বেয়ে ওঠা	**pond** পুকুর
net জাল	**bucket** বালতি	**one - five** এক – পাঁচ	**six - ten** ছয় – দশ

The plant can climb. — গাছটি বেয়ে উঠতে পারে।

I have five fish. — আমার পাঁচটি মাছ আছে।

Give me the bucket, please. — দয়া করে বালতিটা দাও।

খেলা

Count with me: বীজ, মাছ, কঞ্চি, পাতা — যা-ই গোনা হোক, একবার বাংলায় ও একবার ইংরেজিতে গুনুন: one, two, three…। «How many fish?» জিজ্ঞেস করলে শিশু বলবে «Five fish!»। «One, two, buckle my shoe» ছড়াটি শুনে শুনে বলুন।

প্রযুক্তি: সময় চেনা — ঘড়ি ও অ্যালার্ম ৫%

১. দেয়াল-ঘড়ির ছোট কাঁটা দেখো — সে ঘণ্টা দেখায়। ছোট কাঁটা ৭-এ, বড় কাঁটা ১২-তে মানে ৭টা।

২. মাছকে রোজ একই সময়ে খাওয়াও। বড়দের ফোনে সেই সময়ে একটি অ্যালার্ম বসাও।

৩. অ্যালার্ম বাজলে নিজে বন্ধ করো, আর সাথে সাথে কাজে যাও। যন্ত্র মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু কাজটা তোমাকেই করতে হয়।

নিয়ম

অ্যালার্ম শুধু কাজের জন্য — বারবার বাজিয়ে খেলা নয়। ফজরের সময় চাষির আসল অ্যালার্ম হলো আজান আর মোরগের ডাক!

ভাদ্র — আমার খাতা

আমার শিম ও মাছের খাতা

তারিখ	শিমের লতা কত বিঘত	মাছ কয়টি আছে	খাবার দিয়েছি ✔	কী দেখলাম

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] মাদা ভরে উঁচু ঢিবি বানাতে
- [ ] বীজ ভিজিয়ে ঠিক গভীরতায় বুনতে
- [ ] মাছকে মেপে খাবার দিতে
- [ ] ঘড়িতে পুরো ঘণ্টা (৭টা, ৮টা) পড়তে
- [ ] বাংলা ও ইংরেজিতে ১০ পর্যন্ত গুনতে

অভিভাবকের মন্তব্য

কঞ্চি বেয়ে ওঠা শিমের লতা আর গামলার মাছ আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৬ · শরৎকাল

আশ্বিন

মাটির জন্য রান্না করি

মধ্য সেপ্টেম্বর – মধ্য অক্টোবর
খরিপ-২ শেষ · রবির প্রস্তুতি

আশ্বিন মাসে আকাশ ঝকঝকে নীল, তাতে তুলোর মতো সাদা মেঘ। নদীর ধারে সাদা কাশফুল দোলে। ভোরে ঘাসের ডগায় শিশির জমে, শিউলি ফুল ঝরে পড়ে। বৃষ্টি প্রায় শেষ, বাতাসে হালকা ঠান্ডার ছোঁয়া।

সামনে শীতকাল — সবজির সবচেয়ে বড় মৌসুম। তার আগে মাটিকে ভালো খাবার খাওয়াতে হবে। মাটির খাবার কোথায় পাব? ঝরা পাতা, তরকারির খোসা, গোবর, আগাছা — যেগুলো আমরা ফেলে দিই, সেগুলো দিয়েই মাটির জন্য «রান্না» হবে! এই রান্নার নাম **জৈব সার**। আর যে আমাদের এত গোবর দেয়, সেই গরু ও তার বাছুরের সাথেও এ মাসে বন্ধুত্ব হবে।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধানে থোড় আসছে; কোথাও শিষ বের হচ্ছে
- চাষিরা আগাম মুলা, লাল শাক, লাউ বোনেন
- শীতের সবজির (কপি, টমেটো, বেগুন) বীজতলা
- মাঠে-ঘাটে প্রচুর কাঁচা ঘাস — গরুর সুসময়
- জলপাই, চালতা, আমলকী, ডালিম

এ মাসে আমি শিখব

- জৈব সার কী দিয়ে ও কীভাবে হয়, জানব
- পচে যায় আর পচে না — এমন জিনিস আলাদা করব
- স্তরে স্তরে সারের গাদা বানাব
- গরু ও বাছুরকে খাবার-পানি দেব
- জোড়-বিজোড় ও ১০-এর দল চিনব; ৬০ পর্যন্ত গুনব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **জৈব সারের গাদা**
- **গরু ও বাছুরের যত্ন**

প্রজেক্ট: জৈব সারের গাদা ফসল

কেন করব?

গাছ মাটি থেকে খাবার খায়। প্রতিবার ফসল তুললে মাটির খাবার কমে যায়। সেই খাবার ফিরিয়ে না দিলে মাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশি চাষি বাজার থেকে সার কেনেন না — তিনি নিজেই সার বানান। ঝরা পাতা, খোসা, গোবর জমিয়ে রাখলে কোটি কোটি ছোট্ট জীবাণু আর কেঁচো সেগুলো খেয়ে কালো, ঝুরঝুরে, মাটির গন্ধওয়ালা সার বানিয়ে দেয়। ময়লা থেকে সোনা!

যা যা লাগবে

- ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গা (৩ হাত × ৩ হাত)
- শুকনো পাতা ও খড় — «বাদামি» জিনিস
- তরকারির খোসা, কাঁচা ঘাস, কচুরিপানা — «সবুজ» জিনিস
- কাঁচা গোবর — ২–৩ ঝুড়ি
- ছাই ও একটু পুরোনো মাটি
- পানি ও ঝাঁঝরি
- ঢাকার জন্য কলাপাতা বা চট
- একটি লম্বা কাঠি

ধাপে ধাপে কাজ

১. **বাছাই খেলা:** এক সপ্তাহ ধরে বাড়ির ফেলনা জিনিস দুই ঝুড়িতে জমাও। **পচে:** খোসা, পাতা, ঘাস, ডিমের খোসা, চা-পাতা। **পচে না:** পলিথিন, প্লাস্টিক, কাচ, টিন। পচে না এমন কিছু গাদায় যাবে না।

২. **জায়গা তৈরি:** গাছের ছায়ায় উঁচু জায়গা বাছো, যেখানে পানি জমে না। চার কোণে চারটি খুঁটি পুঁতে জায়গাটা চিহ্ন দাও। নিচে কিছু মোটা ডালপালা বিছাও — বাতাস চলাচলের জন্য।

৩. **প্রথম স্তর — বাদামি:** শুকনো পাতা ও খড় এক বিঘত পুরু করে বিছাও।

৪. **দ্বিতীয় স্তর — সবুজ:** তার ওপর খোসা, কাঁচা ঘাস, কচুরিপানা এক বিঘত পুরু করে দাও।

৫. **তৃতীয় স্তর — গোবর:** বড়রা গোবর পানিতে গুলে ছিটিয়ে দেবেন। তুমি ওপরে এক মুঠো ছাই ও দুই মুঠো পুরোনো মাটি ছিটাও। মাটিতে সেই জীবাণুরা আছে, যারা সার বানাবে।

৬. **আবার, আবার:** বাদামি → সবুজ → গোবর — এভাবে স্তরের পর স্তর সাজাও, যতক্ষণ না গাদা তোমার কোমর সমান উঁচু হয়। ঠিক যেন স্তরে স্তরে পিঠা সাজানো!

৭. **ভেজাও ও ঢাকো:** ঝাঁঝরি দিয়ে পানি ছিটাও — গাদা ভেজা গামছার মতো ভেজা হবে, চুপচুপে নয়। ওপরে কলাপাতা বা চট দিয়ে ঢেকে দাও। মাঝখানে একটি লম্বা কাঠি পুঁতে রাখো।

৮. **অপেক্ষা ও উল্টানো:** ১৫ দিন পরপর বড়রা গাদা ওলট-পালট করে দেবেন। শুকিয়ে গেলে পানি ছিটাও। ২–৩ মাসে সার তৈরি হবে — কালো, ঝুরঝুরে, দুর্গন্ধ নেই। চৈত্র মাসে এই সার তোমার লাউ-কুমড়ার মাদায় যাবে।

জৈব সারের গাদা খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- ৪–৫ দিন পর মাঝখানের কাঠিটি টেনে বের করে ছুঁয়ে দেখো — গরম! গাদার ভেতর জীবাণুরা কাজ করছে বলে গরম হয়।
- গাদা কি দিন দিন বসে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে?
- উল্টানোর সময় ভেতরে কী দেখা যায় — কেঁচো, সাদা ছত্রাক, ছোট পোকা?
- গন্ধ কেমন? (পচা দুর্গন্ধ হলে বেশি ভেজা বা সবুজ বেশি — শুকনো পাতা দাও।)
- কোন জিনিস আগে পচল, কোনটি এখনো আস্ত আছে?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- কয়টি স্তর দিলে? বাদামি কয়টি, সবুজ কয়টি?
- গাদার উচ্চতা প্রথম দিন কাঠিতে দাগ দিয়ে রাখো। প্রতি সপ্তাহে নতুন দাগ দাও — কত বিঘত কমল?
- রোজ রান্নাঘর থেকে কয় মুঠো খোসা এলো গুনে গাদায় দাও।
- কেঁচো পেলে গোনো: ২, ৪, ৬... জোড়ায় জোড়ায়।

নিরাপত্তা

গোবর ও পচা জিনিস ধরার সময় পায়ে স্যান্ডেল, কাজ শেষে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত-পা ধোয়া — নখের ভেতরও। হাতে কাটা-ছেঁড়া থাকলে গোবর ধরবে না। গাদায় হাত ঢোকানোর আগে লাঠি দিয়ে নেড়ে দেখো — সাপ, বিছা বা ইঁদুর থাকতে পারে। গাদা উল্টানো বড়দের কাজ।

অভিভাবকের জন্য

গাদায় মাছ-মাংসের কাঁটা-হাড়, তেল-ঝোল, রান্না করা খাবার ও রোগাক্রান্ত গাছ দেবেন না (দুর্গন্ধ, কুকুর-ইঁদুর ও রোগের ঝুঁকি)। «বাদামি» ও «সবুজ»-এর ভারসাম্যই মূল কথা — শিশুকে এই দুই শব্দ দিয়েই শেখান। জায়গা কম হলে একটি পুরোনো ড্রাম, বড় মাটির চাড়ি বা বাঁশের খাঁচায় একই কাজ হয়। গাদার পাশে শিশুকে একটি ছোট «নিজস্ব» গাদা (এক ঝুড়ি পরিমাণ) বানাতে দিন, যা সে নিজেই নাড়াচাড়া করতে পারে।

প্রজেক্ট: গরু ও বাছুরের যত্ন পশুপাখি

গরু চাষির সবচেয়ে বড় বন্ধু। সে দুধ দেয়, গোবর দেয় — যা দিয়ে সার ও জ্বালানি হয়; আগের দিনে লাঙলও টানত। গরু শান্ত প্রাণী, কিন্তু অনেক বড় ও শক্তিশালী। তাই এ মাসে সব কাজ হবে বড়দের সাথে।

যা করব

১. বড়দের সাথে গোয়ালঘরে যাও। গরুর নাম জানো (নাম না থাকলে একটি নাম দাও)। সামনের দিক থেকে ধীরে ধীরে কাছে যাও, নরম গলায় কথা বলো।

২. গরু কী কী খায় দেখো ও চেনো: খড়, কাঁচা ঘাস, ভুসি, কুঁড়া, খৈল, ভাতের মাড়, লবণ। কোনটা শুকনো, কোনটা ভেজা?

৩. নিজ হাতে এক আঁটি কাঁচা ঘাস গরুর সামনের পাত্রে (চাড়িতে) দাও। গরু জিভ দিয়ে কীভাবে ঘাস টেনে নেয় দেখো।

৪. বাছুরটিকে দেখো। সে কীভাবে মায়ের দুধ খায়? বড়দের সাথে বাছুরের গলায়-পিঠে আলতো হাত বুলিয়ে দাও।

৫. দুধ দোহানো দেখো (দূর থেকে)। আগে বাছুর খায়, তারপর দোহানো হয়, শেষে আবার বাছুরের জন্য রাখা হয়। কয় গ্লাস দুধ হলো মেপে দেখো।

৬. বিকেলে গোয়ালের গোবর তোলা দেখো; তোমার সারের গাদার জন্য এক ঝুড়ি চেয়ে নাও। গরুর গোসল দেখো ও বালতিতে পানি এগিয়ে দাও।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

গরু ও বাছুরের যত্ন ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- গরু খাওয়ার পরে বসে বসে মুখ নাড়ে কেন? (জাবর কাটে — গিলে ফেলা ঘাস আবার চিবোয়)
- বাছুরের জন্য দুধ না রেখে সবটা দুইয়ে নিলে কী হবে? এটা কি ঠিক?
- ঘাস থেকে সাদা দুধ — কীভাবে হয়? কে বানান?

নিরাপত্তা

গরুর পেছনে কখনো দাঁড়াবে না — লাথি মারতে পারে। ষাঁড় ও নতুন বাছুরওয়ালা গাভির কাছে একা যাবে না। গরুর সামনে দৌড়াবে না, চিৎকার করবে না, দড়ি হাতে পেঁচাবে না। গোয়ালে স্যান্ডেল পরবে। কাঁচা দুধ খাবে না — ফুটিয়ে খেতে হয়।

অভিভাবকের জন্য

দেশি গরু আকারে ছোট ও শান্ত, রোগ কম, কম খাবারে চলে — শিশুর প্রথম পরিচয়ের জন্য উপযুক্ত। নিজেদের গরু না থাকলে প্রতিবেশীর গোয়ালে সপ্তাহে দুদিন নিয়ে যান। «আগে বাছুরের হক» — এই নীতিটি স্পষ্ট করে বলুন; এটি পশুপালনের নৈতিক ভিত্তি। ঈদুল আজহা এ সময়ের কাছাকাছি পড়লে কোরবানির পশুর যত্ন, জবাইয়ের আদব ও গোশত তিন ভাগ করার শিক্ষাটিও এখানে যুক্ত করুন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

আশ্বিন — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — পচে আর পচে না

দিন ১	বাড়ির ফেলনা জিনিস দুই ঝুড়িতে বাছি: পচে / পচে না	☐
দিন ২	শুকনো পাতা কুড়াই, বস্তায় ভরি — কয় বস্তা হলো গুনি	☐
দিন ৩	গাদার জায়গা বাছি; খুঁটি পুঁতি, ডালপালা বিছাই	☐
দিন ৪	গোয়ালঘরে যাই; গরুর নাম ও খাবার চিনি	☐
দিন ৫	শিমের লতা মাচায় তুলে দিই; মাছকে খাওয়াই	☐

ইসলামি: সূরা কাওসার শোনা ও বলা (৩ আয়াত)। ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া।

ইংরেজি: cow, grass — «The cow eats grass.»

প্রযুক্তি: বড়দের সাথে ১০ মিনিটের একটি ভিডিও দেখা: «কেঁচো কীভাবে সার বানায়»।

সপ্তাহ ২ — গাদা সাজাই

দিন ১	বাদামি → সবুজ → গোবর: স্তর সাজানো শুরু করি	☐
দিন ২	আরও স্তর দিই; ছাই ও মাটি ছিটাই	☐
দিন ৩	পানি ছিটিয়ে ভেজাই; কলাপাতা দিয়ে ঢাকি; কাঠি পুঁতি	☐
দিন ৪	গরুকে নিজ হাতে ঘাস দিই; জাবর কাটা দেখি	☐
দিন ৫	ধানের গামলায় থোড় (পেট মোটা) এসেছে কি দেখি	☐

ইসলামি: সূরা কাওসার একা বলা। বিড়ালকে কষ্ট দেওয়া নারীর হাদিসের গল্প। আরবি হরফ: তোয়া, যোয়া, আইন।

ইংরেজি: calf, milk — «The calf drinks milk.»

প্রযুক্তি: ভিডিওতে যা দেখেছি তা নিজের ভাষায় পরিবারকে বলা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

আশ্বিন — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — গরম গাদা, শান্ত গরু

দিন ১	গাদার কাঠি টেনে ছুঁয়ে দেখি — গরম?	☐
দিন ২	দুধ দোহানো দেখি; কয় গ্লাস হলো মাপি	☐
দিন ৩	বাছুরের গায়ে হাত বুলাই; কী খায় দেখি	☐
দিন ৪	রোজকার খোসা গাদায় দিই; মুঠো গুনি	☐
দিন ৫	কাশবন বা নদীর পাড়ে বেড়াতে যাই; শরতের ছবি আঁকি	☐

ইসলামি: নামাজে দাঁড়িয়ে «আল্লাহু আকবার» বলে হাত বাঁধা শেখা। সূরা নাহলের দুধের আয়াতের গল্প।

ইংরেজি: dung, rope — «This is a rope.»

প্রযুক্তি: দ্বিতীয় ভিডিও: «গরুর দুধ থেকে দই» বা «দেশি গরুর যত্ন» (অভিভাবক বাছবেন)।

সপ্তাহ ৪ — শীতের প্রস্তুতি

দিন ১	বড়দের গাদা উল্টানো দেখি; ভেতরে কী আছে খুঁজি	☐
দিন ২	শীতের সবজির বেডের জায়গা ঠিক করি; ঘাস তুলি	☐
দিন ৩	বেডের মাটিতে পুরোনো পচা গোবর মেশাই (কার্তিকে বুনব)	☐
দিন ৪	গরুর গোসল দেখি; পানি এগিয়ে দিই	☐
দিন ৫	মাছ গুনি; শিমের লতা মাপি; মাসের খাতা পূরণ	☐

ইসলামি: কাওসার, ইখলাস, ফালাক, নাস, ফাতিহা — পাঁচটি সূরা ঝালাই।

ইংরেজি: drink, love + ঝালাই। «I love my cow.»

প্রযুক্তি: ভিডিও দেখার নিয়ম ঝালাই: একটি ভিডিও, তারপর বন্ধ, তারপর বলা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

আশ্বিন — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-কাওসার

কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা, ৩ আয়াত। আল্লাহ নবীজি ﷺ-কে অনেক কল্যাণ দিয়েছেন; তাই নামাজ পড়তে ও কোরবানি করতে বলেছেন।

এ মাসের দোয়া

ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া

বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ

অর্থ: আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম; আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«এক নারী একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খেতেও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি যে নিজে খুঁজে খাবে। এ কারণে সে শাস্তি পেল।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, গবাদিপশুর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা আছে: তাদের পেটের গোবর আর রক্তের মাঝখান থেকে তিনি বের করেন খাঁটি দুধ — যা পান করতে মজাদার (সূরা নাহল: ৬৬)। ভেবে দেখো! গরু খায় সবুজ ঘাস, আর দেয় সাদা দুধ। আবার সেই গরুর গোবর দিয়ে হয় সার, সার থেকে হয় ফসল। আল্লাহর দুনিয়ায় কিছুই ফেলনা নয়। যে পশু আমাদের এত কিছু দেয়, তাকে বেঁধে রেখে খেতে না দেওয়া বা মারধর করা বড় গুনাহ। ভালো চাষি নিজে খাওয়ার আগে গরুকে খাওয়ান।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দোয়া পড়ি, ডান পা আগে দিই।
- গরু-ছাগলকে মারি না, বেশি বোঝা চাপাই না, সময়মতো খাবার-পানি দিই।
- দুধ পান করার আগে «বিসমিল্লাহ», পরে «আলহামদুলিল্লাহ»।
- নামাজ: «আল্লাহু আকবার» বলে শুরু, দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা পড়ার চেষ্টা।

এ মাসে কোন ভালো কাজটি করলে? এঁকে বা লিখে রাখো।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

cow গরু	**calf** বাছুর	**grass** ঘাস	**milk** দুধ
dung গোবর	**rope** দড়ি	**drink** পান করা	**love** ভালোবাসা

The cow eats grass.	গরু ঘাস খায়।
The calf drinks milk.	বাছুর দুধ খায়।
I love my cow.	আমি আমার গরুকে ভালোবাসি।

খেলা

Who eats what? অভিভাবক জিজ্ঞেস করবেন «What does the cow eat?» — শিশু বলবে «Grass!»; «What does the calf drink?» — «Milk!»; «What does the duck eat?»... আগের মাসের প্রাণীগুলোও আনুন। তারপর «Old MacDonald had a farm» গানটি শুনে প্রাণীর ডাক নকল করুন।

প্রযুক্তি: দেখে শেখা — শেখার ভিডিও ৫%

১ অভিভাবক আগে থেকে একটি ছোট (৫–১০ মিনিট) শেখার ভিডিও বেছে রাখবেন। তুমি পাশে বসে মন দিয়ে দেখবে।

২ দেখার সময় যা বুঝলে না, থামিয়ে জিজ্ঞেস করো। ভিডিও থামানো (⏸) ও চালানো (▶) চিহ্ন চেনো।

৩ ভিডিও শেষে ফোন বন্ধ করে তিনটি কথা বলো: কী দেখলাম, কী নতুন শিখলাম, আমি কী করে দেখব।

নিয়ম

সপ্তাহে দুটির বেশি ভিডিও নয়; একটি ভিডিও শেষ হলে পরেরটিতে যাওয়া নয়। নিজে নিজে ভিডিও খোঁজা নয় — বড়রা বেছে দেবেন। দেখার চেয়ে করা বড়: যা দেখলে, তা হাতে করে দেখো।

আশ্বিন — আমার খাতা

আমার সারের গাদার খাতা (সপ্তাহে একবার)

তারিখ	গাদা কত উঁচু (বিঘত)	কাঠি গরম / ঠান্ডা	গন্ধ কেমন	ভেতরে কী দেখলাম

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] পচে ও পচে না এমন জিনিস আলাদা করতে
- [ ] বাদামি-সবুজ-গোবরের স্তর সাজাতে
- [ ] গরুকে সামনে থেকে ঘাস দিতে
- [ ] ভিডিও দেখে নিজের ভাষায় বলতে
- [ ] ৬০ পর্যন্ত গুনতে ও জোড়ায় গুনতে

অভিভাবকের মন্তব্য

খামারের চাকা আঁকো: ঘাস → গরু → গোবর → সার → গাছ।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৭ · হেমন্তকাল

কার্তিক

শীতের সবজি বুনি সারি ধরে

মধ্য অক্টোবর – মধ্য নভেম্বর
রবি মৌসুমের শুরু

কার্তিক মাসে ভোরবেলা হালকা কুয়াশা পড়ে। ঘাসে, ধানের পাতায় শিশিরের ফোঁটা মুক্তার মতো চিকচিক করে। মাঠের সবুজ ধান একটু একটু করে হলুদ হতে শুরু করেছে। বাতাস এখন আরামের — গরমও না, শীতও না।

এখন শুরু হলো **রবি মৌসুম** — শীতের ফসলের সময়। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রকম সবজি হয় এই সময়ে। আগের দিনে কার্তিক ছিল অভাবের মাস: পুরোনো ধান শেষ, নতুন ধান তখনো ওঠেনি। তাই বুদ্ধিমান চাষি এ মাসে তাড়াতাড়ি-হওয়া শাকসবজি বুনতেন, আর সারা বছর একটু একটু সঞ্চয় করতেন। এ মাসে তুমি সারি ধরে শীতের সবজি বুনবে, আর খুঁজে বের করবে — আমাদের খাবারগুলো কোথা থেকে আসে।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধানে শিষ; ধান পাকতে শুরু করেছে
- মুলা, পালং, লাল শাক, ধনিয়া, লাউ বোনা
- কপি, টমেটো, বেগুনের চারা রোপণ
- সরিষা, মসুর, খেসারি ও আলু বোনার প্রস্তুতি
- খাল-বিলের পানি কমছে; প্রচুর দেশি মাছ ধরা পড়ে

এ মাসে আমি শিখব

- সোজা সারি টেনে সমান দূরে বীজ বুনব
- তিন রকম বীজ ও তিন রকম চারা চিনব
- কোন খাবার দেশে হয়, কোনটা বিদেশ থেকে আসে — জানব
- নিজের ব্যাংকে সঞ্চয় শুরু করব
- ৭০ পর্যন্ত গুনব; ছোট যোগ করব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **শীতের সবজির বেড: মুলা, পালং, ধনিয়া**
- **কোথা থেকে এলো?**

প্রজেক্ট: শীতের সবজির বেড: মুলা, পালং, ধনিয়া ফসল

কেন করব?

বৈশাখে তুমি বীজ ছিটিয়ে বুনেছিলে। এবার শিখবে **সারিতে বোনা** — আসল চাষির মতো। সারিতে বুনলে আগাছা তোলা সহজ, গাছ সমান আলো-বাতাস পায়, আর গুনতেও সুবিধা। মুলা, পালং আর ধনিয়া শীতের সহজ ও দ্রুত ফসল: মুলা ৪০–৪৫ দিনে, পালং ৩০–৪০ দিনে, ধনিয়া পাতা ৩০ দিনেই তোলা যায়। তিন ফসলের তিন রকম বীজ, তিন রকম পাতা, তিন রকম ঘ্রাণ!

যা যা লাগবে

- দেশি মুলার বীজ
- পালং শাকের বীজ
- ধনিয়ার বীজ (রান্নাঘরের আস্ত ধনিয়া)
- বৈশাখের বেড বা নতুন ৩ হাত × ২ হাত বেড
- পচা গোবর — ২ ঝুড়ি; ছাই — ২ মুঠো
- সুতলি ও ২টি কাঠি (সোজা দাগ টানতে)
- একটি বিঘত-মাপের কাঠি
- ঝাঁঝরি ও খুরপি

ধাপে ধাপে কাজ

১. **বেড তৈরি:** আশ্বিনে ঠিক করা বেডের মাটি আবার ঝুরঝুরে করো। পচা গোবর ও ছাই মেশাও। হাত দিয়ে সমান করো। বেড চারপাশের চেয়ে চার আঙুল উঁচু থাকবে।

২. **বীজ ভিজাই:** আগের রাতে পালং বীজ পানিতে ভিজিয়ে রাখো। আস্ত ধনিয়া একটি কাপড়ে রেখে বোতল দিয়ে আলতো ডলে দুই ভাগ করো (এক-একটি দানার ভেতর দুটি বীজ!), তারপর ভিজাও। মুলার বীজ ভেজাতে হয় না।

৩. **সারি টানি:** বেডের দুই মাথায় দুটি কাঠি পুঁতে সুতলি টানটান করে বাঁধো। সুতলি বরাবর আঙুল দিয়ে অগভীর নালা টানো — আঙুলের এক গিঁট গভীর। এক বিঘত পরপর এভাবে ৬টি সারি করো।

৪. **বুনি:** প্রথম ২ সারিতে মুলা — দুই আঙুল পরপর একটি বীজ। মাঝের ২ সারিতে পালং — এক আঙুল পরপর। শেষ ২ সারিতে ধনিয়া — নালায় পাতলা করে ছিটিয়ে।

৫. **ঢাকি ও চিহ্ন দিই:** নালার দুই পাশের মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে আলতো চাপ দাও। প্রতি সারির মাথায় কাঠিতে ছবি এঁকে লাগাও — কোনটি মুলা, কোনটি পালং, কোনটি ধনিয়া।

৬. **পানি দিই:** ঝাঁঝরি দিয়ে ঝিরঝির করে পানি দাও। শীতে বৃষ্টি হয় না — তাই রোজ সকালে পানি দেওয়া তোমার পাকা দায়িত্ব।

৭. **গজানো দেখি:** মুলা ৩–৫ দিনে, পালং ৫–৮ দিনে, ধনিয়া ৭–১২ দিনে গজায়। কোন সারি আগে সবুজ হলো?

৮. **পাতলা করি ও আগাছা তুলি:** ১০–১২ দিন পর মুলার চারা পাতলা করো — দুই চারার মাঝে তিন আঙুল ফাঁকা। মুলার জায়গা না পেলে সে মোটা হতে পারে না! সারির মাঝের ঘাস তুলে সারির ফাঁকে বিছিয়ে দাও।

শীতের সবজির বেড: মুলা, পালং, ধনিয়া খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- তিন রকম বীজ পাশাপাশি রেখে দেখো: আকার, রং, গন্ধ কেমন আলাদা?
- তিন ফসলের বীজপাতা কি এক রকম? মুলার বীজপাতা দেখতে ছোট্ট হৃদয়ের মতো!
- সারি সোজা হয়েছে, নাকি বাঁকা? পরের বার কী করলে আরও সোজা হবে?
- মুলার গোড়া কবে থেকে মোটা ও সাদা হতে শুরু করল?
- ভোরে পাতায় শিশির জমে কি? রোদ উঠলে কোথায় যায়?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- মোট সারি কয়টি? ২ + ২ + ২ = ?
- এক সারিতে কয়টি মুলার চারা গুনে লেখো। দুই সারিতে মোট কত?
- কোন ফসল কত দিনে গজাল — ছকে লেখো। কোনটি সবচেয়ে আগে, কোনটি সবচেয়ে পরে?
- সারি থেকে সারির দূরত্ব কাঠি দিয়ে মাপো — সব কি এক বিঘত?

নিরাপত্তা

সুতলি বাঁধা কাঠিতে পা বেধে পড়ে যেতে পারো — বোনা শেষ হলে খুলে গুছিয়ে রাখো। ভোরের শিশিরে খালি পায়ে বেশিক্ষণ নয়; হালকা গরম জামা পরো। ধনিয়া ডলার বোতল কাচের হলে বড়রা ধরবেন।

অভিভাবকের জন্য

মুলার দেশি জাত ও স্থানীয় পালং-ধনিয়ার বীজ হাটের বীজ বিক্রেতা বা প্রতিবেশীর কাছে পাবেন। বেডের এক কোণে কয়েকটি লাল শাকও বুনে দিন (২৫ দিনে প্রথম ফসল — অপেক্ষা সহজ হবে)। ফাল্গুনে বীজ রাখার জন্য ৩–৪টি মুলা ও কয়েকটি ধনিয়া গাছ না তুলে রেখে দিতে হবে — এখনই শিশুকে জানিয়ে রাখুন। পৌষ মাসে এই বেডের ফসল তুলে আমরা ধোয়া, আঁটি বাঁধা ও ওজন করা শিখব।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: কোথা থেকে এলো? বাজার ও ব্যবসা · আমদানির ধারণা

তোমাদের রান্নাঘরে কত রকম খাবার! চাল, ডাল, তেল, লবণ, চিনি, পেঁয়াজ, মসলা, খেজুর...। সব কি তোমাদের গ্রামেই হয়? কিছু আসে অন্য জেলা থেকে, আর কিছু আসে জাহাজে চড়ে অনেক দূরের দেশ থেকে! এ মাসে তুমি হবে একজন «খাবার-গোয়েন্দা»।

যা করব

১ রান্নাঘর ও বাজারের ব্যাগ থেকে ১০টি খাবার বেছে একটি পাটিতে সাজাও।

২ প্রতিটি নিয়ে বড়দের জিজ্ঞেস করো: «এটা কোথায় হয়?» তারপর তিন দলে ভাগ করো — **আমাদের বাড়ি/গ্রামের** (শাক, ডিম, চাল), **দেশের অন্য জায়গার** (চা — সিলেট, আম — রাজশাহী, লবণ — কক্সবাজার, ইলিশ — নদী ও সাগর), **বিদেশের** (খেজুর, আপেল, অনেক ডাল, সয়াবিন তেল, গম, চিনি, মসলা)।

৩ প্যাকেটের গায়ে লেখা খোঁজো। বড়রা পড়ে শোনাবেন কোন দেশের নাম লেখা আছে।

৪ একটি মানচিত্র বা গ্লোবে বাংলাদেশ খুঁজে বের করো। তারপর সৌদি আরব (খেজুর), ভারত (পেঁয়াজ, মসলা), অস্ট্রেলিয়া বা কানাডা (ডাল, গম) খুঁজে দেখো — কত দূর!

৫ ভাবো ও আঁকো: খেজুর কীভাবে এলো? গাছ → বাক্স → ট্রাক → জাহাজ → চট্টগ্রাম বন্দর → ট্রাক → হাট → তোমার হাতে।

৬ একটি মাটির ব্যাংক নাও। এ মাস থেকে প্রতি সপ্তাহে কিছু টাকা জমাবে — উপহারের টাকা, বা কাজের পুরস্কার। এটি তোমার «চাষির পুঁজি»।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

কোথা থেকে এলো? ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- বিদেশ থেকে জিনিস কিনে আনাকে বলে **আমদানি**। আমরা কেন আমদানি করি? (দেশে হয় না, বা কম হয়)
- দূর দেশের জিনিসের দাম বেশি কেন? পথে কার কার খরচ হয়?
- যে জিনিস আমরা নিজেরা ফলাতে পারি, তা বিদেশ থেকে আনা ভালো, নাকি নিজে ফলানো?

নিরাপত্তা

দোকানের বা রান্নাঘরের জিনিস না বলে খুলবে না, মুখে দেবে না। মানচিত্র দেখতে ফোন ব্যবহার করলে বড়দের সাথে। টাকা মুখে দেবে না; টাকা ধরার পর হাত ধোবে।

অভিভাবকের জন্য

এটি সিরিজের শেষ বইয়ের (আমদানি-রপ্তানি) প্রথম বীজ। ৬ বছরে লক্ষ্য শুধু তিনটি ধারণা: (১) জিনিস দূর থেকে আসে, (২) আনতে খরচ ও পরিশ্রম লাগে, (৩) যে আনে সে ব্যবসায়ী। কোন পণ্য কোন দেশ থেকে আসে তা বছরভেদে বদলায় — প্যাকেটের গায়ের লেখাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস। সঞ্চয়ের ব্যাংকটি চৈত্রের «ছোট্ট হাট» পর্যন্ত চালু রাখুন; তখন এই টাকাই তার প্রথম পুঁজি হবে।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

কার্তিক — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — সারি টানি, বীজ বুনি

দিন ১	বেডের মাটি ঝুরঝুরে করি; গোবর-ছাই মেশাই	☐
দিন ২	তিন রকম বীজ দেখি, শুঁকি, তুলনা করি; পালং-ধনিয়া ভিজাই	☐
দিন ৩	সুতলি টেনে ৬টি সারি করি; মুলা ও পালং বুনি	☐
দিন ৪	ধনিয়া বুনি; সারির মাথায় ছবি-লেবেল লাগাই	☐
দিন ৫	পানি দিই; ধানের গামলায় শিষ বের হলো কি দেখি	☐

ইসলামি: সূরা আসর শোনা ও বলা (৩ আয়াত)। সালাম দেওয়া ও উত্তর দেওয়া।

ইংরেজি: radish, spinach — «This is a radish seed.»

প্রযুক্তি: দেয়ালের মানচিত্র বা গ্লোবে বাংলাদেশ খোঁজা।

সপ্তাহ ২ — খাবার-গোয়েন্দা

দিন ১	রোজকার পানি; কোন সারি আগে গজাল দেখি	☐
দিন ২	রান্নাঘরের ১০টি খাবার তিন দলে ভাগ করি	☐
দিন ৩	প্যাকেটের গায়ে দেশের নাম খুঁজি; মানচিত্রে মিলাই	☐
দিন ৪	খেজুরের যাত্রাপথ আঁকি: গাছ → জাহাজ → হাট	☐
দিন ৫	হাটে গিয়ে দেখি কোন সবজি নতুন উঠেছে; দাম জানি	☐

ইসলামি: হাঁচি দিলে «আলহামদুলিল্লাহ», শুনলে «ইয়ারহামুকাল্লাহ»। আরবি হরফ: গাইন, ফা, ক্বাফ।

ইংরেজি: market, bag — «I go to the market.»

প্রযুক্তি: বড়দের ফোনের মানচিত্রে নিজের গ্রাম, হাট ও নদী খুঁজে দেখা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

কার্তিক — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — চারার যত্ন ও সঞ্চয়

দিন ১	মুলার চারা পাতলা করি; তোলা চারা গুনি	☐
দিন ২	সারির ফাঁকের আগাছা তুলি; ফাঁকে বিছিয়ে দিই	☐
দিন ৩	মাটির ব্যাংকে প্রথম টাকা জমাই; নোট ও কয়েন চিনি	☐
দিন ৪	শিমের মাচায় ফুল এসেছে কি দেখি; মাছ ও গরুর খোঁজ নিই	☐
দিন ৫	চাষির সরিষা বা আলু বোনা দেখতে যাই	☐

ইসলামি: মুচকি হাসির হাদিস মুখস্থ। সূরা আসর একা বলা।

ইংরেজি: row, bed (বাগানের বেড) — «Two rows of radish.»

প্রযুক্তি: মানচিত্রে সৌদি আরব ও মক্কা-মদিনা খুঁজে দেখা — খেজুর আর কাবার দেশ।

সপ্তাহ ৪ — হলুদ ধানের অপেক্ষা

দিন ১	ধানের গামলা দেখি: শিষ নুয়ে পড়েছে? রং বদলাচ্ছে?	☐
দিন ২	সারের গাদার কাঠি ছুঁয়ে দেখি; গাদা কত বসল মাপি	☐
দিন ৩	কচি ধনিয়া পাতা ছিঁড়ে ঘ্রাণ নিই; রান্নায় দিই	☐
দিন ৪	এক সারির চারা গুনি; দুই সারি যোগ করি	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; বেডের ছবি আঁকি	☐

ইসলামি: নামাজ: রুকুতে «সুবহানা রব্বিয়াল আজিম» ৩ বার বলা শেখা।

ইংরেজি: come, go + ঝালাই। «Come here.» «Go to the garden.»

প্রযুক্তি: বেডের সারির ছবি ওপর থেকে তোলা — মানচিত্রের মতো দেখায়!

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

কার্তিক — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-আসর

৩ আয়াত। সময়ের কসম — মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে; শুধু তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে, ভালো কাজ করে, সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

এ মাসের দোয়া

সালাম ও হাঁচির আদব

দেখা হলে: আসসালামু আলাইকুম — উত্তর: ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

হাঁচি দিলে: আলহামদুলিল্লাহ — শুনে: ইয়ারহামুকাল্লাহ।

অর্থ: আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক — আপনার ওপরও শান্তি। সব প্রশংসা আল্লাহর — আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন।

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসি তোমার জন্য সদকা।»

ভাবার্থ — জামে তিরমিজি: ১৯৫৬

গল্প ও ভাবনা

সূরা আসরে আল্লাহ সময়ের কসম খেয়েছেন। সময় খুব দামি — চাষি এ কথা সবচেয়ে ভালো জানেন। কার্তিকে যে বীজ বোনার কথা, তা পৌষে বুনলে আর ভালো ফলে না। সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। যে সময় নষ্ট করে, সে ক্ষতিতে পড়ে। আর সূরাটি শেখায় ধৈর্য: বীজ বুনেই ফসল পাওয়া যায় না, রোজ পানি দিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। এ মাসে তুমি হাটে যাবে, দোকানির সাথে কথা বলবে। নবীজি ﷺ শিখিয়েছেন — ছোট-বড় সবাইকে আগে সালাম দাও, আর হাসিমুখে কথা বলো। হাসিমুখ সদকা! একজন ভালো ব্যবসায়ীর প্রথম পুঁজি টাকা নয় — তার সালাম আর হাসি।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- ঘরে ঢুকে, হাটে গিয়ে, চাষির সাথে দেখা হলে আগে সালাম দিই।
- হাসিমুখে, নরম গলায় কথা বলি; «দয়া করে» ও «জাযাকাল্লাহ» বলি।
- আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখি না — সময়ের কাজ সময়ে।
- নামাজ: রুকুর তাসবিহ শিখি; বড়দের সাথে মসজিদে/জায়নামাজে যাই।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

radish মুলা	**spinach** পালং শাক	**row** সারি	**bed** বেড
market বাজার / হাট	**bag** ব্যাগ / থলে	**come** আসা	**go** যাওয়া

I go to the market.	আমি বাজারে যাই।
Two rows of radish.	দুই সারি মুলা।
Where is it from?	এটি কোথা থেকে এসেছে?

খেলা

Where is it from? পাটিতে সাজানো খাবার দেখিয়ে অভিভাবক জিজ্ঞেস করবেন «Where is it from?» — শিশু বলবে «From my garden / From Bangladesh / From Saudi Arabia.»। «Come» ও «Go» দিয়ে নির্দেশ-খেলা: «Go to the bed. Come back!»

প্রযুক্তি: মানচিত্র দেখা — আমি কোথায়, জিনিস কোথা থেকে

৫%

১ কাগজের মানচিত্র বা গ্লোবে বাংলাদেশ খুঁজে আঙুল রাখো। নীল অংশ পানি (সাগর), বাকিটা স্থল।

২ বড়দের ফোনের মানচিত্রে নিজের বাড়ি খোঁজো। দুই আঙুলে ছোট-বড় করে দেখো — গ্রাম, তারপর জেলা, তারপর পুরো দেশ, তারপর পৃথিবী!

৩ খেজুরের দেশ সৌদি আরব খুঁজে দেখো। বাংলাদেশ থেকে আঙুল টেনে পথ দেখাও — জাহাজ সাগর দিয়ে কোন পথে আসে?

নিয়ম

মানচিত্র দেখা ১০ মিনিট, বড়দের সাথে। মানচিত্রে নিজের বাড়ির ঠিকানা অচেনা কাউকে কখনো বলবে না বা পাঠাবে না।

কার্তিক — আমার খাতা

আমার তিন ফসলের খাতা

ফসল	বোনার তারিখ	কত দিনে গজাল	এক সারিতে কয়টি চারা	প্রথম তোলার তারিখ

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] সুতলি টেনে সোজা সারি করতে
- [ ] মুলা, পালং, ধনিয়ার বীজ ও চারা আলাদা চিনতে
- [ ] চারা পাতলা করতে ও আগাছা তুলতে
- [ ] ৩টি দেশি ও ৩টি বিদেশি খাবারের নাম বলতে
- [ ] মানচিত্রে বাংলাদেশ দেখাতে

অভিভাবকের মন্তব্য

খেজুর বা আপেল কীভাবে দূর দেশ থেকে তোমার হাতে এলো — জাহাজসহ আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৮ · হেমন্তকাল

অগ্রহায়ণ

সোনার ধান ঘরে তুলি

মধ্য নভেম্বর – মধ্য ডিসেম্বর
আমন কাটা · নবান্ন

অগ্রহায়ণ মাস — চাষির সবচেয়ে আনন্দের মাস! মাঠের পর মাঠ সোনালি ধানে ভরা। বাতাসে পাকা ধানের মিষ্টি ঘ্রাণ। ভোর থেকে চাষিরা কাস্তে হাতে ধান কাটেন, আঁটি বেঁধে মাথায় করে বাড়ি আনেন। উঠানে ধান মাড়াই হয়, কুলায় ঝাড়া হয়, রোদে শুকানো হয়।

নতুন ধানের চাল দিয়ে হয় পায়েস, পিঠা, ক্ষীর। প্রতিবেশী-আত্মীয়দের খাওয়ানো হয়। এই উৎসবের নাম **নবান্ন** — মানে নতুন অন্ন। শ্রাবণ মাসে তুমি গামলায় যে ধান রুয়েছিলে, মনে আছে? চার মাস ধরে তার যত্ন করেছ। এবার সেই ধান কাটার পালা। আজ তোমার ঈদের মতো খুশির দিন!

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- আমন ধান কাটা, মাড়াই, শুকানো, গোলায় তোলা
- খড় শুকিয়ে গাদা দেওয়া — গরুর সারা বছরের খাবার
- সরিষা, মসুর, খেসারি, গম, আলু, পেঁয়াজ, রসুন বোনা
- শীতের সবজি বাড়ছে; প্রথম মুলা-পালং উঠছে
- বিলের পানি কমে মাছ ধরার ধুম

এ মাসে আমি শিখব

- পাকা ধান চিনব; ধান কাটা থেকে চাল — সব ধাপ দেখব
- নিজের গামলার ধান তুলব ও দানা গুনব
- বীজের জন্য সেরা ধান আলাদা করব
- পাল্লায় মেপে দিতে-নিতে শিখব
- ৮০ পর্যন্ত গুনব; ১০টি করে দল বানাব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **ধান কাটা, মাড়াই ও নবান্ন**
- **ধান থেকে চাল — মাপি ও বেচি**

প্রজেক্ট: ধান কাটা, মাড়াই ও নবান্ন ফসল

কেন করব?

বীজ বোনা যেমন চাষির কাজ, ফসল ঘরে তোলাও তেমনি বড় কাজ। ঠিক সময়ে না কাটলে ধান ঝরে যায়, পাখি-ইঁদুর খায়। ভালো করে না শুকালে ধান পচে যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা — **সব ধান খেয়ে ফেলা যাবে না!** সেরা ধানটুকু রেখে দিতে হবে বীজের জন্য। তবেই পরের বছর আবার ধান হবে। দেশি ধানের এটাই শক্তি।

যা যা লাগবে

- তোমার ধানের গামলা (পাকা ধান)
- কাস্তে বা কাঁচি — বড়দের জন্য
- পরিষ্কার চট বা পাটি
- একটি পিঁড়ি বা তক্তা
- কুলা
- বাটি ও ছোট কৌটা
- বীজ রাখার শুকনো কাচের বয়াম
- পাল্লা

ধাপে ধাপে কাজ

১. **পেকেছে কি না পরীক্ষা:** শিষের দিকে তাকাও। ১০টি দানার মধ্যে ৮টি সোনালি-হলুদ হলে ধান পেকেছে। একটি দানা দাঁতে কাটো — শক্ত, «কট» করে ভাঙলে পাকা; নরম দুধ বের হলে আরও অপেক্ষা।

২. **গোনার জন্য একটি শিষ:** কাটার আগে সবচেয়ে সুন্দর একটি শিষ বেছে আলাদা করো। এর দানা তুমি গুনবে।

৩. **ধান কাটি:** «বিসমিল্লাহ» বলো। বড়রা কাস্তে দিয়ে গোড়া থেকে এক বিঘত ওপরে কাটবেন। তুমি দুই হাতে গোছাগুলো ধরে চটের ওপর সাজিয়ে রাখো। সব শিষ এক দিকে।

৪. **আঁটি বাঁধি:** কয়েকটি গোছা একসাথে করে একটি খড় দিয়ে পেঁচিয়ে আঁটি বাঁধো। কয়টি আঁটি হলো?

৫. **মাড়াই করি:** চটের ওপর পিঁড়ি রাখো। আঁটি দুই হাতে ধরে শিষের দিকটা পিঁড়িতে বাড়ি দাও — ঝরঝর করে ধান পড়বে! যা লেগে থাকে হাত দিয়ে ছাড়াও।

৬. **ঝাড়ি ও শুকাই:** বড়রা কুলায় ধান ঝাড়বেন — চিটা (ফাঁপা ধান) উড়ে যাবে, পুষ্ট ধান থাকবে। তুমিও একবার চেষ্টা করো। তারপর ধান চটে পাতলা করে বিছিয়ে ২–৩ দিন রোদে শুকাও। পাখি তাড়ানো তোমার দায়িত্ব!

৭. **বীজ রাখি:** শুকনো ধান দাঁতে কেটে দেখো — «কট» শব্দ হলে শুকিয়েছে। সবচেয়ে পুষ্ট, দাগহীন দুই মুঠো ধান বেছে শুকনো বয়ামে ভরো, কয়েকটি শুকনো নিমপাতা দাও, মুখ শক্ত করে আটকাও। গায়ে ধানের নাম ও তারিখ লেখো।

৮. **নবান্ন করি:** বাকি ধান ঢেঁকিতে বা হাতে ভেনে চাল বের করো (বা বাড়ির নতুন চালের সাথে মেশাও)। সেই চাল দিয়ে মা পায়েস রাঁধবেন। প্রথম বাটি প্রতিবেশীকে দিয়ে এসো।

ধান কাটা, মাড়াই ও নবান্ন খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- পাকা ধান গাছের পাতা ও কাণ্ডের রং কেমন — সবুজ, নাকি খড়ের মতো?
- শিষ কি সোজা দাঁড়িয়ে আছে, নাকি ভারে নুয়ে পড়েছে? কেন নুয়ে পড়ে?
- চিটা ধান আর পুষ্ট ধান আঙুলে টিপে দেখো — তফাত কী?
- ধানের খোসা (তুষ) ছাড়ালে ভেতরে কী? চালের গায়ে লালচে আবরণটা কী?
- মাঠে ধান কাটার পর জমিতে কী পড়ে থাকে? (নাড়া) কারা সেখানে খেতে আসে?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- বাছাই করা একটি শিষের সব দানা ছাড়িয়ে ১০টি করে ঢিবি বানাও। কয়টি ঢিবি? (দেশি ধানের এক শিষে ৮০–১৫০ দানা হতে পারে!)
- ভাবো: একটি ধান থেকে একটি গাছ, একটি গাছে অনেক কুশি, প্রতি কুশিতে একটি শিষ, প্রতি শিষে এত দানা। একটি বীজ থেকে কত হলো!
- তোমার সব ধান বাটি দিয়ে মাপো — কয় বাটি? পাল্লায় কত?
- বীজের জন্য কয় মুঠো রাখলে, খাওয়ার জন্য কয় মুঠো?

নিরাপত্তা

কাস্তে ও কাঁচি শুধু বড়দের হাতে — যখন কাটা চলে, তুমি দুই হাত দূরে থাকবে। ধানের শুঙ ও খড়ের ধুলায় গা চুলকায়, চোখে গেলে ডলবে না, পানি দিয়ে ধোবে; ফুলহাতা জামা পরো। মাড়াইকলের (মেশিনের) কাছে যাবে না। কাজ শেষে গোসল করো।

অভিভাবকের জন্য

গামলার ধান পরিমাণে সামান্যই হবে (কয়েক মুঠো) — তাতেই শিক্ষা সম্পূর্ণ। যদি পাখি-ইঁদুরে বা অন্য কারণে গামলার ধান না হয়ে থাকে, চাষির কাছ থেকে ৩–৪টি পাকা গোছা চেয়ে এনে পুরো প্রজেক্ট করুন। শিশুকে অন্তত একদিন মাঠের ধান কাটা ও উঠানের মাড়াই দেখাতে নিয়ে যান; চাষির পরিবারের সাথে নবান্নে যোগ দিন। সংরক্ষিত বীজ-ধান আগামী বছরের বইয়ে (বই ২) বীজতলা তৈরিতে ব্যবহৃত হবে — যত্ন করে রাখুন।

প্রজেক্ট: ধান থেকে চাল — মাপি ও বেচি বাজার ও ব্যবসা

চাষি ধান ফলান। কিন্তু আমরা তো ধান খাই না — খাই চাল, ভাত, মুড়ি, চিঁড়া, খই, পিঠা। ধান থেকে এত কিছু হয়! আর এই পথের প্রতিটি ধাপে কেউ না কেউ কাজ করেন ও আয় করেন। এ মাসে তুমি ধানের পুরো পথটা দেখবে, আর মেপে বেচা-কেনা খেলবে।

যা করব

১ একটি ধান নখ দিয়ে খুঁটে খোসা ছাড়াও। খোসা = **তুষ**, ভেতরে = **চাল**। চালের গায়ের লালচে গুঁড়া = **কুঁড়া** (যা হাঁস-মুরগি-গরু খায়)। কিছুই ফেলনা নয়!

২ বড়দের সাথে ধান ভানা দেখতে যাও — ঢেঁকিতে বা চালের কলে। এক বস্তা ধান ঢুকল; চাল, তুষ, কুঁড়া আলাদা হয়ে বের হলো।

৩ মেপে দেখো: তিন বাটি ধান ভানলে প্রায় দুই বাটি চাল হয়। বাকি এক বাটি গেল কোথায়?

৪ রান্নাঘরে খুঁজে বের করো ধান থেকে তৈরি খাবার: চাল, মুড়ি, চিঁড়া, খই, চালের গুঁড়া। একটি থালায় সাজিয়ে নাম বলো।

৫ **দোকান-দোকান খেলা:** তুমি চালের দোকানি। পাল্লা, চাল আর কাগজের ঠোঙা নিয়ে বসো। পরিবারের সবাই ক্রেতা। কেউ চাইবে «আধা কেজি», কেউ «এক পোয়া»। মেপে ঠোঙায় ভরে দাও। পাল্লার কাঁটা ঠিক জায়গায় না আসা পর্যন্ত চাল বাড়াও-কমাও।

৬ ক্রেতা খেলনা টাকা বা আসল খুচরা টাকা দেবে। গুনে নাও, «জাযাকাল্লাহ» বলো। দিন শেষে কত টাকা হলো গোনো।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

⚖ ধান থেকে চাল — মাপি ও বেচি ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- মাপার সময় একটু কম দিলে ক্রেতা হয়তো টের পাবে না। কিন্তু কে দেখছেন?
- চাষি ধান বেচেন, কলওয়ালা চাল বানান, দোকানি চাল বেচেন — কার কাজ ছাড়া আমাদের ভাত হতো না?
- ধানের দাম কম, চালের দাম বেশি, মুড়ি-চিঁড়ার দাম আরও বেশি — কেন?

⚠ নিরাপত্তা

চালের কলের মেশিন, ফিতা (বেল্ট) ও ঢেঁকির পাড়ের কাছে যাবে না — দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে। কলের ধুলা ও শব্দ থেকে নাক-কান ঢাকো। কাঁচা চাল বা ধান চিবিয়ে খাবে না।

অভিভাবকের জন্য

«ধান → চাল → মুড়ি» — কাঁচা পণ্যকে প্রক্রিয়াজাত করলে দাম বাড়ে; এটিই «মূল্য সংযোজন», যা বই ৮-এর মূল বিষয়। এখন শুধু চোখে দেখিয়ে রাখুন। দোকান খেলায় ওজনের একক স্থানীয় প্রচলন অনুযায়ী বলুন (কেজি, আধা কেজি, পোয়া ≈ ২৫০ গ্রাম)। শিশুকে ইচ্ছে করে একবার «একটু কম দাও তো, কেউ দেখবে না» বলে পরীক্ষা করুন — তার উত্তরই এ মাসের আসল ফল।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

অগ্রহায়ণ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — ধান পাকল কি?

দিন ১	গামলার ধান পরীক্ষা করি: রং, নোয়ানো শিষ, দাঁতে কাটা	☐
দিন ২	মাঠে ধান কাটা দেখতে যাই; আঁটি গুনি	☐
দিন ৩	সবচেয়ে সুন্দর শিষটি বেছে রাখি; শীতের বেডে পানি দিই	☐
দিন ৪	গামলার ধান কাটি (বড়রা), সাজাই, আঁটি বাঁধি	☐
দিন ৫	পিঁড়িতে বাড়ি দিয়ে মাড়াই করি	☐

ইসলামি: সূরা নাসর শোনা ও প্রথম আয়াত। খাওয়ার পরের পূর্ণ দোয়া।

ইংরেজি: harvest, grain — «We harvest the rice.»

প্রযুক্তি: ক্যালকুলেটর চেনা: সংখ্যার বোতাম ০–৯ খুঁজে চাপা।

সপ্তাহ ২ — শুকাই, গুনি, বীজ রাখি

দিন ১	কুলায় ধান ঝাড়া দেখি ও চেষ্টা করি; চিটা চিনি	☐
দিন ২	ধান রোদে দিই; পাখি তাড়াই; পা দিয়ে নেড়ে দিই	☐
দিন ৩	এক শিষের দানা ১০টি করে ঢিবি বানিয়ে গুনি	☐
দিন ৪	সেরা ধান বেছে বীজের বয়ামে ভরি; নাম-তারিখ লিখি	☐
দিন ৫	মুলার চারা পাতলা করি; প্রথম পালং তুলি	☐

ইসলামি: সূরা নাসর ২য়–৩য় আয়াত। সূরা বাকারার «একটি দানা থেকে সাতটি শিষ» আয়াতের গল্প। আরবি হরফ: কাফ, লাম, মিম।

ইংরেজি: straw, dry — «The straw is dry.»

প্রযুক্তি: ক্যালকুলেটরে ১০ + ১০ + ১০… চেপে দেখা; নিজের গোনার সাথে মেলানো।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

অগ্রহায়ণ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — ধান থেকে চাল

দিন ১	ধানের খোসা ছাড়িয়ে তুষ, চাল, কুঁড়া চিনি	☐
দিন ২	ঢেঁকি বা চালের কলে ধান ভানা দেখতে যাই	☐
দিন ৩	তিন বাটি ধান → কয় বাটি চাল, মেপে দেখি	☐
দিন ৪	ধান থেকে তৈরি ৫টি খাবার থালায় সাজাই	☐
দিন ৫	নবান্ন: নতুন চালের পায়েস রান্নায় সাহায্য করি; প্রতিবেশীকে দিই	☐

ইসলামি: নিজ হাতের উপার্জনের হাদিস মুখস্থ। «ফসল তোলার দিন তার হক দাও» (সূরা আনআম: ১৪১)।

ইংরেজি: basket, cut — «Put it in the basket.»

প্রযুক্তি: দোকান খেলার টাকা ক্যালকুলেটরে যোগ করা (বড়দের সাথে)।

সপ্তাহ ৪ — মাপি ও বেচি

দিন ১	দোকান-দোকান খেলি: চাল মেপে ঠোঙায় দিই	☐
দিন ২	টাকা গুনি; ১০ টাকার নোট ও কয়েন চিনি	☐
দিন ৩	খড়ের গাদা দেওয়া দেখি; গরুকে নতুন খড় দিই	☐
দিন ৪	চাষির সরিষা বা রসুন বোনা দেখি; শিমে ফুল/কচি শিম গুনি	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; ধান কাটার ছবি আঁকি	☐

ইসলামি: সূরা নাসর একা বলা। নামাজ: সিজদায় «সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা» ৩ বার।

ইংরেজি: full, thank you + ঝালাই। «The basket is full.»

প্রযুক্তি: ধান কাটা থেকে পায়েস — ধাপে ধাপে ছবি তুলে একটি «ধানের গল্প» অ্যালবাম।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

অগ্রহায়ণ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আন-নাসর

৩ আয়াত। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এলে তাঁর প্রশংসা করতে ও ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। সাফল্য পেলে অহংকার নয় — শোকর।

এ মাসের দোয়া

খাওয়ার পরের দোয়া

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মুসলিমিন

অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলিম বানালেন। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«নিজ হাতে উপার্জন করা খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি: ২০৭২

গল্প ও ভাবনা

তুমি একটি শিষের দানা গুনেছ। আল্লাহ কুরআনে এই ধানের শিষ দিয়েই একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন: যারা আল্লাহর পথে দান করে, তাদের দান যেন একটি বীজ — তা থেকে সাতটি শিষ হয়, প্রতি শিষে একশ দানা (সূরা বাকারা: ২৬১)। একটি দিলে সাতশ! তাই ফসল ঘরে তোলার দিনে চাষি শুধু নিজের গোলা ভরেন না। আল্লাহ বলেছেন: «ফসল তোলার দিন তার হক আদায় করো, আর অপচয় কোরো না» (সূরা আনআম: ১৪১)। গরিব প্রতিবেশী, মিসকিন, যারা ধান কাটায় সাহায্য করেছে — সবার ভাগ আছে এই ফসলে। আর আজ তুমি যে পায়েস খাবে, তা তোমার নিজের হাতে ফলানো ধানের। নবীজি ﷺ বলেছেন, এর চেয়ে ভালো খাবার আর নেই।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- ফসল তুলে আগে বলি «আলহামদুলিল্লাহ» — এ আল্লাহর দান, আমার বাহাদুরি নয়।
- নতুন ফসলের প্রথম ভাগ প্রতিবেশী ও অভাবীকে দিই।
- একটি দানাও নষ্ট করি না — উঠানে পড়া ধান খুঁটে তুলি, বা মুরগিকে দিই।
- নামাজ: সিজদার তাসবিহ শিখি; দিনে অন্তত দুই ওয়াক্ত বড়দের সাথে পড়ি।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

harvest ফসল তোলা	**grain** দানা / শস্য	**straw** খড়	**basket** ঝুড়ি
cut কাটা	**dry** শুকনো / শুকানো	**full** ভরা	**thank you** ধন্যবাদ

We harvest the rice.	আমরা ধান কাটি।
The basket is full.	ঝুড়িটি ভরা।
Thank you, farmer!	ধন্যবাদ, চাষি ভাই!

খেলা

Full or empty? দুটি ঝুড়ি বা বাটি নিন — একটি ভরা, একটি খালি। «Which basket is full?» শিশু দেখিয়ে বলবে। তারপর নির্দেশ: «Put the grain in the basket.», «Give me the straw.»। দোকান খেলায় বিক্রি শেষে ক্রেতা বলবে «Thank you!», দোকানি বলবে «Welcome!»

প্রযুক্তি: হিসাবের যন্ত্র — ক্যালকুলেটর ৫%

১. ক্যালকুলেটরে (বা ফোনের ক্যালকুলেটরে) ০ থেকে ৯ সংখ্যার বোতাম খুঁজে একটি একটি করে চাপো; পর্দায় কী আসে দেখো।

২. ১০টি দানার ৮টি ঢিবি গুনেছ? চাপো: ১০ + ১০ + ১০... আটবার, তারপর «=»। তোমার গোনার সাথে মিলল?

৩. দোকান খেলার টাকা বড়দের সাথে যোগ করো। «C» চাপলে সব মুছে নতুন হিসাব।

নিয়ম

আগে নিজে গুনবে, পরে যন্ত্রে মিলাবে — যন্ত্র তোমার সহকারী, তোমার মাথার বদলি নয়। হিসাব শেষে যন্ত্র জায়গায় রাখবে।

অগ্রহায়ণ — আমার খাতা

আমার ধানের হিসাব

কী মাপলাম / গুনলাম	কত হলো

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] পাকা ধান চিনতে (রং, দাঁতে কাটা)
- [ ] মাড়াই করে ধান ছাড়াতে
- [ ] ১০টি করে ঢিবি বানিয়ে ৮০ পর্যন্ত গুনতে
- [ ] বীজের জন্য সেরা ধান বেছে বয়ামে রাখতে
- [ ] পাল্লায় মেপে ঠিক ওজন দিতে

অভিভাবকের মন্তব্য

নুয়ে পড়া পাকা ধানের শিষ আর নবান্নের পায়েসের বাটি আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ৯ · শীতকাল

পৌষ

তুলি, ধুই, আঁটি বাঁধি

মধ্য ডিসেম্বর – মধ্য জানুয়ারি
রবি · সবজির ভরা মৌসুম

পৌষ মাসে জাঁকিয়ে শীত পড়ে। সকালে ঘন কুয়াশায় কিছুই দেখা যায় না। সবাই রোদ পোহায়, খড়ের আগুনের পাশে বসে হাত সেঁকে। খেজুর গাছে হাঁড়ি ঝোলে, রস জ্বাল দিয়ে হয় গুড় আর পাটালি। ঘরে ঘরে ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, পুলি পিঠা। মাঠ জুড়ে হলুদ সরিষা ফুল — যেন কেউ হলুদ চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।

কার্তিক মাসে তুমি যে মুলা, পালং আর ধনিয়া বুনেছিলে, সেগুলো এখন তোলার মতো বড় হয়েছে। কিন্তু শুধু তুললেই হয় না। সবজি সুন্দর করে তুলতে, ধুতে, বাছতে আর আঁটি বাঁধতে জানতে হয় — তবেই হাটে ভালো দাম মেলে। আর এই শীতে মা-মুরগি ডিমে তা দিয়ে ছানা ফোটাবে!

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- শীতের সবজির ভরা মৌসুম: মুলা, কপি, শিম, লাউ, টমেটো, বেগুন
- মাঠে মাঠে সরিষা ফুল; মৌমাছি মধু জোগাড় করে
- বোরো ধানের বীজতলা তৈরি
- খেজুরের রস, গুড়, পাটালি
- আলু, পেঁয়াজ, রসুন, গম, ডালের খেত বাড়ছে

এ মাসে আমি শিখব

- ফসল নষ্ট না করে তুলতে শিখব
- ধুয়ে, বেছে, সমান আঁটি বাঁধব
- পাল্লায় মেপে ওজন লিখব
- মুরগির ডিম ও ছানার যত্ন জানব
- ৯০ পর্যন্ত গুনব; ৫টি করে দল বানাব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **সবজি তোলা, ধোয়া, আঁটি বাঁধা**
- **মুরগির ডিম ও ছানা**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: সবজি তোলা, ধোয়া, আঁটি বাঁধা ফসল

কেন করব?

ভাবো তো — হাটে দুজন চাষি মুলা নিয়ে বসেছেন। একজনের মুলা কাদা-মাখা, পাতা ছেঁড়া, এলোমেলো স্তূপ। আরেকজনের মুলা ধবধবে সাদা, সবুজ পাতাসহ সমান সমান আঁটি বাঁধা। তুমি কার কাছ থেকে কিনবে? ফসল একই, কিন্তু যত্নের কারণে দাম আলাদা! ফসল তোলার পরের এই যত্নই চাষিকে উদ্যোক্তা বানায়।

যা যা লাগবে

- তোমার বেডের মুলা, পালং, ধনিয়া
- ছোট খুরপি
- ২টি ঝুড়ি বা ডালা
- বড় গামলায় পরিষ্কার পানি
- কলাগাছের শুকনো ছাল বা পাটের সুতলি (বাঁধার জন্য)
- পরিষ্কার চট বা কলাপাতা
- পাল্লা

ধাপে ধাপে কাজ

১ **কখন তুলব:** সকালে শিশির শুকানোর পর, অথবা বিকেলে। মুলার গোড়া মাটির ওপরে উঁকি দিচ্ছে আর তোমার দুই আঙুলের মতো মোটা — তাহলে তৈরি। পালং পাতা এক বিঘত লম্বা হলে তৈরি।

২ **মুলা তুলি:** তোলার আগে বেডে হালকা পানি দিয়ে মাটি নরম করো। মুলার পাতার গোড়া মুঠো করে ধরে সোজা ওপরে টানো — বাঁকা টানলে ভেঙে যাবে। শক্ত লাগলে খুরপি দিয়ে পাশের মাটি আলগা করো।

৩ **বেছে তুলি:** সব একসাথে নয়! আজ শুধু বড়গুলো তোলো, ছোটগুলো আরও বাড়ুক। আর সবচেয়ে সুন্দর ৩–৪টি মুলা কাঠি দিয়ে চিহ্ন দিয়ে রেখে দাও — এগুলো থেকে বীজ হবে।

৪ **পালং ও ধনিয়া:** পালং শাক গোড়াসহ তুলতে পারো, অথবা শুধু বাইরের বড় পাতা ছিঁড়ে নাও — তাহলে গাছ আবার পাতা দেবে। ধনিয়া মুঠো করে গোড়াসহ তোলো।

৫ **ছায়ায় আনি:** তোলা সবজি রোদে ফেলে রাখবে না — নেতিয়ে যায়। ঝুড়িতে আলতো করে সাজিয়ে ছায়ায় নিয়ে এসো। ছুড়ে ফেললে থেঁতলে যায়।

৬ **ধুই:** গামলার পানিতে মুলা ডুবিয়ে হাত দিয়ে ঘষে মাটি ছাড়াও। ময়লা পানি বদলে আরেকবার ধোও। হলুদ ও পোকা-খাওয়া পাতা ছিঁড়ে ফেলো (মুরগি বা গাদার জন্য)।

৭ **বাছি ও আঁটি বাঁধি:** বড় মুলা এক দিকে, ছোট এক দিকে। ৫টি সমান মুলা একসাথে করে পাতার গোড়ায় কলার ছাল দিয়ে বাঁধো — এক আঁটি! পালং ও ধনিয়া এক মুঠো করে আঁটি।

৮ **মাপি ও ভাগ করি:** এক আঁটি পাল্লায় মাপো। তারপর তিন ভাগ করো: এক ভাগ বাড়ির রান্নায়, এক ভাগ প্রতিবেশী-আত্মীয়কে উপহার, এক ভাগ বিক্রি (দাদু, নানু বা চাচার কাছে!)। বিক্রির টাকা মাটির ব্যাংকে।

সবজি তোলা, ধোয়া, আঁটি বাঁধা খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- মাটির নিচে মুলা কত লম্বা ছিল? ওপর থেকে কি বোঝা গিয়েছিল?
- মুলার গায়ে সরু সরু শিকড় কোথায়? মুলা নিজেই কি একটি শিকড়?
- ধোয়ার আগে ও পরে মুলা দেখতে কেমন? কোনটি কিনতে ইচ্ছে করে?
- রোদে রাখা পালং আর ছায়ায় রাখা পালং — এক ঘণ্টা পর কোনটি সতেজ?
- শিমের মাচায় এখন কী অবস্থা — ফুল, কচি শিম, নাকি তোলার মতো শিম?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- মোট কয়টি মুলা তুললে? ৫টি করে আঁটি বাঁধলে কয় আঁটি হলো? কয়টি বাড়তি থাকল?
- সবচেয়ে বড় মুলাটি কত বিঘত? সবচেয়ে ছোটটি?
- এক আঁটি মুলার ওজন কত? এক আঁটি পালং-এর?
- বিক্রি করে কত টাকা পেলে? ব্যাংকে এখন আনুমানিক কত জমল?

নিরাপত্তা

শীতের সকালে ঠান্ডা পানিতে বেশিক্ষণ হাত ডুবিয়ে রাখবে না — কাজ শেষে হাত মুছে গরম করো; গরম জামা ও মোজা পরো। কাঁচা সবজি ধুয়ে তারপর খাবে। **কাঁচা খেজুরের রস খাবে না** — বাদুড়ের মুখ দেওয়া রসে নিপাহ নামের মারাত্মক রোগের জীবাণু থাকতে পারে; ভালো করে জ্বাল দেওয়া রস ও গুড় নিরাপদ।

অভিভাবকের জন্য

তোলা-পরবর্তী পরিচর্যা (বাছাই, পরিষ্কার, আঁটি, ছায়ায় রাখা) বাংলাদেশের কৃষিতে সবচেয়ে অবহেলিত ধাপ এবং রপ্তানির প্রথম শর্ত — তাই ছোট বয়সেই অভ্যাস করানো হচ্ছে। «বিক্রি» এ বছর পরিবারের ভেতরেই থাকুক; বাজারদরের কাছাকাছি একটি ন্যায্য দাম শিশুকেই ঠিক করতে দিন। মাচার শিমও এ মাস থেকে তোলা শুরু হবে: কচি শিম খাওয়ার জন্য, কিন্তু প্রতি গাছের নিচের দিকের ৮–১০টি শুঁটি বীজের জন্য পাকতে দিন।

আজ গাছটি কেমন দেখলে? এঁকে রাখো। (তারিখ: .....)

প্রজেক্ট: মুরগির ডিম ও ছানা পশুপাখি

বৈশাখে তুমি মুরগিকে চিনেছিলে। এখন দেখবে এক আশ্চর্য ঘটনা — শক্ত খোসার ডিমের ভেতর থেকে কীভাবে তুলতুলে জ্যান্ত ছানা বের হয়! মা-মুরগি ২১ দিন ডিমের ওপর বসে থেকে নিজের গায়ের গরম দেয়। একে বলে **তা দেওয়া**।

যা করব

১ কোনো মুরগি ডিম পাড়া বন্ধ করে খোপে বসে থাকতে চাইলে আর কাছে গেলে পালক ফুলিয়ে «কঁক কঁক» করলে বুঝবে — সে «কুঁচে» হয়েছে, তা দিতে চায়।

২ বড়দের সাথে তা-ঘর বানাও: একটি ঝুড়ি বা ডালায় নিচে এক মুঠো ছাই, তার ওপর নরম খড় বিছাও। ঘরের শান্ত, আধো-অন্ধকার কোণে রাখো।

৩ বড়রা ১০–১২টি তাজা ডিম বেছে বসাবেন। তুমি ডিমগুলো গুনে দাও। ক্যালেন্ডারে আজকের তারিখে দাগ দাও, আর ২১ দিন গুনে শেষ দিনে একটি ছানার ছবি আঁকো।

৪ মা-মুরগি দিনে একবার অল্প সময়ের জন্য নামে — খায়, পানি খায়, গা ঝাড়ে। তার কাছেই খাবার ও পানির পাত্র রাখো, রোজ ভরে দাও। ডিমে হাত দেবে না।

৫ রোজ ক্যালেন্ডারে একটি দিন কাটো। ১৯–২০ দিনে কান পেতে শোনো — ডিমের ভেতর থেকে «চিঁ চিঁ» ডাক! ২১ দিনে ছানা ঠোঁট দিয়ে খোসা ভেঙে বের হবে। সাহায্য করতে যেয়ো না — সে নিজেই পারবে।

৬ ছানা ফুটলে প্রথম দিন কিছু খায় না। পরদিন থেকে মিহি খুদ বা ভাঙা চাল আর খুব অগভীর পাত্রে পানি দাও (গভীর হলে ডুবে যায়)। রাতে ও শীতে মায়ের সাথে ঝাঁপির নিচে ঢেকে রাখো।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

মুরগির ডিম ও ছানা ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- সব ডিম থেকে কি ছানা হয়? কয়টি বসানো হয়েছিল, কয়টি ফুটল?
- ছানাকে কে শেখাল খোসা ভাঙতে, আর মাকে কে শেখাল ২১ দিন বসে থাকতে?
- চিল, কাক, বেজি, বিড়াল এলে মা-মুরগি কী করে? তুমি কী করতে পারো?

নিরাপত্তা

তা-দেওয়া মুরগি ও ছানাওয়ালা মা খুব রাগী — ঠোকর দেয়; কাছে গেলে বড়দের সাথে, ধীরে। ছানা মুঠোয় চেপে ধরবে না — হাড় খুব নরম; দুই হাতের তালুতে আলতো করে বসাও, তাও মাত্র এক মিনিট। ছানা ও ডিম ধরার পর সাবান দিয়ে হাত ধোবে; ছানাকে চুমু খাবে না।

অভিভাবকের জন্য

শীতকাল দেশি মুরগির ছানা তোলার প্রচলিত সময় (রোগ তুলনামূলক কম)। মা-মুরগির নিচে তা দেওয়াই দেশি পদ্ধতি — ইনকিউবেটর নয়। ৭–১০ দিনের মাথায় রাতে টর্চের আলোয় ডিম পরীক্ষা (ক্যান্ডলিং) করে শিশুকে দেখাতে পারেন: ভেতরে লাল শিরা থাকলে ছানা হচ্ছে। সব ডিম না ফুটলে বা কোনো ছানা মারা গেলে সেটি নিয়েও খোলামেলা কথা বলুন। কুঁচে মুরগি না পেলে প্রতিবেশীর বাড়িতে ছানা ফোটা দেখার ব্যবস্থা করুন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

পৌষ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — প্রথম ফসল তোলা

দিন ১	বেড ঘুরে দেখি: কোন মুলা তোলার মতো হয়েছে	☐
দিন ২	বড় মুলা বেছে তুলি; বীজের মুলায় কাঠির চিহ্ন দিই	☐
দিন ৩	ধুই, বাছি, ৫টি করে আঁটি বাঁধি	☐
দিন ৪	পাল্লায় মাপি; তিন ভাগ করি — খাওয়া, উপহার, বিক্রি	☐
দিন ৫	কুঁচে মুরগি খুঁজি; তা-ঘর বানাই, ডিম গুনে বসাই	☐

ইসলামি: সূরা লাহাব শোনা ও প্রথম ২ আয়াত। «রব্বি যিদনি ইলমা» দোয়া।

ইংরেজি: hen, egg — «The hen sits on the eggs.»

প্রযুক্তি: ভিডিও কল কী — বড়দের সাথে দূরের আত্মীয়কে কল করা দেখা।

সপ্তাহ ২ — শাক ও শিম

দিন ১	পালং ও ধনিয়া তুলে আঁটি বাঁধি	☐
দিন ২	মাচার কচি শিম তুলি; গুনি; বীজের শুঁটি রেখে দিই	☐
দিন ৩	ক্যালেন্ডারে তা-এর দিন কাটি; মুরগির খাবার-পানি ভরি	☐
দিন ৪	সরিষা খেত দেখতে যাই; ফুলে মৌমাছি দেখি (দূর থেকে)	☐
দিন ৫	খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানানো দেখি	☐

ইসলামি: সূরা লাহাব ৩য়–৫ম আয়াত। আরবি হরফ: নুন, ওয়াও, হা।

ইংরেজি: nest, warm — «The nest is warm.»

প্রযুক্তি: ভিডিও কলে নানা/দাদা বা চাষি আত্মীয়কে নিজের মুলার আঁটি দেখানো।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

পৌষ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — ছানার অপেক্ষা

দিন ১	ক্যালেন্ডারে দিন কাটি: কত দিন গেল, কত বাকি	☐
দিন ২	খালি হওয়া সারিতে আবার লাল শাক বা পালং বুনি	☐
দিন ৩	সারের গাদা দেখি: কালো ও ঝুরঝুরে হয়েছে কি	☐
দিন ৪	পিঠা বানানোয় সাহায্য করি: চালের গুঁড়া মাপি, পিঠা গুনি	☐
দিন ৫	গরু-ছাগলের গায়ে চট জড়ানো দেখি; শীতে ওদের যত্ন কী	☐

ইসলামি: «সেরা মানুষ সে, যে কুরআন শেখে ও শেখায়» হাদিস মুখস্থ।

ইংরেজি: chick, winter — «It is winter. It is cold.»

প্রযুক্তি: ভিডিও কলে চাষি আত্মীয়কে ৩টি প্রশ্ন করা: «আপনার খেতে এখন কী আছে?»

সপ্তাহ ৪ — ছানা ফুটল!

দিন ১	ডিমে কান পাতি; ছানা ফোটা দেখি (হাত না দিয়ে)	☐
দিন ২	ছানা গুনি; কয়টি ডিম ফুটল, কয়টি ফুটল না	☐
দিন ৩	খুদ ও অগভীর পানি দিই; ঝাঁপি দিয়ে ঢাকি	☐
দিন ৪	চাষির বোরো বীজতলা দেখতে যাই	☐
দিন ৫	মাসের খাতা পূরণ; ছানা ও মা-মুরগির ছবি আঁকি	☐

ইসলামি: সূরা লাহাব একা বলা। নামাজ: এক রাকাত ধাপে ধাপে বড়দের সাথে।

ইংরেজি: morning, count + ঝালাই। «Good morning!» «Count the chicks.»

প্রযুক্তি: ছানার ছবি ও ভিডিও তুলে আত্মীয়কে দেখানো (বড়রা পাঠাবেন)।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

পৌষ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা লাহাব

৫ আয়াত। আবু লাহাব নবীজি ﷺ-কে কষ্ট দিত ও সত্য মানত না; তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসেনি। শিক্ষা: অহংকার ও সত্যের বিরোধিতা ধ্বংস আনে।

এ মাসের দোয়া

জ্ঞান বাড়ার দোয়া

রব্বি যিদনি ইলমা

অর্থ: হে আমার রব! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। (সূরা ত্বহা: ১১৪)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।»

সহিহ বুখারি: ৫০২৭

গল্প ও ভাবনা

ডিমের খোসার ভেতর অন্ধকার, ছোট্ট একটু জায়গা। সেখানে ২১ দিনে একটি ফোঁটা থেকে চোখ, ঠোঁট, পা, পালকসহ আস্ত একটি ছানা তৈরি হয়! কে বানান? মা-মুরগি শুধু গরম দেয়; বানান আল্লাহ। ছানা বের হয়েই জানে কীভাবে খুঁটে খেতে হয়, বিপদে মায়ের ডানার নিচে লুকাতে হয়। মা-মুরগিও ২১ দিন প্রায় না খেয়ে বসে থাকে, তারপর নিজের জীবন বাজি রেখে চিলের সাথে লড়ে। আল্লাহ মায়ের মনে এই মায়া দিয়েছেন। তোমার মা-ও তোমার জন্য এমন কষ্ট করেছেন। শীতের লম্বা রাত শেখার ভালো সময় — এ মাসে রোজ শেখার আগে দোয়া করো: «রব্বি যিদনি ইলমা»। আর যা শিখেছ, ছোট ভাইবোন বা বন্ধুকে শেখাও — তাহলে তুমি সেরাদের একজন।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- পড়া ও শেখা শুরুর আগে «বিসমিল্লাহ» ও «রব্বি যিদনি ইলমা» বলি।
- নিজে যে সূরা শিখেছি, ছোটদের শোনাই ও শেখাই।
- শীতে গরিব প্রতিবেশীকে গরম কাপড় ও পিঠা দিই।
- নামাজ: এক রাকাতের সব ধাপ পরপর — দাঁড়ানো, রুকু, দুই সিজদা।

এ মাসে কোন ভালো কাজটি করলে? এঁকে বা লিখে রাখো।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

hen মুরগি	**egg** ডিম	**chick** মুরগির ছানা	**nest** বাসা
warm গরম / উষ্ণ	**winter** শীতকাল	**morning** সকাল	**count** গোনা

The hen sits on the eggs.	মুরগি ডিমের ওপর বসে।
Good morning!	সুপ্রভাত!
Count the chicks.	ছানাগুলো গোনো।

খেলা

How many? ডিম, ছানা, মুলার আঁটি — সামনে রেখে «How many eggs?» শিশু গুনে বলবে «Ten eggs!»। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে পরিবারের সবাইকে সালামের পর «Good morning!» বলার খেলা। গান: «Five little ducks» বা «Baa baa black sheep» শুনে শুনে বলা।

প্রযুক্তি: দূরের মানুষকে দেখানো — ভিডিও কল ৫%

১. বড়রা দূরের আত্মীয় (নানা, দাদা, মামা, চাচা) বা পরিচিত চাষিকে ভিডিও কল দেবেন। তুমি আগে সালাম দাও।

২. ফোনটা ঘুরিয়ে তোমার মুলার আঁটি, শিমের মাচা বা মুরগির ছানা দেখাও। বলো কবে বুনেছিলে, কীভাবে যত্ন নিয়েছ।

৩. তাঁকে প্রশ্ন করো: «আপনার খেতে এখন কী ফসল?», «ছোটবেলায় আপনি কী চাষ করতেন?» শুনে পরে বড়দের বলো।

নিয়ম

কল দেবেন ও ধরবেন বড়রা; অচেনা কারও কল বা বার্তা এলে ছোঁবে না, বড়দের দেবে। কথা শেষে সালাম দিয়ে বিদায়। ১০ মিনিটের বেশি নয়।

পৌষ — আমার খাতা

আমার ফসল তোলার খাতা

তারিখ	কী তুললাম	কয়টি / কয় আঁটি	ওজন	খেলাম / দিলাম / বেচলাম

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] মুলা না ভেঙে সোজা টেনে তুলতে
- [ ] ধুয়ে বেছে সমান ৫টির আঁটি বাঁধতে
- [ ] পাল্লায় মেপে ওজন বলতে
- [ ] মুরগির ছানাকে খুদ ও অগভীর পানি দিতে
- [ ] ৫টি করে দল বানিয়ে ৯০ পর্যন্ত গুনতে

অভিভাবকের মন্তব্য

তা-ঘরে বসা মা-মুরগি আর ডিম ফুটে বের হওয়া ছানা আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ১০ · শীতকাল

মাঘ

গাছের ডাক্তার

মধ্য জানুয়ারি – মধ্য ফেব্রুয়ারি
রবি · বোরো রোপণ

লোকে বলে, «মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে!» বছরের সবচেয়ে ঠান্ডা মাস এটি। ভোরে কুয়াশা আর হিম বাতাস। তবু চাষির ছুটি নেই — কনকনে ঠান্ডা পানিতে নেমে তাঁরা বোরো ধানের চারা রোপণ করেন। সরিষা পেকে এসেছে, আলু তোলা শুরু হয়েছে, মাচায় ঝুলছে থোকা থোকা শিম।

কিন্তু এ সময় বাগানে কিছু অনাহূত অতিথিও আসে। শিমের ডগায়, সরিষার ফুলে গিজগিজ করে ছোট ছোট পোকা। পাতায় ফুটো, কোথাও পাতা কুঁকড়ে গেছে। গাছ তো বলতে পারে না, «আমার অসুখ করেছে!» তাই চাষিকেই রোজ গাছের কাছে গিয়ে দেখতে হয়। এ মাসে তুমি হবে **গাছের ডাক্তার** — বিষ ছাড়া, দেশি উপায়ে। আর পাবে এক নতুন বন্ধু: তিড়িংবিড়িং লাফানো ছাগলছানা!

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- বোরো ধানের চারা রোপণ
- সরিষা কাটা ও মাড়াই; ঘানিতে তেল
- আলু তোলা শুরু; শিম, লাউ, কপি, টমেটোর ভরা সময়
- শিম ও সরিষায় জাবপোকার উপদ্রব
- কুল (বরই) পাকে; আম গাছে মুকুল আসতে শুরু

এ মাসে আমি শিখব

- বন্ধু পোকা আর ক্ষতিকর পোকা আলাদা চিনব
- ছাই ও নিম দিয়ে পোকা তাড়াব
- খড় বিছিয়ে মাটি ঢেকে রাখব (মালচ)
- ছাগলছানাকে পাতা খাওয়াব
- ১০০ পর্যন্ত গুনব!

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **গাছের ডাক্তার — দেশি বালাই দমন**
- **ছাগলছানার বন্ধু**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: গাছের ডাক্তার — দেশি বালাই দমন ফসল

কেন করব?

বাগানের সব পোকা শত্রু নয়! কিছু পোকা গাছের রস চুষে খায়, পাতা কাটে — এরা **ক্ষতিকর পোকা**। আবার কিছু পোকা ওই ক্ষতিকর পোকাদের ধরে খায়, ফুলে ফুলে ঘুরে ফল ধরায় — এরা **বন্ধু পোকা**। বিষ ছিটালে শত্রু-বন্ধু সব মরে যায়, বিষ আমাদের খাবারেও চলে আসে। তাই দেশি চাষি বিষ দেন না। তিনি রোজ গাছ দেখেন, হাতে পোকা বাছেন, ছাই আর নিম ব্যবহার করেন, আর বন্ধুদের ডেকে আনেন।

যা যা লাগবে

- আতশ কাচ (ম্যাগনিফাইং গ্লাস)
- চুলার ঠান্ডা ছাই — এক বাটি
- পাতলা কাপড়ের পুঁটলি (ছাই ছিটানোর জন্য)
- নিম পাতা — দুই মুঠো
- পুরোনো বোতল ও ঝাঁঝরি
- শুকনো খড়
- ২–৩টি ডালওয়ালা কঞ্চি (পাখি বসার)
- একটি ছোট কৌটা

ধাপে ধাপে কাজ

১. **রোগী দেখা (রোজ সকালে):** ডাক্তার যেমন রোগী দেখেন, তুমি রোজ সকালে ৫ মিনিট বাগানে «রাউন্ড» দাও। পাতার ওপর, পাতার নিচ, ডগা, ফুল — সব জায়গা দেখো। আতশ কাচ দিয়ে ছোট পোকা বড় করে দেখো।

২. **শত্রু চিনি:** শিমের ডগায় ও সরিষার ফুলে গাদাগাদি করে থাকা ছোট কালো বা সবুজ পোকা = **জাবপোকা**, এরা রস চোষে। পাতায় ফুটো বা কাটা = **শুঁয়োপোকা/লেদা পোকা**। পাতার নিচে হলুদ ডিমের গুচ্ছ = ক্ষতিকর পোকার ডিম।

৩. **বন্ধু চিনি:** লাল গায়ে কালো ফোঁটা **লেডিবার্ড পোকা** — এক দিনে অনেক জাবপোকা খায়! **মাকড়সা** জালে পোকা ধরে। **ফড়িং** উড়ন্ত পোকা খায়। **মৌমাছি ও প্রজাপতি** ফুলে ফুলে বসে ফল ধরায়। **ব্যাঙ, টিকটিকি, শালিক, ফিঙে** — এরাও বন্ধু। এদের মারবে না।

৪. **হাতে বাছি:** শুঁয়োপোকা ও ডিমের গুচ্ছ পাতাসহ ছিঁড়ে কৌটায় ভরো; মুরগিকে দাও — সে খুশি হয়ে খাবে! জাবপোকায় ভরা ডগা আঙুলে ডলে দাও বা ভেঙে ফেলো।

৫. **ছাই দিই:** ভোরে পাতা যখন শিশিরে ভেজা, তখন পুঁটলিতে ঠান্ডা ছাই নিয়ে পোকা-ধরা গাছের ওপর আলতো ঝাঁকিয়ে ছিটাও। ছাই পোকার গায়ে লেগে থাকে, ওরা পালায়।

৬. **নিমের পানি দিই:** বড়রা দুই মুঠো নিম পাতা থেঁতো করে এক বালতি পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে সকালে ছেঁকে দেবেন। তুমি ঝাঁঝরি দিয়ে পোকা-ধরা গাছে ছিটাও — পাতার নিচেও। নিমের তেতো পোকারা সহ্য করতে পারে না।

৭. **পাখির ডাল পুঁতি:** বেডের মাঝে ২–৩টি ডালওয়ালা কঞ্চি পুঁতে দাও। শালিক, ফিঙে এসে বসবে আর পোকা ধরে খাবে। বিনা বেতনের পাহারাদার!

৮. **খড়ের চাদর দিই (মালচ):** শীতে মাটি তাড়াতাড়ি শুকায়। গাছের গোড়ায় ও সারির ফাঁকে শুকনো খড় বিছিয়ে দাও। মাটি ভেজা থাকবে, আগাছা কম হবে, খড় পচে সারও হবে।

গাছের ডাক্তার — দেশি বালাই দমন খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- জাবপোকার আশেপাশে পিঁপড়া ঘোরে কেন? (জাবপোকার মিষ্টি রস খেতে)
- ছাই বা নিমের পানি দেওয়ার ৩ দিন পর পোকা কমল কি?
- কোন গাছে পোকা বেশি — সবল গাছে, নাকি দুর্বল গাছে?
- পাখির ডালে কোন পাখি এলো? দিনে কয়বার?
- খড়-ঢাকা মাটি আর খোলা মাটি আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখো — কোনটি ভেজা?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- একটি শিমের ডগায় আতশ কাচ দিয়ে জাবপোকা গোনার চেষ্টা করো — ১০, ২০, ৫০... ১০০ ছাড়িয়ে যায়!
- এক সপ্তাহে কয়টি লেডিবার্ড পোকা দেখলে? কয়টি মাকড়সার জাল?
- খাতায় দুই কলাম করো: বন্ধু ও শত্রু। রোজ যা দেখো দাগ কাটো। সপ্তাহ শেষে কোন দল ভারী?
- মাচা থেকে এ সপ্তাহে কয়টি শিম তুললে? ১০টি করে গুনে ১০০ পর্যন্ত যাও!

নিরাপত্তা

সব পোকা হাতে ধরা যায় না: শুঁয়োপোকার রোম লাগলে চুলকায় — পাতা দিয়ে ধরো; বোলতা, ভিমরুল, মৌমাছিকে বিরক্ত করবে না, চাক থেকে দূরে। ছাই ছিটানোর সময় নাক-মুখ গামছায় ঢাকো, বাতাসের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ো না। নিমের পানি মুখে দেবে না, কাজ শেষে হাত ধোবে। শীতের ভোরে গরম জামা-টুপি-মোজা।

অভিভাবকের জন্য

এখানে রাসায়নিক কীটনাশক সম্পূর্ণ বাদ; এমনকি দোকানের «জৈব» বালাইনাশকও শিশুর হাতে নয়। ছাই ও নিমপাতার নির্যাস বাংলাদেশের প্রচলিত দেশি পদ্ধতি — পুরো নির্মূল নয়, নিয়ন্ত্রণই লক্ষ্য; কিছু পোকা থাকা স্বাভাবিক এবং বন্ধু পোকার খাবারও বটে। শিশুকে শেখান: «সুস্থ মাটি → সবল গাছ → কম পোকা»। মধু সংগ্রহকারী বা সরিষা খেতে মৌ-বাক্স দেখার সুযোগ থাকলে দূর থেকে দেখান। আম গাছে মুকুল এলে সেটিও রোজকার «রাউন্ডে» যুক্ত করুন।

প্রজেক্ট: ছাগলছানার বন্ধু পশুপাখি

বাংলাদেশের নিজস্ব ছাগলের নাম **ব্ল্যাক বেঙ্গল** — বেশির ভাগ কালো, আকারে ছোট, কিন্তু সারা দুনিয়ায় এর মাংস ও চামড়ার সুনাম। গ্রামে একে বলে «গরিবের গাভি»। ছাগল বছরে দুবার বাচ্চা দেয়, প্রায়ই একসাথে দুই-তিনটি! ছাগলছানারা খুব দুষ্টু আর আদুরে।

যা করব

১ বড়দের সাথে ছাগলের ঘরে যাও। ছাগল মাটিতে থাকে না — বাঁশের উঁচু মাচায় থাকে। কেন? ছুঁয়ে দেখো নিচের মাটি কেমন ঠান্ডা ও ভেজা। ছাগল ভেজা ও ঠান্ডা একদম সহ্য করতে পারে না।

২ মা-ছাগল ও ছানাগুলো গোনো। ছানাদের রং ও চিহ্ন দেখে আলাদা করে চেনো; একটির নাম রাখো।

৩ ছাগলের প্রিয় খাবার জোগাড় করো: কাঁঠাল পাতা, আমপাতা, বরই পাতা, কচি ঘাস, দূর্বা। ডালসহ পাতা একটু উঁচুতে ঝুলিয়ে দাও — ছাগল মাথা উঁচু করে খেতে ভালোবাসে, মাটিতে পড়া নোংরা খাবার খায় না।

৪ পরিষ্কার পাত্রে পানি দাও। শীতের সকালে একটু কুসুম-গরম পানি দিলে ভালো। একটু লবণ চেটে খেতে দাও।

৫ শীতের রাতে বড়রা ছাগলের গায়ে পুরোনো চটের জামা পরিয়ে দেন, ঘরের বেড়া চট দিয়ে ঢেকে দেন। তুমি সাহায্য করো। সকালে রোদ উঠলে ছাগলকে রোদে বাঁধা হয় — দেখো ওরা কেমন আরাম করে।

৬ ছানারা কীভাবে লাফায়, মায়ের দুধ খায়, মাথা দিয়ে ঢুঁ মারার খেলা খেলে — ১০ মিনিট বসে দেখো। তারপর আলতো করে কোলে নাও (বড়রা দেখিয়ে দেবেন)।

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

ছাগলছানার বন্ধু ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- ছাগলের ঘর মাচার ওপরে, আর গরুর ঘর মাটিতে — তফাত কেন?
- ছাগল তোমার শাকের বেডে ঢুকলে কী হবে? তাহলে চাষি কী ব্যবস্থা নেন?
- একটি মা-ছাগল বছরে ৪টি ছানা দিলে, ২ বছর পরে কয়টি ছাগল হতে পারে?

নিরাপত্তা

পাঁঠা (পুরুষ ছাগল) শিং দিয়ে ঢুঁ মারে — কাছে যাবে না, তার সামনে মাথা নিচু করে খেলবে না। ছাগলের দড়ি নিজের হাতে বা কোমরে পেঁচাবে না। ছানাকে কোলে নেওয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ধোবে। ছাগলের কাঁচা দুধ খাবে না।

অভিভাবকের জন্য

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল কম পুঁজিতে সবচেয়ে লাভজনক দেশি প্রাণিসম্পদগুলোর একটি; বই ৫-এ শিশু নিজেই ছাগল পালবে। এ বছর লক্ষ্য: ভয় কাটানো, খাবার চেনা এবং «শুকনো-উঁচু-পরিষ্কার» ঘরের নীতি বোঝা। শীতে ছানার নিউমোনিয়া ও বর্ষায় কৃমি ছাগলের বড় শত্রু — উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে টিকা ও কৃমিনাশকের সময়সূচি জেনে নিন এবং টিকা দেওয়ার দিন শিশুকে সাথে নিন। ছাগল যেন শিশুর বেডে না ঢোকে, সে জন্য বেড়া মেরামত তার নিজের দায়িত্বে দিন।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

মাঘ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — পোকা-গোয়েন্দা

দিন ১	আতশ কাচ হাতে বাগানে প্রথম «রাউন্ড»; কী কী পোকা পেলাম	☐
দিন ২	শিমের ডগায় জাবপোকা ও পিঁপড়া দেখি	☐
দিন ৩	বন্ধু পোকা খুঁজি: লেডিবার্ড, মাকড়সা, ফড়িং, মৌমাছি	☐
দিন ৪	বন্ধু ও শত্রুর ছবি আঁকি; খাতায় দুই কলাম করি	☐
দিন ৫	ছাগলের ঘরে যাই; ছানা গুনি, নাম রাখি	☐

ইসলামি: সূরা ফীল শোনা ও প্রথম ২ আয়াত। বাবা-মায়ের জন্য দোয়া।

ইংরেজি: bug, bee — «I see a bug.»

প্রযুক্তি: আতশ কাচ ধরা শেখা: কাছে-দূরে করে কখন পরিষ্কার দেখা যায়।

সপ্তাহ ২ — দেশি চিকিৎসা

দিন ১	শুঁয়োপোকা ও ডিমের গুচ্ছ বেছে মুরগিকে দিই	☐
দিন ২	ভোরে শিশির-ভেজা পাতায় ছাই ছিটাই	☐
দিন ৩	নিম পাতা কুড়াই; নিমের পানি ভিজানো দেখি	☐
দিন ৪	নিমের পানি ছেঁকে ঝাঁঝরি দিয়ে ছিটাই	☐
দিন ৫	ছাগলকে কাঁঠাল পাতা ঝুলিয়ে খাওয়াই; পানি দিই	☐

ইসলামি: সূরা ফীল ৩য়–৫ম আয়াত; হাতির বাহিনীর গল্প। আরবি হরফ: হামযা, ইয়া — সব হরফ ঝালাই।

ইংরেজি: goat, kid — «The kid can jump.»

প্রযুক্তি: আতশ কাচে পাতার শিরা, পোকার পা, নিজের আঙুলের রেখা দেখা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

মাঘ — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — বন্ধুদের ডাকি

দিন ১	বেডে পাখি বসার ডাল পুঁতি; কোন পাখি আসে দেখি	☐
দিন ২	গাছের গোড়ায় খড়ের মালচ বিছাই	☐
দিন ৩	৩ দিন পর পোকা কমল কি মিলাই	☐
দিন ৪	মাচার শিম তুলি; ১০টি করে গুনে ১০০ বানাই	☐
দিন ৫	চাষির বোরো রোপণ বা সরিষা মাড়াই দেখতে যাই	☐

ইসলামি: রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানোর হাদিস; আজ একটি কাঁটা/ইট/খোসা সরাই।

ইংরেজি: friend, help — «The ladybird is my friend.»

প্রযুক্তি: ফোনের ক্যামেরা খুব কাছে নিয়ে পোকা ও ফুলের বড় ছবি তোলা।

সপ্তাহ ৪ — শীতের যত্ন

দিন ১	ছাগলের চটের জামা ও ঘরের বেড়া ঢাকায় সাহায্য করি	☐
দিন ২	মুরগির ছানারা কত বড় হলো দেখি; গুনি	☐
দিন ৩	বেডের বেড়া মেরামত করি — ছাগল যেন না ঢোকে	☐
দিন ৪	আম গাছে মুকুল খুঁজি; বরই কুড়াই ও ভাগ করি	☐
দিন ৫	১ থেকে ১০০ গুনি! মাসের খাতা পূরণ	☐

ইসলামি: সূরা ফীল একা বলা। নামাজ: বসে «আত্তাহিয়্যাতু» শোনা শুরু; দুই রাকাত বড়দের সাথে।

ইংরেজি: look, doctor + ঝালাই। «Look! A bee!»

প্রযুক্তি: তোলা পোকার ছবিগুলো দেখে «বন্ধু» ও «শত্রু» দুই অ্যালবামে ভাগ করা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

মাঘ — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-ফীল

৫ আয়াত। আবরাহা বিরাট হাতির বাহিনী নিয়ে কাবা ভাঙতে এসেছিল। আল্লাহ ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট পাখি পাঠিয়ে তাদের ধ্বংস করে দেন।

এ মাসের দোয়া

বাবা-মায়ের জন্য দোয়া

রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানি সগিরা

অর্থ: হে আমার রব! তাঁদের দুজনের ওপর রহম করুন, যেমন তাঁরা ছোটবেলায় আমাকে আদর-যত্নে বড় করেছেন। (সূরা বনি ইসরাইল: ২৪)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া সদকা।»

ভাবার্থ — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

গল্প ও ভাবনা

সূরা ফীলের গল্পটি শোনো। এক অহংকারী রাজা বিশাল বিশাল হাতি নিয়ে এলো আল্লাহর ঘর ভাঙতে। মক্কার মানুষের লড়ার শক্তি ছিল না। তখন আল্লাহ পাঠালেন ছোট্ট ছোট্ট পাখির ঝাঁক — তাদের ছোড়া কঙ্করে পুরো বাহিনী শেষ! আল্লাহ চাইলে সবচেয়ে ছোট সৃষ্টি দিয়েও সবচেয়ে বড় কাজ করান। তোমার বাগানেও দেখো: ছোট্ট লেডিবার্ড শত শত জাবপোকা খেয়ে তোমার শিম বাঁচায়; ছোট্ট মৌমাছি ফুলে না বসলে ফলই ধরত না। আল্লাহ কুরআনে মৌমাছির কথা বলেছেন — তিনি তাকে শিখিয়েছেন পাহাড়ে, গাছে ঘর বানাতে; আর তার পেট থেকে বের হয় মধু, যাতে মানুষের জন্য আরোগ্য আছে (সূরা নাহল: ৬৮–৬৯)। তাই কোনো সৃষ্টিকেই তুচ্ছ ভেবো না, অকারণে মেরো না।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- রোজ ঘুমানোর আগে বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করি; তাঁদের কাজে সাহায্য করি।
- পথে কাঁটা, ভাঙা কাচ, কলার খোসা দেখলে সরিয়ে দিই (কাচ হলে বড়দের বলি)।
- অকারণে কোনো পোকা, ব্যাঙ, পাখি মারি না; বাসা ভাঙি না।
- নামাজ: দুই রাকাত বড়দের সাথে শুরু থেকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত।

এ মাসে কোন ভালো কাজটি করলে? এঁকে বা লিখে রাখো।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

goat ছাগল	**kid** ছাগলছানা	**bug** পোকা	**bee** মৌমাছি
friend বন্ধু	**look** দেখো / তাকানো	**help** সাহায্য করা	**doctor** ডাক্তার

Look! A bee!	দেখো! একটি মৌমাছি!
The kid can jump.	ছাগলছানা লাফাতে পারে।
I am a plant doctor.	আমি গাছের ডাক্তার।

খেলা

I spy: আতশ কাচ হাতে বাগানে হাঁটুন। অভিভাবক বলবেন «I spy… a bug!» — শিশু খুঁজে বের করে বলবে «Look! A bug!»। তারপর শিশুর পালা। «Friend or not?» — পোকা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে শিশু বলবে «Friend!» বা «Not a friend!»

প্রযুক্তি: ছোটকে বড় করে দেখা — আতশ কাচ ও ক্যামেরা ৫%

১. আতশ কাচ চোখ ও জিনিসের মাঝখানে ধরো। ধীরে ধীরে কাছে-দূরে করো — এক জায়গায় ছবি সবচেয়ে পরিষ্কার হবে।

২. জাবপোকা, পাতার শিরা, ফুলের রেণু, মাটির দানা — যা খালি চোখে দেখা যায় না, খুঁজে দেখো।

৩. বড়দের ফোনের ক্যামেরা পোকার খুব কাছে নিয়ে স্থির হাতে ছবি তোলো। পরে দুই আঙুলে বড় করে পোকার পা, চোখ, ডানা গোনো।

নিয়ম

আতশ কাচ দিয়ে কখনো সূর্যের দিকে তাকাবে না, রোদে কাগজ বা শুকনো পাতার ওপর ধরে রাখবে না — আগুন ধরে যায়, চোখ নষ্ট হয়। ব্যবহার শেষে খাপে ভরে রাখো।

মাঘ — আমার খাতা

গাছের ডাক্তারের খাতা (রোজ সকালের রাউন্ড)

তারিখ	কোন গাছ	কী সমস্যা / কোন পোকা	কী চিকিৎসা দিলাম	বন্ধু পোকা দেখেছি

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] ৩টি বন্ধু ও ২টি ক্ষতিকর পোকা চিনতে
- [ ] ভোরে ছাই ও নিমের পানি ছিটাতে
- [ ] গাছের গোড়ায় খড়ের মালচ দিতে
- [ ] ছাগলকে পাতা ঝুলিয়ে খাওয়াতে
- [ ] ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত গুনতে

অভিভাবকের মন্তব্য

আতশ কাচ দিয়ে দেখা একটি বন্ধু পোকা বড় করে আঁকো।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ১১ · বসন্তকাল

ফাল্গুন

বীজ রাখি — আমার বীজ ব্যাংক

মধ্য ফেব্রুয়ারি – মধ্য মার্চ
রবি ফসল তোলা · বীজ রাখা

ফাল্গুন এলো, বসন্ত এলো! শীত বিদায় নিয়েছে। গাছে গাছে নতুন কচি পাতা, শিমুল-পলাশের লাল ফুল। কোকিল ডাকে কুহু কুহু। আম গাছ মুকুলে ছেয়ে গেছে, বাতাসে তার মিষ্টি ঘ্রাণ। দিন একটু একটু করে লম্বা আর গরম হচ্ছে।

শীতের সবজির গাছগুলো এখন বুড়ো হয়েছে। মাচার শিম শুকিয়ে খয়েরি, মুলা গাছে লম্বা ডাঁটা উঠে ফুল ফুটে শুঁটি হয়েছে, ধনিয়া গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ দানা। অনেকে ভাবে এগুলো আর কাজের নয় — তুলে ফেলে দেয়। কিন্তু চাষি জানেন, **এখনই আসল সম্পদ তোলার সময় — বীজ!** যার ঘরে বীজ আছে, তাকে কারও কাছে হাত পাততে হয় না। এ মাসে তুমি নিজের বীজ ব্যাংক বানাবে।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- মসুর, খেসারি, ছোলা, গম, পেঁয়াজ, রসুন তোলা
- বোরো ধানের খেত গাঢ় সবুজ; চাষিরা সেচ দেন
- চাষিরা শীতের সবজির বীজ সংগ্রহ করেন
- আগাম ডাঁটা, ঢেঁড়স, পুঁই, করলা বোনা শুরু
- আম-লিচুর মুকুল; পুকুর শুকিয়ে মাছ ধরা ও পুকুর তৈরি

এ মাসে আমি শিখব

- পাকা বীজ চিনব ও তুলব
- বীজ শুকিয়ে, বেছে, বয়ামে রাখব
- বীজ ভালো না মন্দ — অঙ্কুর পরীক্ষা করব
- নিজের নাম ও ফসলের নাম লিখব
- ১০০-এর মধ্যে ১০, ২০, ৩০... করে গুনব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **আমার বীজ ব্যাংক**
- **পুকুর পাড়ে — মাছের ঘর দেখি**

প্রজেক্ট: আমার বীজ ব্যাংক ফসল

কেন করব?

ব্যাংকে মানুষ টাকা জমা রাখে। চাষির ব্যাংকে জমা থাকে বীজ! এ বছর তুমি যে বীজগুলো বুনেছিলে, তার বেশির ভাগই চেয়ে বা কিনে আনা। কিন্তু আগামী বছর তুমি বুনবে **নিজের রাখা বীজ**। দেশি জাতের এটাই সবচেয়ে বড় গুণ — এর বীজ থেকে আবার একই রকম গাছ হয়, বছরের পর বছর। দাদি-নানিরা এভাবেই শত বছর ধরে বীজ বাঁচিয়ে রেখেছেন। আজ থেকে তুমিও একজন **বীজ-রক্ষক**।

যা যা লাগবে

- বীজের জন্য রেখে দেওয়া গাছ: শিম, মুলা, ধনিয়া, লাল শাক/পালং
- কুলা বা ডালা
- পরিষ্কার চট
- শুকনো কাচের বয়াম বা বোতল — ৫–৬টি
- শুকনো নিম পাতা ও এক চিমটি ছাই
- কাগজ, কলম, আঠা (লেবেল)
- একটি থালা ও পাতলা সুতি কাপড় (অঙ্কুর পরীক্ষা)

ধাপে ধাপে কাজ

১. **পাকা বীজ চিনি:** বীজ তোলার নিয়ম — গাছেই পুরো পাকতে ও শুকাতে দাও। শিমের শুঁটি খয়েরি ও খড়খড়ে, ঝাঁকালে ভেতরে বীজ ঝুনঝুন করে — তবেই তৈরি। মুলার শুঁটি হলদে-খয়েরি। ধনিয়ার দানা সবুজ থেকে খয়েরি।

২. **সেরা গাছ থেকে নিই:** যে গাছ সবচেয়ে সবল ছিল, সবচেয়ে বেশি ও ভালো ফল দিয়েছে, যাতে রোগ-পোকা কম ধরেছে — বীজ নেবে তার থেকে। সেরা মায়ের সেরা সন্তান!

৩. **তুলি:** রোদ-ঝলমল শুকনো দিনে, দুপুরের দিকে তোলো (ভোরের শিশিরে ভেজা নয়)। শিমের শুঁটি ছিঁড়ে ঝুড়িতে রাখো। মুলা ও ধনিয়ার ডাঁটা বড়রা কেটে দেবেন।

৪. **শুকাই:** চটের ওপর পাতলা করে বিছিয়ে ২–৩ দিন রোদে দাও। বিকেলে শিশির পড়ার আগে ঘরে তোলো।

৫. **ছাড়াই ও ঝাড়ি:** শিমের শুঁটি আঙুলে চাপ দিয়ে ফাটিয়ে বীজ বের করো — কয়টি করে আছে গোনো। মুলা ও ধনিয়ার শুকনো ডাঁটা চটে রেখে হাত দিয়ে ডলো, তারপর কুলায় ঝেড়ে খোসা-ময়লা উড়িয়ে দাও।

৬. **বাছি:** ভালো বীজ = পুষ্ট, মোটা, পুরো রং, দাগহীন। মন্দ বীজ = চুপসানো, ফুটো (পোকা-খাওয়া), ভাঙা, ছাতা-পড়া। মন্দগুলো আলাদা করে মুরগিকে দাও। ভালো বীজ আরও এক দিন রোদে দাও। দাঁতে কাটলে «কট» করে ভাঙলে শুকিয়েছে।

৭. **বয়ামে ভরি:** বীজ ঠান্ডা হলে শুকনো বয়ামে ভরো। ওপরে কয়েকটি শুকনো নিম পাতা ও এক চিমটি ছাই দাও — পোকা ধরবে না। মুখ শক্ত করে আটকাও, যেন বাতাস না ঢোকে।

৮. **লেবেল লাগাই:** কাগজে লেখো (বড়দের সাহায্যে): ফসলের নাম, তারিখ, আর «সংগ্রহ: তোমার নাম»। বয়ামে আঠা দিয়ে লাগাও। সব বয়াম ঘরের শুকনো, ঠান্ডা, অন্ধকার তাকে সাজাও। এই তাকই তোমার বীজ ব্যাংক!

আমার বীজ ব্যাংক খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- এক শুঁটিতে কয়টি শিমের বীজ? সব শুঁটিতে কি সমান?
- মুলার বীজ আর কার্তিকে তুমি যে বীজ বুনেছিলে — দেখতে কি একই রকম?
- ধনিয়ার দানা নাকে ধরো — পাতা আর বীজের ঘ্রাণ কি এক?
- অগ্রহায়ণে রাখা ধানের বয়াম খুলে দেখো — পোকা ধরেছে কি? ভেজা গন্ধ?
- অঙ্কুর পরীক্ষায় কোন বীজ আগে গজাল?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- **অঙ্কুর পরীক্ষা:** থালায় ভেজা কাপড় বিছাও। ঠিক ১০টি বীজ গুনে সাজাও। আরেক ভাঁজ ভেজা কাপড়ে ঢেকে ছায়ায় রাখো; রোজ পানি ছিটাও। ৫–৭ দিন পর গোনো কয়টি গজাল।
- ১০টির মধ্যে ৮টি বা বেশি গজালে — «খুব ভালো বীজ»। ৫–৭টি গজালে — «চলবে, ঘন করে বুনতে হবে»। ৫-এর কম — «এ বীজ চলবে না»।
- কয়টি বয়াম হলো? কোন বয়ামে সবচেয়ে বেশি বীজ?
- এক মুঠো শিমের বীজ ১০টি করে ঢিবি বানিয়ে গোনো: ১০, ২০, ৩০...

নিরাপত্তা

বীজ নাকে, কানে বা মুখে ঢোকাবে না — ছোট ভাইবোনের নাগালের বাইরে রাখো। কাচের বয়াম দুই হাতে ধরবে; ভেঙে গেলে নিজে তুলবে না। ডাঁটা কাটার কাঁচি বড়দের। শুকনো ডাঁটা ডলার সময় ধুলা থেকে নাক ঢাকো।

অভিভাবকের জন্য

বীজ সংরক্ষণ এই সিরিজের মেরুদণ্ড — বই ৭ পুরোটাই এ নিয়ে। মূল তিন সূত্র শিশুকে মুখস্থ করান: **পুরো পাকা, পুরো শুকনো, বাতাস-বন্ধ পাত্র**। লাউ-কুমড়া-ঝিঙার বীজ (চৈত্রের প্রজেক্টের জন্য) যদি এ বছর নিজেদের না থাকে, এ মাসেই প্রবীণ চাষি-নারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করুন এবং একই ব্যাংকে রাখুন। অঙ্কুর পরীক্ষাটি শতকরা হিসাবের প্রথম সোপান («১০টির মধ্যে ৮টি») — এখন শতকরা শব্দটি বলার দরকার নেই। একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন সবজি কাছাকাছি থাকলে বীজ মিশ্র হতে পারে — সে আলোচনা পরের বইয়ের।

প্রজেক্ট: পুকুর পাড়ে — মাছের ঘর দেখি মাছ

ভাদ্র মাসে তুমি গামলায় মাছ পেলেছ। এবার দেখবে মাছের আসল বড় ঘর — পুকুর। ফাল্গুন-চৈত্রে পানি কমে আসে; চাষিরা জাল টেনে মাছ ধরেন, পুকুর শুকিয়ে পরিষ্কার করেন, তারপর বর্ষার আগে নতুন পোনা ছাড়ার জন্য তৈরি করেন। সব কাজ দেখবে পাড় থেকে, বড়দের হাত ধরে।

যা করব

১. বড়দের সাথে পুকুর পাড়ে নিরাপদ জায়গায় বসো। ৫ মিনিট চুপ করে পানির দিকে তাকাও। কোথায় বুদবুদ ওঠে? কোথায় মাছ ঘাই মারে? পানির রং কী — সবুজাভ, ঘোলা, নাকি কালচে?

২. চাষি মাছকে খাবার দিলে দেখো: কুঁড়া, খৈল, ভাত ছিটালে কোন মাছ ওপরে আসে? কোন মাছ নিচে থাকে? রুই, কাতলা, মৃগেল — দেশি বড় মাছ — পুকুরের তিন তলায় থাকে!

৩. জাল টানার দিন অবশ্যই যাও। জেলেরা কীভাবে দুই পাশ থেকে জাল টেনে আনেন দেখো। জালে কী কী মাছ উঠল, নাম জিজ্ঞেস করো; আষাঢ়ে চেনা মাছগুলো খুঁজে বের করো।

৪. বড় মাছ আর ছোট মাছ আলাদা ঝুড়িতে বাছা হয়, তারপর পাল্লায় মেপে বিক্রি। দেখো ছোট পোনাগুলো চাষি আবার পানিতে ছেড়ে দেন কি না।

৫. পুকুর শুকানো হলে তলার কালো কাদা দেখো। এই কাদা খুব উর্বর — চাষিরা পাড়ে তুলে সবজি লাগান। তোমার বেডের জন্য এক ঝুড়ি চেয়ে নাও।

৬. তোমার গামলার মাছগুলো এখন কেমন আছে? বড় হয়েছে? চাইলে বড়দের সাথে এগুলো পুকুরে ছেড়ে দাও — «যাও, বড় ঘরে যাও!»

এই কাজের একটি ছবি আঁকো।

পুকুর পাড়ে — মাছের ঘর দেখি ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- পুকুরের পানি সবুজাভ হলে চাষি খুশি হন কেন? (সবুজ রং মানে মাছের প্রাকৃতিক খাবার আছে)
- সব মাছ একবারে ধরে ফেললে পরের বছর কী হবে?
- পুকুর পাড়ে লাউ-শিমের মাচা আর পানিতে মাছ, পাড়ে হাঁস — এক জায়গায় তিন ফসল। কার কী লাভ?

নিরাপত্তা

এ মাসের সবচেয়ে জরুরি নিয়ম: **পানির কাছে কখনো একা নয়।** পাড়ের কিনারে দাঁড়াবে না, ঝুঁকবে না, জালের দড়িতে হাত দেবে না। শুকানো পুকুরের কাদায় নামবে না — দেবে যেতে পারো, কাদায় শিং-মাগুরের কাঁটা ও ভাঙা শামুক থাকে। জ্যান্ত মাছ ধরবে না।

অভিভাবকের জন্য

বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর একটি বড় কারণ পানিতে ডোবা — তাই পুকুরের প্রতিটি কাজ আপনার হাতের নাগালে রেখে করান, এবং এ বছরই সাঁতার শেখানো জোরদার করুন। রুই-কাতলা-মৃগেল (দেশি কার্প) পুকুরের ওপর-মাঝ-নিচ স্তরে থাকে বলে একসাথে চাষ হয় — «মিশ্র চাষ» ধারণাটি শুধু গল্পের মতো বলুন। নিজেদের পুকুর না থাকলে পরিচিত কারও পুকুরে জাল টানার দিন নিয়ে যান; মাছের ওজন ও বিক্রির হিসাব শিশুকে শুনতে দিন। বই ৫-এ সে নিজে পুকুরের দায়িত্ব নেবে।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

ফাল্গুন — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — পাকা বীজ খুঁজি

দিন ১	বসন্তের চিহ্ন খুঁজি: নতুন পাতা, মুকুল, কোকিলের ডাক	☐
দিন ২	বীজের গাছ ঘুরে দেখি: কোন শুঁটি পেকেছে, কোনটি কাঁচা	☐
দিন ৩	শুকনো শিমের শুঁটি তুলি; ঝাঁকিয়ে শব্দ শুনি	☐
দিন ৪	মুলা ও ধনিয়ার পাকা ডাঁটা কাটা দেখি; চটে বিছিয়ে রোদে দিই	☐
দিন ৫	পুকুর পাড়ে বসে ৫ মিনিট পানি দেখি (বড়দের সাথে)	☐

ইসলামি: সূরা মাউন শোনা ও প্রথম ৩ আয়াত। «রব্বানা আতিনা...» দোয়া।

ইংরেজি: pod, dry — «The pod is dry.»

প্রযুক্তি: বড়দের ফোনে/কম্পিউটারে কি-বোর্ড চেনা; নিজের নামের অক্ষর খোঁজা।

সপ্তাহ ২ — ছাড়াই, ঝাড়ি, বাছি

দিন ১	শিমের শুঁটি ফাটিয়ে বীজ বের করি; শুঁটি-প্রতি বীজ গুনি	☐
দিন ২	মুলা-ধনিয়ার ডাঁটা ডলে বীজ ছাড়াই; কুলায় ঝাড়ি	☐
দিন ৩	ভালো-মন্দ বীজ বাছি; মন্দ বীজ মুরগিকে দিই	☐
দিন ৪	ভালো বীজ আরও এক দিন রোদে দিই; দাঁতে কেটে পরীক্ষা	☐
দিন ৫	পুকুরে মাছকে খাবার দেওয়া দেখি; কোন মাছ ওপরে আসে	☐

ইসলামি: সূরা মাউন ৪র্থ–৭ম আয়াত। এতিম ও মিসকিনকে খাওয়ানোর কথা।

ইংরেজি: jar, keep — «Keep the seeds in the jar.»

প্রযুক্তি: কি-বোর্ডে নিজের নাম ইংরেজিতে টাইপ করা (বড়রা বানান বলে দেবেন)।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

ফাল্গুন — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — বয়ামে ভরি, নাম লিখি

দিন ১	বীজ বয়ামে ভরি; নিম পাতা ও ছাই দিই; মুখ আটকাই	☐
দিন ২	লেবেলে ফসলের নাম, তারিখ ও নিজের নাম লিখি	☐
দিন ৩	তাকে বীজ ব্যাংক সাজাই; ধানের বয়াম পরীক্ষা করি	☐
দিন ৪	অঙ্কুর পরীক্ষা বসাই: ১০টি করে বীজ ভেজা কাপড়ে	☐
দিন ৫	জাল টেনে মাছ ধরা দেখতে যাই; মাছের নাম বলি	☐

ইসলামি: এ মাসের আয়াত (একটি দানা থেকে সাতশ) ও সদকার গল্প; এক মুঠো বীজ কাউকে উপহার।

ইংরেজি: name, new — «My name is ....» নিজের পরিচয় বলা।

প্রযুক্তি: টাইপ করা নাম বড় করে ছেপে বা দেখে হাতে লিখে লেবেল বানানো।

সপ্তাহ ৪ — বীজের পরীক্ষার ফল

দিন ১	অঙ্কুর পরীক্ষায় রোজ পানি ছিটাই; কয়টি গজাল গুনি	☐
দিন ২	১০-এর মধ্যে কত — ফল খাতায় লিখি	☐
দিন ৩	খালি বেডে আগাম ডাঁটা বা ঢেঁড়সের বীজ বুনি	☐
দিন ৪	শুকানো পুকুরের কাদা দেখি; গামলার মাছ পুকুরে ছাড়ি	☐
দিন ৫	প্রতিবেশীর সাথে বীজ বদল করি; মাসের খাতা পূরণ	☐

ইসলামি: সূরা মাউন একা বলা। নামাজ: দুই রাকাত নিজে চেষ্টা (বড়রা পাশে)।

ইংরেজি: spring, bird + ঝালাই। «It is spring. The bird sings.»

প্রযুক্তি: বীজ ব্যাংকের তাকের ছবি তুলে «আমার বীজ ব্যাংক» অ্যালবাম।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

ফাল্গুন — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা আল-মাউন

৭ আয়াত। যে এতিমকে তাড়িয়ে দেয়, গরিবকে খাওয়াতে উৎসাহ দেয় না, নামাজে গাফিল ও লোক-দেখানো কাজ করে, ছোটখাটো জিনিস দিয়েও সাহায্য করে না — তার নিন্দা।

এ মাসের দোয়া

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দোয়া

রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান্নার

অর্থ: হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আগুনের আযাব থেকে বাঁচান। (সূরা বাকারা: ২০১)

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ খরচ করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো — যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায়, প্রতিটি শিষে একশ দানা। আল্লাহ যাকে চান আরও বাড়িয়ে দেন।»

ভাবার্থ — আল-কুরআন, সূরা বাকারা: ২৬১

গল্প ও ভাবনা

একটি শিমের বীজ হাতে নাও। এটি তুমি খেয়ে ফেলতে পারো — তাহলে এক মুহূর্তে শেষ। আবার রেখে দিয়ে আগামী বছর বুনতে পারো — তাহলে এক বীজ থেকে শত শত শিম, হাজার বীজ। সঞ্চয় আর দান ঠিক এমনই। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর পথে যে দেয়, তার একটি দান সাতশ গুণ হয়ে ফিরে আসে — ঠিক বীজের মতো। সূরা মাউনে আল্লাহ তাদের অপছন্দ করেছেন, যারা ছোটখাটো জিনিস দিয়েও মানুষকে সাহায্য করে না। তাই চাষিদের একটি সুন্দর রীতি আছে: **বীজ কখনো একা রাখে না, ভাগ করে নেয়।** প্রতিবেশীকে এক মুঠো বীজ দিলে তোমার বীজ তার বাগানেও বেঁচে থাকবে। কোনো বছর তোমার বীজ নষ্ট হলে, সে-ই তোমাকে ফিরিয়ে দেবে। আর তার গাছ থেকে যত মানুষ, পাখি খাবে — তোমারও সওয়াব।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- প্রতিবেশী কিছু চাইলে (বীজ, লবণ, খুরপি) হাসিমুখে দিই।
- এতিম ও গরিব শিশুর সাথে ভালো ব্যবহার করি, খাবার ভাগ করি।
- ভালো কাজ মানুষকে দেখানোর জন্য নয় — আল্লাহকে খুশি করার জন্য করি।
- নামাজ: দুই রাকাত নিজে পড়ার চেষ্টা; ভুল হলে লজ্জা নেই, বড়রা ঠিক করে দেবেন।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

pod শুঁটি	**jar** বয়াম	**dry** শুকনো	**keep** রাখা
name নাম	**new** নতুন	**spring** বসন্ত	**bird** পাখি

My name is ___.	আমার নাম ___।
Keep the seeds in the jar.	বীজগুলো বয়ামে রাখো।
It is spring.	এখন বসন্তকাল।

খেলা

What is in the jar? বয়ামগুলো সারি করে রাখুন। অভিভাবক একটি তুলে জিজ্ঞেস করবেন «What is in the jar?» — শিশু বলবে «Bean seeds!» / «Radish seeds!»। তারপর পরিচয়-খেলা: «What is your name?» — «My name is ...। I am a little farmer.»

প্রযুক্তি: নাম টাইপ করা — লেবেল বানাই ৫%

১. বড়দের ফোন বা কম্পিউটারের কি-বোর্ডে তোমার নামের অক্ষরগুলো একটি একটি করে খুঁজে চাপো। পর্দায় তোমার নাম!

২. ভুল হলে «মুছে ফেলার» বোতাম (backspace) চাপো। ফাঁকা দেওয়ার লম্বা বোতাম (space) চেনো।

৩. ফসলের নাম টাইপ করো: BEAN, RADISH, RICE। বড়রা ছেপে দেবেন, বা পর্দা দেখে দেখে তুমি কাগজে লিখে লেবেল বানাও।

নিয়ম

কি-বোর্ডে জোরে ঘা দেবে না; এক আঙুলে আস্তে চাপো। শুধু বড়দের খোলা লেখার পাতায় টাইপ করবে — অন্য কিছু খুলবে না, কাউকে কিছু পাঠাবে না।

ফাল্গুন — আমার খাতা

আমার বীজ ব্যাংকের খাতা

বীজের নাম	তোলার তারিখ	কয় মুঠো / কয়টি	১০টির মধ্যে গজাল	ফল: ভালো / মন্দ

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] পাকা ও শুকনো শুঁটি চিনে তুলতে
- [ ] ভালো ও মন্দ বীজ বাছতে
- [ ] নিম পাতা দিয়ে বয়ামে বীজ রাখতে ও লেবেল লাগাতে
- [ ] ১০টি বীজ দিয়ে অঙ্কুর পরীক্ষা করতে
- [ ] নিজের নাম বাংলা ও ইংরেজিতে লিখতে

অভিভাবকের মন্তব্য

তাকে সাজানো তোমার বীজের বয়ামগুলো আঁকো; প্রতিটির ভেতরে বীজের ছবি দাও।

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

মাস ১২ · বসন্তকাল

চৈত্র

মাদায় লাউ-কুমড়া, উঠানে ছোট্ট হাট

মধ্য মার্চ – মধ্য এপ্রিল
খরিপ-১ এর প্রস্তুতি

চৈত্র বাংলা বছরের শেষ মাস। রোদ এখন কড়া, মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির, পুকুরের পানি তলায়। দুপুরে গরম বাতাসে ধুলো ওড়ে। গাছে আমের গুটি ধরেছে — মার্বেলের মতো ছোট ছোট কাঁচা আম। মাসের শেষ দিনে হয় চৈত্র সংক্রান্তির মেলা, আর তার পরদিনই পহেলা বৈশাখ!

এক বছর আগে তুমি একটি ছোট্ট বীজ হাতে নিয়েছিলে, মনে আছে? তারপর শাক ফলিয়েছ, গাছ লাগিয়েছ, ধান কেটেছ, ছানা ফুটিয়েছ, বীজ রেখেছ। তুমি এখন সত্যিকারের ছোট্ট চাষি! এ মাসে দুটি কাজ: নিজের বানানো সার আর নিজের রাখা বীজ দিয়ে গ্রীষ্মের লাউ-কুমড়া বুনবে — আর সারা বছরের ফসল নিয়ে উঠানে বসাবে **তোমার নিজের ছোট্ট হাট**।

এ মাসে মাঠে-ঘাটে

- গম, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, আলু ঘরে তোলা শেষ
- বোরো ধানে শিষ বের হচ্ছে
- লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, ঝিঙা, করলা, ঢেঁড়স বোনা
- পাট ও আউশ বোনার জন্য জমি চাষ
- আমের গুটি, কাঁঠালের মুচি; খরা ও কালবৈশাখীর শুরু

এ মাসে আমি শিখব

- নিজের সার ও নিজের বীজ দিয়ে মাদা করব
- জিনিসের দাম ঠিক করব ও দাম-লেখা কার্ড বানাব
- টাকা গুনে নেব ও ফেরত দেব
- আয়কে তিন ভাগ করব: সঞ্চয়, সদকা, খরচ
- সারা বছরে কী শিখলাম, বলতে পারব

এ মাসের দুই প্রজেক্ট

- **মাদায় লাউ, মিষ্টি কুমড়া ও ঝিঙা**
- **আমার ছোট্ট হাট**

এ মাসের আকাশ, মাঠ আর গাছপালা কেমন দেখছ? এঁকে রাখো।

প্রজেক্ট: মাদায় লাউ, মিষ্টি কুমড়া ও ঝিঙা ফসল

কেন করব?

বছরের চাকা ঘুরে আবার গ্রীষ্ম আসছে। গ্রীষ্ম-বর্ষার সবজি মানেই লতানো গাছ: লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, ঝিঙা, চিচিঙ্গা। এদের জন্য চাই ভাদ্র মাসে শেখা সেই **মাদা**। কিন্তু এবার একটি বিরাট তফাত আছে — আশ্বিনে তুমি যে সারের গাদা বানিয়েছিলে, সেই সার এখন তৈরি। আর ফাল্গুনের বীজ ব্যাংকে আছে বীজ। **নিজের সার, নিজের বীজ, নিজের হাত** — কিছুই কিনতে হলো না। এটাই দেশি চাষির স্বাধীনতা!

যা যা লাগবে

- বীজ ব্যাংক থেকে লাউ, মিষ্টি কুমড়া ও ঝিঙার বীজ — ৫টি করে
- নিজের গাদার তৈরি জৈব সার — ৩ ঝুড়ি
- ছাই — ৩ মুঠো
- এক বাটি পানি (বীজ ভেজাতে)
- খুরপি ও ঝাঁঝরি
- শুকনো খড় (মালচ)
- কঞ্চি; মাচার বাঁশ (বড়দের কাজ)
- ডালপালার বেড়া

ধাপে ধাপে কাজ

১. **সার তোলার উৎসব:** বড়দের সাথে আশ্বিনের সারের গাদা খোলো। ওপরের আধা-পচা অংশ সরিয়ে ভেতরের কালো, ঝুরঝুরে সার হাতে নাও। শুঁকে দেখো — দুর্গন্ধ নেই, ভেজা মাটির গন্ধ! পাতা-খোসা আর চেনাই যায় না। চালুনিতে চেলে ৩ ঝুড়ি তোলো।

২. **তিনটি মাদা:** উঠানের রোদ-পড়া তিন জায়গায় (বেড়ার ধারে, ঘরের চালার পাশে, পুকুর পাড়ে) বড়রা এক হাত চওড়া ও এক হাত গভীর তিনটি গর্ত করবেন। এক মাদা থেকে আরেক মাদা অন্তত ৪–৫ হাত দূরে।

৩. **মাদা ভরি:** প্রতি মাদার মাটির সাথে এক ঝুড়ি নিজের সার ও এক মুঠো ছাই মেশাও। ঢিবি করে ভরে পানি দিয়ে ভিজিয়ে ৫–৭ দিন রেখে দাও।

৪. **বীজ ভিজাই:** বোনার আগের রাতে বীজ পানিতে ভিজাও। লাউয়ের বীজের খোসা শক্ত — ১২ ঘণ্টা ভেজাতে হয়। যে বীজ পানিতে ভেসে থাকে সেগুলো ফাঁপা — ফেলে দাও; যেগুলো ডুবে যায় সেগুলো ভালো।

৫. **বুনি:** প্রতি মাদায় ৩–৪টি বীজ, আঙুলের দুই গিঁট গভীরে, চ্যাপ্টা বীজ কাত করে বা সরু মাথা নিচে দিয়ে। এক মাদায় লাউ, এক মাদায় কুমড়া, এক মাদায় ঝিঙা। কাঠিতে ছবি এঁকে চিহ্ন দাও।

৬. **ঢাকি ও পানি দিই:** চৈত্রের রোদ খুব কড়া। মাদার ওপর খড়ের মালচ দাও, ডালপালার বেড়া দাও। রোজ বিকেলে পানি — এ মাসে একদিনও বাদ দেওয়া যাবে না।

৭. **সবল দুটি রাখি:** ৪–৭ দিনে চারা গজাবে। ৩–৪টি পাতা হলে প্রতি মাদায় সবল ২টি রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলো।

৮. **পথ দেখাই:** লাউ ও ঝিঙার পাশে কঞ্চি দাও — ওরা আঁকশি দিয়ে ধরে মাচায় উঠবে। মিষ্টি কুমড়া মাটিতেই গড়িয়ে চলে, ওর নিচে খড় বিছিয়ে দাও। এই গাছগুলো আগামী বছরের বইয়ের (বই ২) প্রথম ফসল হবে!

মাদায় লাউ, মিষ্টি কুমড়া ও ঝিঙা খেয়াল করি ও লিখি

রোজ কী খেয়াল করব

- তিন রকম বীজ পাশাপাশি রেখে দেখো — আকার, রং, কিনারা কেমন আলাদা?
- কোন বীজ পানিতে ভাসল, কোনটি ডুবল?
- চারার বীজপাতা মোটা ও গোল, পরের পাতা খসখসে ও বড় — ছুঁয়ে দেখো।
- লতার ডগায় সুতোর মতো পেঁচানো জিনিসটা কী? (আঁকশি — লতার হাত!)
- মালচ-দেওয়া মাদা আর খোলা মাটি — দুপুরে কোনটি বেশি গরম ও শুকনো?

123 গুনি · মাপি · লিখি

- ৩ মাদায় ৪টি করে বীজ — মোট কয়টি? গুনে মিলাও।
- কয়টি গজাল? ফাল্গুনের অঙ্কুর পরীক্ষার ফলের সাথে মিলল কি?
- সারের গাদা থেকে মোট কয় ঝুড়ি সার হলো? আশ্বিনে কয় ঝুড়ি পাতা-খোসা দিয়েছিলে মনে আছে?
- আষাঢ়ে লাগানো তোমার গাছটি এখন তোমার কোথা পর্যন্ত লম্বা? সেই মাসের খাতার সাথে মিলাও।

নিরাপত্তা

চৈত্রের দুপুরের রোদে কাজ একদম নয় — সকাল ৮টার আগে ও বিকেল ৫টার পরে। মাথায় টুপি, বারবার পানি ও লবণ-গুড়ের শরবত। মাথা ঘুরলে বা গা গরম লাগলে সাথে সাথে ছায়ায় বসে বড়দের বলো। সারের গাদা খোলার সময় লাঠি দিয়ে নেড়ে দেখো — ভেতরে সাপ বা বিছা থাকতে পারে। আকাশ কালো করে ঝড় এলে ঘরে।

অভিভাবকের জন্য

গাদার সার পুরোপুরি তৈরি না হলে (উপকরণ এখনো চেনা যায়, গরম বা দুর্গন্ধ আছে) আধা-পচা অংশ ফের গাদায় দিন এবং পুরোনো পচা গোবর মিশিয়ে কাজ চালান। লাউ-কুমড়া-ঝিঙার দেশি বীজ নিজেদের ব্যাংকে না থাকলে ফাল্গুনে সংগৃহীত বীজ ব্যবহার করুন। মাচা তৈরি আপনার কাজ; শিশুকে মাপ ধরতে ও বাঁধতে সহায়তা নিন। এই মাদাগুলোই বই ২-এর «আঙিনার বাগানি» বছরের সূচনা — ফুল আসা, পরাগায়ন ও ফল ধরা সে তখন শিখবে।

প্রজেক্ট: আমার ছোট্ট হাট বাজার ও ব্যবসা · রপ্তানির ধারণা

সারা বছর তুমি ফলিয়েছ, পেলেছ, মেপেছ, উপহার দিয়েছ। এবার বছরের শেষ প্রজেক্ট — সত্যিকারের বেচাকেনা! উঠানে বসবে তোমার নিজের ছোট্ট হাট। ক্রেতা হবেন পরিবার, আত্মীয় আর প্রতিবেশীরা। এটাই তোমার উদ্যোক্তা-জীবনের প্রথম দোকান।

যা করব

১ **পণ্য জোগাড়:** হাটের ৩–৪ দিন আগে তালিকা করো — কী কী বেচবে? শাকের আঁটি, শিম, মুরগির ডিম, ছোট ঠোঙায় বীজ, আঁটির চারা (জ্যৈষ্ঠে বানানো), এক পোয়া করে জৈব সার, ধনিয়া পাতা। অন্তত ৫ রকম পণ্য।

২ **সাজাই:** সবজি তুলে ধুয়ে আঁটি বাঁধো (পৌষের মতো)। বীজ কাগজের ঠোঙায় ভরে নাম লেখো। পরিষ্কার চট বা পাটিতে পণ্য সুন্দর করে সাজাও — ভালো-মন্দ সব সামনে, কিছু লুকিয়ে নয়।

৩ **দাম ঠিক করি:** বড়দের সাথে বাজারদর জেনে নাও। সহজ দাম রাখো: ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা। প্রতিটি পণ্যের জন্য কার্ডে ছবি ও দাম লিখে সামনে রাখো।

৪ **দোকানের নাম:** একটি নাম ভাবো (যেমন «___-এর দেশি বাগান»)। বড় কাগজে লিখে টাঙাও। এটাই তোমার সাইনবোর্ড!

৫ **বেচাকেনা:** ক্রেতা এলে সালাম দাও, হাসিমুখে কথা বলো। পণ্যের গুণ বলো — «বিষ ছাড়া, নিজের হাতে ফলানো»। কোনো দোষ থাকলে আগেই বলে দাও — «এই পাতায় একটু পোকার ফুটো আছে»। মেপে দিলে একটু বেশিই দাও, কম নয়।

৬ **টাকা গুনি:** টাকা নিয়ে গুনে দেখো, দরকার হলে ফেরত দাও (বড়রা পাশে থাকবেন)। «জাযাকাল্লাহ, আবার আসবেন» বলো। টাকা একটি কৌটায় রাখো।

৭ **হিসাব ও তিন ভাগ:** হাট শেষে সব টাকা গোনো। তারপর তিনটি কৌটায় ভাগ করো: **সঞ্চয়** (আগামী বছরের বীজ-যন্ত্রের জন্য মাটির ব্যাংকে), **সদকা** (গরিব বা মসজিদে — নিজ হাতে দাও), **খরচ** (নিজের পছন্দের কিছু)।

৮ **বিদেশে যায় কী?** কার্তিকে জেনেছ কী কী বিদেশ থেকে আসে। এবার বড়দের জিজ্ঞেস করো — বাংলাদেশ থেকে কী কী বিদেশে যায়? পাট ও পাটের জিনিস, চিংড়ি ও মাছ, আম, সবজি, আলু, চা...। বিদেশে বেচাকে বলে **রপ্তানি**। তোমার সবজিও একদিন জাহাজে-বিমানে চড়ে দূর দেশে যেতে পারে!

আমার ছোট্ট হাট ভাবি ও সাবধান থাকি

ভেবে বলো

- আজ কোন পণ্যটি সবার আগে শেষ হলো? কোনটি বিক্রি হলো না? কেন বলে মনে হয়?
- তোমার শাকের দোষ আগেই বলে দিলে ক্রেতা কি কম কিনবে, নাকি তোমাকে বেশি বিশ্বাস করবে?
- বিদেশের মানুষ আমাদের আম বা সবজি কিনতে চাইলে সেগুলো কেমন হতে হবে?

নিরাপত্তা

টাকা-পয়সা লেনদেনে সবসময় বড় কেউ পাশে থাকবেন। অচেনা ক্রেতার সাথে একা কোথাও যাবে না, বাড়ির ভেতরে ডাকবে না। টাকা ধরার পর হাত ধুয়ে তারপর খাবে। রোদে নয় — দোকান বসবে ছায়ায়।

অভিভাবকের জন্য

হাটটি ছোট রাখুন (১–২ ঘণ্টা, ৮–১০ জন পরিচিত ক্রেতা) এবং আগে থেকেই ক্রেতাদের বলে দিন যেন তাঁরা শিশুকে প্রশ্ন করেন, দরদাম করেন, খুচরা টাকা দেন। লাভ-ক্ষতির পূর্ণ হিসাব (খরচ বাদ দেওয়া) এ বছর নয় — শুধু «কত আয় হলো» ও «তিন ভাগ»। সততার মুহূর্তগুলো (দোষ বলে দেওয়া, বেশি ফেরত দিয়ে ফেললে ফিরিয়ে দেওয়া) চোখে পড়লে সাথে সাথে প্রশংসা করুন। রপ্তানির অংশটি শুধু গল্প: «ভালো মান + সঠিক মাপ + বিশ্বাস = দূর দেশের ক্রেতা»।

এ প্রজেক্টে যা দেখলাম ও শিখলাম (শিশু বলবে, বড়রা লিখবেন)

এখানে আঁকো।

চৈত্র — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ১ ও ২

সপ্তাহ ১ — নিজের সার, নিজের বীজ

দিন ১	সারের গাদা খুলি; কালো সার হাতে নিই, শুঁকি, চালি	☐
দিন ২	তিনটি মাদার জায়গা বাছি; সার-ছাই মিশিয়ে ভরি	☐
দিন ৩	বীজ ব্যাংক থেকে বীজ বের করি; ভাসা-ডোবা পরীক্ষা	☐
দিন ৪	আগাম ডাঁটা-ঢেঁড়সের চারায় পানি ও মালচ দিই	☐
দিন ৫	আম গাছের গুটি দেখি; ঝরা গুটি গুনি	☐

ইসলামি: সূরা কুরাইশ শোনা ও প্রথম ২ আয়াত। «ইন শা আল্লাহ» ও «মা শা আল্লাহ» কখন বলি।

ইংরেজি: buy, sell — «I sell beans.»

প্রযুক্তি: বড়দের মোবাইলে টাকা পাঠানো/নেওয়া দেখা: টাকা কীভাবে «ফোনের ভেতর দিয়ে» যায়।

সপ্তাহ ২ — বীজ বুনি, হাটের প্রস্তুতি

দিন ১	রাতে বীজ ভিজাই; সকালে তিন মাদায় বুনি, চিহ্ন দিই	☐
দিন ২	খড়ের মালচ ও ডালের বেড়া দিই; বিকেলে পানি	☐
দিন ৩	হাটের পণ্যের তালিকা করি; কাগজের ঠোঙা বানাই	☐
দিন ৪	বীজ ঠোঙায় ভরে নাম লিখি; দাম-কার্ড আঁকি	☐
দিন ৫	দোকানের নাম ঠিক করি; সাইনবোর্ড বানাই	☐

ইসলামি: সূরা কুরাইশ ৩য়–৪র্থ আয়াত। সৎ ব্যবসায়ীর হাদিস শোনা।

ইংরেজি: money, shop — «This is my shop.»

প্রযুক্তি: দোকানের কিউআর কোড কী — বাজারে দেখা; বড়রা স্ক্যান করে দেখাবেন।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

চৈত্র — সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সপ্তাহ ৩ ও ৪

সপ্তাহ ৩ — আমার ছোট্ট হাট!

দিন ১	সবজি তুলি, ধুই, আঁটি বাঁধি; ডিম গুনি	☐
দিন ২	পাটিতে পণ্য সাজাই; দাম-কার্ড বসাই	☐
দিন ৩	হাট বসাই: সালাম, বেচাকেনা, টাকা গোনা	☐
দিন ৪	আয় গুনি; তিন কৌটায় ভাগ করি; সদকা নিজ হাতে দিই	☐
দিন ৫	মাদায় চারা গজাল কি দেখি; গুনি	☐

ইসলামি: «মাপে কম দিও না» (সূরা মুতাফফিফিন: ১–৩) — গল্প। «জাযাকাল্লাহু খাইরান» বলা।

ইংরেজি: price, how much — «How much is it?» «Ten taka.»

প্রযুক্তি: হাটের ছবি ও ছোট ভিডিও তোলা; আত্মীয়কে দেখানো।

সপ্তাহ ৪ — বছরের ফসল গুনি

দিন ১	সবল ২টি চারা রেখে বাকি তুলি; কঞ্চি দিই	☐
দিন ২	সারা বছরের খাতা উল্টে দেখি: কোন মাসে কী করেছি	☐
দিন ৩	বাংলাদেশ থেকে কী কী বিদেশে যায় — জানি ও আঁকি	☐
দিন ৪	চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় যাই; নতুন বছরের জন্য একটি যন্ত্র বা বীজ কিনি	☐
দিন ৫	পরিশিষ্টের «বছর শেষের মূল্যায়ন» পাতা পূরণ; সনদ গ্রহণ	☐

ইসলামি: সূরা কুরাইশ একা বলা; সারা বছরের ১১টি সূরা ঝালাই। দুই রাকাত নামাজ নিজে।

ইংরেজি: honest, welcome + সারা বছরের শব্দ ঝালাই। «Thank you!» «Welcome!»

প্রযুক্তি: সারা বছরের সেরা ১২টি ছবি বেছে «আমার চাষি-বছর» স্লাইড-শো দেখা।

এ দুই সপ্তাহের কথা (অভিভাবক বা শিশু লিখবে)

চৈত্র — ইসলামি শিক্ষা ১০%

এ মাসের সূরা

সূরা কুরাইশ

৪ আয়াত। কুরাইশরা শীতে ও গ্রীষ্মে দূর দেশে বাণিজ্য-সফরে যেত। আল্লাহ তাদের ক্ষুধায় খাবার দিয়েছেন, ভয় থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন — তাই তারা যেন কাবার রবের ইবাদত করে।

এ মাসের দোয়া

তিনটি সুন্দর কথা

ইন শা আল্লাহ · মা শা আল্লাহ · জাযাকাল্লাহু খাইরান

অর্থ: আল্লাহ চাইলে (ভবিষ্যতের কথায়) · আল্লাহ যা চেয়েছেন (ভালো কিছু দেখে) · আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন (ধন্যবাদ দিতে)।

★ এ মাসের হাদিস / আয়াত

«সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিন) নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সাথে থাকবে।»

ভাবার্থ — জামে তিরমিজি: ১২০৯

গল্প ও ভাবনা

তুমি কি জানো, নবীজি ﷺ নিজে ব্যবসা করতেন? ছোটবেলায় তিনি ছাগল চরিয়েছেন, বড় হয়ে চাচার সাথে দূর দেশে বাণিজ্যে গেছেন — ঠিক সূরা কুরাইশে যে সফরের কথা আছে। তিনি এত সৎ ছিলেন যে মক্কার সবাই তাঁকে ডাকত **আল-আমিন** — বিশ্বাসী। তিনি কখনো পণ্যের দোষ লুকাতেন না, মাপে কম দিতেন না। একদিন তিনি বাজারে এক খাবারের স্তূপে হাত ঢুকিয়ে দেখলেন ভেতরটা ভেজা, অথচ ওপরে শুকনো সাজানো। তিনি বললেন: «যে ধোঁকা দেয়, সে আমার দলের নয়» (সহিহ মুসলিম: ১০২)। আর আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, যারা মেপে নেওয়ার সময় পুরো নেয় কিন্তু দেওয়ার সময় কম দেয় — তাদের জন্য দুর্ভোগ (সূরা মুতাফফিফিন: ১–৩)। তোমার ছোট্ট হাটে তুমিও হবে একজন «আল-আমিন» ব্যবসায়ী — ইন শা আল্লাহ।

এ মাসের আদব ও নামাজ

- বেচার সময় পণ্যের দোষ বলে দিই; মাপে একটু বেশি দিই, কম নয়।
- ভবিষ্যতের কথায় «ইন শা আল্লাহ», ভালো কিছু দেখে «মা শা আল্লাহ» বলি।
- আয় থেকে আগে সদকা আলাদা করি, তারপর খরচ।
- নামাজ: দুই রাকাত নিজে পড়তে পারি; পাঁচ ওয়াক্তে বড়দের সাথে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।

ABC English Time শুনি · বলি · পড়ি — ৫%

buy কেনা	**sell** বেচা	**money** টাকা	**shop** দোকান
price দাম	**how much** কত	**honest** সৎ	**welcome** স্বাগত

How much is it? এটার দাম কত?

Ten taka, please. দশ টাকা, দয়া করে।

Thank you! Welcome! ধন্যবাদ! স্বাগত!

খেলা

Shop play: ছোট্ট হাটের মহড়া ইংরেজিতে। ক্রেতা: «Hello! What do you sell?» দোকানি: «I sell beans and eggs.» ক্রেতা: «How much is it?» দোকানি: «Ten taka.» ক্রেতা: «Here you are.» দোকানি: «Thank you! Welcome!»। ভূমিকা বদল করে খেলুন। সারা বছরের প্রায় ১০০ শব্দ পরিশিষ্টের তালিকা থেকে ঝালাই করুন।

প্রযুক্তি: টাকা যখন ফোনে — মোবাইল লেনদেনের ধারণা ৫%

১ বড়রা মোবাইল ব্যাংকিং-এ কাউকে টাকা পাঠালে বা কিছু কিনলে পাশে থেকে দেখো। টাকা হাতে না দিয়েও কীভাবে পৌঁছে গেল?

২ বাজারে দোকানের সামনে সাদা-কালো ঘরকাটা ছবি (কিউআর কোড) খুঁজে দেখো। বড়রা ফোন দিয়ে স্ক্যান করে দেখাবেন — এটি দোকানের «ঠিকানা»।

৩ ভাবো: তোমার ছোট্ট হাটে দূরের মামা কীভাবে বীজ কিনতে পারেন? (ভিডিও কলে দেখে → ফোনে টাকা পাঠিয়ে → ডাকে বীজ পেয়ে।) এভাবেই দূরের ক্রেতার কাছে বেচা যায়!

নিয়ম

ফোনের টাকার গোপন নম্বর (পিন) শুধু বড়দের — তুমি দেখবে না, জানতে চাইবে না, কাউকে বলবে না। ফোনে «টাকা জিতেছেন» জাতীয় কিছু এলে ছোঁবে না, বড়দের দেখাবে। লেনদেনের কোনো বোতাম তুমি চাপবে না।

চৈত্র — আমার খাতা

আমার ছোট্ট হাটের খাতা

পণ্য	দাম (টাকা)	কয়টি এনেছিলাম	কয়টি বিক্রি হলো	কত টাকা পেলাম

মাস শেষে — আমি পারি

- [ ] নিজের সার ও বীজ দিয়ে মাদা করতে
- [ ] পণ্য সাজিয়ে দাম-কার্ড বসাতে
- [ ] সালাম দিয়ে হাসিমুখে বেচতে ও দোষ বলে দিতে
- [ ] ১০ ও ২০ টাকার নোট গুনে নিতে
- [ ] আয় তিন ভাগ করতে: সঞ্চয়, সদকা, খরচ

অভিভাবকের মন্তব্য

তোমার ছোট্ট হাটের ছবি আঁকো — সাইনবোর্ড, পণ্য আর ক্রেতাসহ। মোট আয়: ..... টাকা

শিশুর নাম / টিপসই | অভিভাবকের স্বাক্ষর | তারিখ

পরিশিষ্ট ১ — বছর শেষের মূল্যায়ন হাতের কাজ

এটি পরীক্ষা নয় — এক বছরের পথচলার আয়না। চৈত্রের শেষ সপ্তাহে শিশুকে পাশে বসিয়ে প্রতিটি দক্ষতা নিয়ে কথা বলুন, সম্ভব হলে করে দেখাতে বলুন, তারপর একটি ঘরে টিক দিন। «আরও চর্চা» কোনো ব্যর্থতা নয়; সেগুলো আগামী বছরের শুরুতে আবার করা হবে।

দক্ষতা	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
ঝুরঝুরে মাটির বেড তৈরি ও গোবর-ছাই মেশানো			
ছোট বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে বোনা			
বড় বীজ ভিজিয়ে মাদায় ঠিক গভীরতায় বোনা			
ঝাঁঝরি দিয়ে নিয়মিত পানি দেওয়া			
চারা পাতলা করা ও আগাছা চেনা-তোলা			
ফলের আঁটি থেকে চারা তৈরি			
গাছের চারা রোপণ, খুঁটি ও খাঁচা দেওয়া			
গামলায় ধান রোপণ ও কুশি গোনা			
জৈব সারের গাদায় স্তর সাজানো			
বন্ধু ও ক্ষতিকর পোকা চেনা; ছাই-নিম ব্যবহার			
ফসল তোলা, ধোয়া, বাছাই ও আঁটি বাঁধা			
পাকা বীজ সংগ্রহ, শুকানো, বয়ামে রাখা			
১০টি বীজ দিয়ে অঙ্কুর পরীক্ষা			
মুরগি ও হাঁসকে খাবার-পানি দেওয়া, গুনে মেলানো			
মুরগির ছানার যত্ন			
গরু ও ছাগলকে নিরাপদে খাবার দেওয়া			
গামলার মাছকে মেপে খাবার দেওয়া			
৫টি দেশি মাছ ও ১০টি ফসল দেখে চেনা			
পাল্লায় মেপে দেওয়া; পণ্য সাজিয়ে বেচা			
আয় তিন ভাগ করা: সঞ্চয়, সদকা, খরচ			
১০টি নিরাপত্তা নিয়ম মুখে বলা ও মেনে চলা			

অভিভাবকের পর্যবেক্ষণ: এ বছর শিশুর সবচেয়ে বড় অগ্রগতি কোথায়?

পরিশিষ্ট ২ — বছর শেষের মূল্যায়ন জ্ঞান ও আচরণ

ইসলামি জ্ঞান (১০%)	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
সূরা ফাতিহা ও আরও ৫টি ছোট সূরা মুখস্থ বলা			
খাওয়া, ঘুম, টয়লেট, ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া			
ধাপে ধাপে ওজু করা			
দুই রাকাত নামাজের ধাপগুলো করা			
৫টি হাদিসের মর্ম নিজের ভাষায় বলা			
আরবি হরফগুলো দেখে চেনা			

ABC ইংরেজি (৫%)	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
জিনিস দেখে ৬০টির বেশি ইংরেজি শব্দ বলা			
সহজ নির্দেশ শুনে কাজ করা (Come, Go, Touch, Give me…)			
১০টি ছোট বাক্য ও নিজের নাম বলা; one–ten গোনা			

প্রযুক্তি (৫%)	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
ছবি তোলা ও শব্দ রেকর্ড করা			
পাল্লা, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, আতশ কাচ ব্যবহার; সময় মেনে যন্ত্র ফেরত দেওয়া			

123 গোনা, মাপা, লেখা (কাজের ভেতরে)	নিজে পারি	সাহায্য নিয়ে পারি	আরও চর্চা
১ থেকে ১০০ গোনা; ১০টি করে দল বানানো			
জিনিস দিয়ে ছোট যোগ-বিয়োগ ও সমান ভাগ			
আঙুল, বিঘত, হাত দিয়ে মাপা; বেশি-কম, ভারী-হালকা			
নিজের নাম ও ৫টি ফসলের নাম লেখা; খাতায় ছক পূরণ			

★ চাষির স্বভাব	প্রায়ই	মাঝে মাঝে	আরও চর্চা
না বললেও নিজের দায়িত্ব (পানি, খাবার) মনে রাখে			
কাজ শেষ না করে ছাড়ে না; ব্যর্থ হলে আবার চেষ্টা করে			
প্রাণী ও গাছের প্রতি দয়াশীল; খাবার নষ্ট করে না			
সত্য বলে; ভাগ করে নেয়; সালাম ও শোকর আদায় করে			

পরিশিষ্ট ৩ — সূরা ও দোয়ার তালিকা

শিশু যখন সূরা বা দোয়াটি বড়দের সাথে বলতে পারবে, «সাথে পারি» ঘরে তারিখ লিখুন; একা বলতে পারলে «একা পারি» ঘরে। উচ্চারণ অবশ্যই একজন শুদ্ধ তিলাওয়াত-জানা শিক্ষক বা ক্বারীর কাছে মিলিয়ে নিন — এই বইয়ের বাংলা উচ্চারণ শুধু মনে রাখার সহায়ক, আরবির বিকল্প নয়।

মাস	সূরা	দোয়া	সাথে পারি	একা পারি
বৈশাখ	সূরা আল-ফাতিহা (প্রথম অর্ধেক)	কাজ শুরুর দোয়া		
জ্যৈষ্ঠ	সূরা আল-ফাতিহা (সম্পূর্ণ)	খাওয়ার দোয়া		
আষাঢ়	সূরা আল-ইখলাস	বৃষ্টির সময়ের দোয়া		
শ্রাবণ	সূরা আন-নাস	ঘুমানো ও জাগার দোয়া		
ভাদ্র	সূরা আল-ফালাক	টয়লেটের দোয়া		
আশ্বিন	সূরা আল-কাওসার	ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া		
কার্তিক	সূরা আল-আসর	সালাম ও হাঁচির আদব		
অগ্রহায়ণ	সূরা আন-নাসর	খাওয়ার পরের দোয়া		
পৌষ	সূরা লাহাব	জ্ঞান বাড়ার দোয়া		
মাঘ	সূরা আল-ফীল	বাবা-মায়ের জন্য দোয়া		
ফাল্গুন	সূরা আল-মাউন	দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দোয়া		
চৈত্র	সূরা কুরাইশ	তিনটি সুন্দর কথা		

নামাজ শেখার ধাপ (সারা বছর)

- **বৈশাখ – আষাঢ়:** পাঁচ ওয়াক্তের নাম; আজানের আদব; ওজু।
- **শ্রাবণ – আশ্বিন:** বড়দের পাশে দাঁড়িয়ে ভঙ্গি নকল — দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা, বসা; তাকবির।
- **কার্তিক – পৌষ:** রুকু ও সিজদার তাসবিহ; এক রাকাত ধাপে ধাপে।
- **মাঘ – চৈত্র:** দুই রাকাত বড়দের সাথে, তারপর নিজে; তাশাহহুদ শোনা শুরু।

অভিভাবকের জন্য

নবীজি ﷺ সাত বছর বয়সে সন্তানকে নামাজের আদেশ দিতে বলেছেন (আবু দাউদ)। তাই ছয় বছর হলো ভালোবাসা দিয়ে অভ্যাস গড়ার বছর — জোর বা শাস্তির নয়। শিশু যা দেখে তা-ই শেখে; আপনার নামাজই তার সবচেয়ে বড় পাঠ। রমজানে ইসলামি অংশ বাড়িয়ে দিন: ছোট রোজা-চর্চা, ইফতার সাজানো, তারাবিতে কিছুক্ষণ দাঁড়ানো, ফিতরা নিজ হাতে দেওয়া।

ABC পরিশিষ্ট ৪ — My Word Bank সারা বছরের ইংরেজি শব্দ

প্রতি মাসের শেষে আগের সব মাসের শব্দ একবার ঝালাই করুন। নিয়ম একটাই: **জিনিস দেখিয়ে শব্দ, শব্দ শুনে জিনিস।** বানান মুখস্থ বা বাংলা অর্থ জিজ্ঞেস করা নয়। শিশু যে শব্দ নিজে থেকে বলতে পারে, তার নিচে দাগ দিন।

মাস	Words
বৈশাখ	seed, soil, water, sun, plant, leaf, root, hand
জ্যৈষ্ঠ	mango, jackfruit, banana, fruit, sweet, eat, tree, big / small
আষাঢ়	rain, cloud, river, fish, boat, frog, wet, umbrella
শ্রাবণ	rice, duck, mud, field, farmer, green, walk, swim
ভাদ্র	bean, flower, climb, pond, net, bucket, one – five, six – ten
আশ্বিন	cow, calf, grass, milk, dung, rope, drink, love
কার্তিক	radish, spinach, row, bed, market, bag, come, go
অগ্রহায়ণ	harvest, grain, straw, basket, cut, dry, full, thank you
পৌষ	hen, egg, chick, nest, warm, winter, morning, count
মাঘ	goat, kid, bug, bee, friend, look, help, doctor
ফাল্গুন	pod, jar, dry, keep, name, new, spring, bird
চৈত্র	buy, sell, money, shop, price, how much, honest, welcome

সারা বছরের ছড়া ও গান (শুনে শুনে)

Rain, rain, go away · One, two, buckle my shoe · Old MacDonald had a farm · Five little ducks · Baa baa black sheep

অভিভাবকের জন্য — গ্রামার ছাড়া ইংরেজি

শিশু মাতৃভাষা যেভাবে শেখে — আগে শোনে, তারপর বলে, অনেক পরে পড়ে ও লেখে — ইংরেজিও সেভাবেই। ভুল বাক্য শুধরে দেওয়ার দরকার নেই; আপনি সঠিকটি স্বাভাবিকভাবে আবার বলুন। আপনার নিজের উচ্চারণ নিয়ে সংশয় থাকলে ফোনে শব্দটির উচ্চারণ শুনিয়ে নিন। রোজ ১০ মিনিট, কাজের মাঝখানে, খেলার ছলে — এটুকুই যথেষ্ট।

পরিশিষ্ট ৫ — আমার বীজ ব্যাংকের রেজিস্টার

বীজ ব্যাংকের প্রতিটি বয়ামের জন্য একটি সারি। আগামী বছর এই পাতা দেখেই ঠিক হবে — কোন বীজ আছে, কোনটি জোগাড় করতে হবে। কাউকে বীজ দিলে বা কারও কাছ থেকে পেলে তা-ও লিখে রাখুন।

নং	ফসল ও জাতের নাম	কোথা থেকে পেলাম	সংগ্রহের তারিখ	১০-এ কয়টি গজায়	কাকে দিলাম
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					

বীজ রাখার তিন সূত্র

১. পুরো পাকা — গাছেই পাকতে দাও। **২. পুরো শুকনো** — দাঁতে কাটলে «কট»। **৩. বাতাস-বন্ধ পাত্র** — শুকনো বয়াম, নিম পাতা, শক্ত ঢাকনা, ঠান্ডা অন্ধকার তাক।

তোমার সবচেয়ে প্রিয় বীজটি বড় করে আঁকো।

পরিশিষ্ট ৬ — আমার আয় ও সঞ্চয়ের খাতা

কার্তিক মাসে মাটির ব্যাংক শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতিবার টাকা পেলে বা খরচ করলে বড়দের সাহায্যে এক সারি লিখুন। টাকার অঙ্ক শিশু নিজে লিখবে।

তারিখ	কীভাবে পেলাম / কীসে দিলাম	পেলাম (+)	সদকা	খরচ (−)	ব্যাংকে আছে

তিন কৌটার নিয়ম

যা-ই আয় হোক, আগে তিন ভাগ: **সঞ্চয়** (আগামীর বীজ ও যন্ত্রের জন্য) · **সদকা** (আল্লাহর জন্য, অভাবীর জন্য) · **খরচ** (নিজের দরকার ও শখ)।

অভিভাবকের জন্য

এ বছর পূর্ণাঙ্গ লাভ-ক্ষতির হিসাব নয়; লক্ষ্য হলো লিখে রাখার অভ্যাস এবং «টাকা আসে কাজ থেকে» — এই বোধ। বছর শেষে সঞ্চয়ের টাকায় শিশু নিজে বাছাই করে আগামী বছরের জন্য একটি কাজের জিনিস কিনুক (একটি ভালো খুরপি, ঝাঁঝরি বা মুরগির ছানা)।

★ পরিশিষ্ট ৭ — আমার চাষি-বছরের সেরা স্মৃতি

পুরো বছরের দিকে ফিরে তাকাও। নিচের কথাগুলো বড়দের বলো; তাঁরা লিখে দেবেন, অথবা তুমি নিজেই লেখো।

আমার সবচেয়ে প্রিয় প্রজেক্ট _____

সবচেয়ে কঠিন লেগেছে _____

যে ফসলটি সবচেয়ে ভালো হয়েছে _____

যেটি নষ্ট হয়েছে, আর তা থেকে যা শিখেছি _____

আমার প্রিয় পশু বা পাখি ও তার নাম _____

আমার প্রিয় সূরা _____

আমার প্রিয় ইংরেজি শব্দ _____

বছর শেষে মাটির ব্যাংকে জমেছে _____

আগামী বছর আমি যা ফলাতে চাই _____

বড় হয়ে আমি যা হতে চাই _____

বছরের শুরুতে আমি (ছবি আঁকো বা লাগাও)

বছরের শেষে আমি — আমার ফসলসহ

পরিশিষ্ট ৮ — দরকারি যোগাযোগ

খামারে সমস্যা হলে অনুমান নয় — জিজ্ঞেস করুন। নিচের সরকারি সেবাগুলো চাষিদের জন্য। শিশুকে সাথে নিয়ে একবার ফোন করুন বা অফিসে যান, যেন সে জানে সাহায্য কোথায় পাওয়া যায়।

সেবা	নম্বর	কখন দরকার
কৃষি কল সেন্টার	**১৬১২৩**	ফসল, বীজ, পোকা-রোগ, সার বিষয়ে পরামর্শ
প্রাণিসম্পদ সেবা	**১৬৩৫৮**	গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগির রোগ, টিকা
মৎস্য পরামর্শ সেবা	**১৬১২৬**	মাছ চাষ ও পুকুরের সমস্যা
জাতীয় জরুরি সেবা	**৯৯৯**	দুর্ঘটনা, আগুন, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ
স্বাস্থ্য বাতায়ন	**১৬২৬৩**	স্বাস্থ্য পরামর্শ, সাপে কাটা, জরুরি চিকিৎসা

* নম্বরগুলো সময়ের সাথে বদলাতে পারে — ব্যবহারের আগে একবার যাচাই করে নিন।

আমাদের এলাকার যোগাযোগ (নিজেরা লিখুন)

কে	নাম	ফোন
উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (ব্লক)		
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস / পশু চিকিৎসক		
উপজেলা মৎস্য অফিস		
আমার «ওস্তাদ চাষি»		
দেশি বীজ দেন যিনি		
কুরআন শিক্ষক / ইমাম সাহেব		
নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্র		

নোট

কৃষি উদ্যোক্তা হোমস্কুলিং সিরিজ

সনদ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে

_____

বাংলা ..... সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত পুরো এক বছর
নিজের হাতে বীজ বুনে, গাছ লাগিয়ে, ধান ফলিয়ে, পশুপাখি ও মাছের যত্ন নিয়ে,
বীজ সংরক্ষণ করে এবং সততার সাথে নিজের ছোট্ট হাট চালিয়ে

«ছোট্ট চাষি»

উপাধি অর্জন করেছে এবং **বই ১ — বীজ থেকে শুরু** সফলভাবে শেষ করেছে।
আল্লাহ তার জ্ঞান, রিজিক ও আমলে বরকত দিন। আমিন।

মায়ের স্বাক্ষর	বাবার স্বাক্ষর	ওস্তাদ চাষির স্বাক্ষর

তারিখ: .....

➡ এরপর — বই ২: আঙিনার বাগানি বয়স ৭

অভিনন্দন, ছোট্ট চাষি! তুমি এক বছরে বীজ থেকে বীজ পর্যন্ত পুরো চাকা ঘুরে এসেছ। আগামী বছর তুমি আর সহকারী নও — **পরিবারের সবজি বাগানের দায়িত্ব তোমার**।

বই ২-এ যা থাকবে

- সারা বছরের পারিবারিক সবজি বাগানের নকশা ও পরিচালনা
- বীজতলা তৈরি, চারা তোলা ও রোপণ
- চৈত্রের মাদার লাউ-কুমড়ায় ফুল, পরাগায়ন ও ফল
- নিজের রাখা ধান-বীজ থেকে বীজতলা
- ৫–৬টি মুরগির নিজস্ব ছোট খামার ও ডিমের খাতা
- সাপ্তাহিক হাটে নিয়মিত সবজি বিক্রি; দামের খাতা

সাথে থাকবে

- কুরআন: আরও ১০টি সূরা; নাজেরা (দেখে পড়া) শুরু
- নামাজ: পাঁচ ওয়াক্তের অভ্যাস
- English: ছোট গল্প শোনা, প্রশ্ন-উত্তর, সহজ শব্দ পড়া
- প্রযুক্তি: ছবিসহ বাগানের ডায়েরি, ভয়েস নোট, সহজ ছক
- গণিত: ১০০০ পর্যন্ত সংখ্যা, টাকার হিসাব, কেজি-লিটার-মিটার

এই বই থেকে বই ২-এ যা সাথে যাবে

- তোমার **বীজ ব্যাংক** ও বীজের রেজিস্টার
- অগ্রহায়ণে রাখা **ধানের বীজ**
- চৈত্রে বোনা **লাউ, কুমড়া ও ঝিঙার মাদা**
- আষাঢ়ে লাগানো **তোমার গাছ** ও জ্যৈষ্ঠের আঁটির চারা
- তোমার **মুরগি** ও বড় হওয়া ছানারা
- নতুন করে সাজানো **সারের গাদা**
- মাটির ব্যাংকের **সঞ্চয়** — তোমার পুঁজি

শেষ কথা

«নিজ হাতে উপার্জন করা খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি।» — এই হাদিসটি বুকে নিয়ে এগিয়ে চলো। মাটি কখনো পরিশ্রমীকে খালি হাতে ফেরায় না — আল্লাহর ইচ্ছায়।